গোপাল ভাঁড় সমগ্র

এবং আরও

৫০০ জোক্‌স

সম্পাদক : তুষারকান্তি পাণ্ডে

সংকলক :

দেবাশীষ চাকী
ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী
শুভাষকান্তি মজুমদার
তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
অবনী সাহা
অর্ঘ্য দাস
মধুমিতা গাঙ্গুলী

গ্রন্থনা

৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ABANG ARRO 500 JOKES

A Collection of Jokes of Different Countries

EDITOR : TUSHAR KANTI PANDE, M. A. (Double)

প্রকাশক : গ্রন্থনা, ৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

অলংকরণ : অর্ণব বসু

প্রকাশ সময় : কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৮৯

মূল্য : ত্রিশ টাকা

মুদ্রাকর :

১। স্মিতা আচারিয়া
এঞ্জেল প্রিন্টার্স
৪৩৭ বি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৫

২। রানা বসু
মুদ্রণী
২১, মহারাজ নন্দকুমার রোড (সাউথ)
কলিকাতা-৩৬

প্রসঙ্গ : "এবং আরও ৫০০ জোক্‌স"

আমাদের একবিংশগামী বিশ শতকী ব্যস্তজীবনে আজ হাসির একান্তই অভাব। তাই জোক্‌স্‌ বা চুটকি নিশ্চয় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দৈনন্দিকতায় এক অক্ষয় আনন্দের ফল্গুধারা। চুটকি ও ব্যঙ্গ যুক্ত ছোটকথা ছোটব্যথা—ছোট ছোট হাসি কান্না আমাদের ত্রস্ত ব্যস্ত জীবনে ক্ষণকালের জন্য লঘুচপল এক আনন্দঘন মুহূর্ত সৃষ্টি করে। Jokes ছোট গল্প, একাঙ্ক নাটক এ সকলইত আমাদের এই শতকের ব্যস্ত জীবনের অপরিহার্য ফসল। ছোট গল্প ও একাঙ্ক নাটক জীবন-রঙ্গের খেলাকে সহজে ছোটকথায় বড় করে ঘোষণা করে। আর ছোটখাট ব্যঙ্গ কৌতুকগুলি এই জীবনকে ব্যঙ্গ না করেও জীবনের সাথে জীবন যোগ করে জীবনকে সহনীয় ও সাবলীল করে তোলে। রঙ্গ ব্যঙ্গভরা ও সরস সাহিত্য পৃথিবীর নানাদেশে নানা ভাবে সাহিত্য তথা জীবনকে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করেছে। গ্রীক নাটকের কমিক রিলিফ নাটকের ট্রাজিডিকে অধিক ট্রাজিক করেও দর্শকদের আনন্দ যোগায়। সেক্সপীয়ারের নাটকেও এই কমিক রিলিফ

সংস্কৃত নাটকের ন্যায় একই উদ্দেশ্য সাধন করে। কমিক চরিত্রের রঙ্গব্যঙ্গ, ভারাক্রান্ত দর্শকের অতি-ভারাক্রান্ত মানসিক চাপকে হাসির ফোয়ারায় উজ্জীবিত করে। তাই রঙ্গ ও চুটকি যে কোন সফল নাটকের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যে কোন **সার্কাসের** নাটকীয় মুহূর্তে অতি নাটকীয় ভঙ্গীতে ক্লাউন যে ভাবে দর্শকদের আহ্লাদিত করে, কমিক বা ব্যঙ্গ কৌতুক তেমনি নাটককে একান্তভাবে জীবনমুখী হাস্যোজ্জ্বল করে তোলে। বার্ণাড শ এর নাটকের বুদ্ধিদীপ্ত উইট ও হিউমার নিঃসন্দেহে এক আনন্দের ঝরণা ধারা। আর অস্কার ওয়াইল্ড, সমারসেটমম, খ্রিষ্টোফার ফ্রাই—এ'দের নাটকেও হাসি কান্নার খেলা।

চসারের গল্পে উইটের ও সার্টায়ারের প্রাদুর্ভাব যুগসঞ্চিত অন্ধকারার মধ্য-যুগীয় পাঠককেও জীবনবোধে উদ্দীপ্ত করে। জোক্স্‌ বা চুটকি নিশ্চয় বিশ শতকের ব্যস্ত জীবনের আর এক সঙ্গী। অনেক সময় জোক্স এর মধ্যেও লুকিয়ে থাকে বেদনার ইঙ্গিত। জীবন মুখী মানবিক মূল্যবোধের জাগরণে চসারের ন্যায় সেই সেযুগে বোকাচিও কম সফল নন। মধ্য যুগে চসার, বোকাচিও প্রমুখ লেখকগণ হাসি, মস্করা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দ্বারা সে দিনের অন্ধকার যুগকে আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের কলকাকলিতে ভরিয়ে তোলেন। আর এ যুগে হাসির নাটক, হাসির গল্প ত নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ।

সেক্সপিয়রের কমেডিগুলি, রবীন্দ্রনাথের হাসির নাটকগুলির ন্যায় এক সাবলীল নির্মল হাসির উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। "Laughter is a universal medicine"

তাই যেমন রবীন্দ্রনাথ, যেমন সেক্সপিয়র তেমন, ভবানীচরণ, ত্রৈলোক্যনাথ, দীনবন্ধু, পরশুরাম, বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের জবানবন্দী থেকে লোকরহস্য সকল লেখাতেই রঙ্গব্যঙ্গের ছড়াছড়ি।

তাই জেরমকে জেরম, ওডহাউস, লীকক, মার্কটোয়েন প্রমুখের রঙ্গব্যঙ্গ ভরা লেখায় আজিকার জীবন জিজ্ঞাসার অবতারনা।

আর এত এত বছর পরেও সেরিডন, পোপ, কনগ্রেভ, জনসন এরাও ত বেঁচে আছে কেবল রঙ্গ, ব্যঙ্গকে আশ্রয় করেই। আর গোপালভাঁড়, বীরবল, নাসিরুদ্দিন মোল্লা। এরাও ত কয়েক শতক ধরে বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে আছে সাহিত্য সৃষ্টি না করেও কেবল চুটকি আর জোক্স ছেড়ে।

তুষারকান্তি পাণ্ডে

* * *

"Laughter is the most inexpensive and most effective wonder drug." Bertrand Russell

সূচীপত্র

———

★ কেলেংকারী ★

॥ সভাপতি কেলেংকারী ॥

বাংলাতে আর কিছু হোক বা নাই হোক সভা-সমিতি খুব হয়। কাজের লক্ষ্য শূন্য হোক।

একজন কবি।

বিভিন্ন স্থানে সভাপতি হন।

সরস্বতী পুজো এসে গেছে।

কয়েকজন ছেলে এসেছে।

১ম ॥ নলিনাক্ষবাবু বাড়ি আছেন?

চাকর ॥ কেডা?

২য় ॥ আমরা, পাড়ার ছেলেরা এসেছিলাম।

চাকর ॥ কিসের লাইগ্যা?

৩য় ॥ আমাদের পুজোতে উদ্বোধনের দিন সভাপতি হবার কথা বলতে এসেছিলাম।

চাকর ॥ আমার বাবু আমার মা শোভার পতি হইয়াই ভাল আছেন। আবার কার পতি হইবেন? আপনেরা অন্য মানুষ খোঁজেন।

* * *

কোন একদিন—

এক ধনী লোকের বাড়িতে অনেক সংস্থার ছেলেদের ভীড়।

থিক থিক করছে লোকে।

ধনী লোকটি নীচে এসেছেন।

সদলবলে সবাই একযোগে বলতে লেগেছে :

১ম দল ॥ স্যার........তারিখে আমাদের প[illegible]ড়ার মা শেতলার জ[illegible] জয়ন্তী। আপনি সভাপতি হবেন।

২য় দল ॥ স্যার........তারিখে আ[illegible]মাদের হাতিপোঁতা হ[illegible] অখণ্ড নামকীর্তন। আপনিই সভা[illegible]পতি।

৩য় দল ॥ স্যার........তারিখে আমাদের কোলাকুলি নাট্যসংঘের ঝুলোঝুলি অভিনয় বার্ষিকী। আপনি সভাপতি।

৪র্থ দল ॥ স্যার........তারিখে আমাদের টাকিতে রাখীবন্ধন উৎসব। আপনাকেই সভাপতি করেছি।

* * *

ভদ্রলোক ॥ কি ব্যাপারে অনুষ্ঠান আপনাদের ?

১ম ॥ প্রেম সম্মিলনী।

২য় ॥ এবারে স্যার হীরক জয়ন্তী।

৩য় ॥ ফাটাফাটি কাণ্ড।

ভদ্র ॥ প্রেম সম্মিলনী ? হীরক জয়ন্তী ?

৪র্থ ॥ হ্যাঁ স্যার। আপনি টাইম দিন। সেই অনুযায়ী আমরা উদ্বোধন করবো।

ভদ্র ॥ (হেসে) প্রেমের কি উদ্বোধন করতে হয় ভাই ? ও যে কখন আসে তার কি ঠিক আছে ? আমার টাইম মত আসবে কেন ? আমি গেলেই কি আর প্রেমের বন্যা বইবে ?

* * *

প্রেম সম্মিলনীর হীরক জয়ন্তী !

তার তলে বড় বড় অক্ষরে লেখা ঃ

ভালবাসা ! ভালবাসা

সময়টি বিজয়ার পর।

সেই সভাপতি এসেছেন সভাপতিত্ব করতে।

সভাপতি বরণ হোল—

ব্রেক ডান্সের সঙ্গে মালা চন্দন পরিয়ে।

কিশোর-কিশোরী. যুবক-যুবতী, জোড়ে জোড়ে হাসি হাসি, আহ্লাদী আহ্লাদী মুখ করে এ ওর ঘাড়ে ঢলে পড়তে লাগলো।

উনি একে লেডিকেনি খাওয়াচ্ছেন।

ইনি ওঁর মুখে পান্তুয়া গুঁজে দিচ্ছেন।

মাইকে গান হচ্ছে ঃ

"তোমার ডাকে সাড়া দিতে বয়েই গেছে······"

সভাপতি গর্জে উঠলেন ঃ

—এসব কি হচ্ছে ? সভা কই ?

—স্যার একি আপনি গতানুগতিক সভা পেয়েছেন ? এ হচ্ছে

আনন্দ সভা। আপনি বলে যান। এই অনেন্দের হাটে সবাই আপনার কথা শুনে নেবে ?

*　　　*　　　*

কোন এক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব হচ্ছে ধুমধাম করে।

জনৈক ভদ্রলোক সভাপতি হয়েছেন।

নির্দিষ্ট সময়ে ভদ্রলোকও প্রস্তুত।

উদ্যোক্তারাও নিতে এসেছে।

উদ্যোক্তা ॥ স্যার, আপনি কি তৈরী ? তাহলে গাড়িটা গিয়ে নিয়ে আসি।

ভদ্র ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিয়ে আসুন।

উদ্যোক্তা গাড়ি নিয়ে এল।

সভাপতি বাইরে বেরিয়ে এসে হতবাক।

ভদ্র ॥ এ কি ?

উদ্যোক্তা ॥ কি হোল ?

ভদ্র ॥ সাইকেলে যাবো ? সভাপতিত্ব করতে ?

উদ্যোক্তা ॥ নইলে স্যার স্কুলে শ্রমের মুল্য সম্পর্কে বলবেন কি ভাবে ? বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্যই....।

*　　　*　　　*

ভদ্র ॥ আপনারা কোত্থেকে এসেছেন ?

উদ্যোক্তা ॥ আজ্ঞে নসীপুর নবীন সংঘ থেকে।

ভদ্র ॥ কি ব্যাপার ?

উদ্যোক্তা। আজ্ঞে আপনাকে আমাদের ওখানে সভাপতিত্ব করতে যেতে হবে।

ভদ্র ॥ কিসের উৎসব এখন ? সরস্বতী পুজোতে তো যেতে পারবো না। অনেক জায়গাতে এনগেজ্ড।

উদ্যোক্তা ॥ আজ্ঞে সরস্বতী পুজো নয়।

ভদ্র ॥ তবে ?

উদ্যোক্তা ॥ রবীন্দ্রজয়ন্তী।

ভদ্র ॥ অ্যাঁ ? এখন ? এটা তো জানুয়ারী মাস। এখনও মাস চারেক দেরী আছে।

উদ্যোক্তা ॥ আজ্ঞে স্যার এটা ঐ মানে—গত বছরেরটা। সভাপতি

জোগাড় করতে পারিনি কিনা। তাই পিছোতে পিছোতে জানুয়ারিতে এসে ঠেকেছে।

*　　　　*　　　　*

কোন গ্রামে রবীন্দ্র জয়ন্তী হচ্ছে।

সভাপতি এসেছে।

তখন বেলা তিনটে।

সভা। কি ব্যাপার? কেউই তো আসে নি।

জনৈক॥ পাড়াগাঁ তো সভাপতি না এলে কেউ সভায় আসেনা।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেল।

কিছু লোক ঝুড়ি মাথায় দিয়ে এবং আরো জনা তিরিশ লোক খালি হাতে সভায় এল।

সভাপতি॥ এরা কারা?

জনৈক॥ আজ্ঞে আজ হাটবার কিনা। এই তো হাট শেষ হোল। তাই এদের ধরে এনে বসিয়ে দিয়েছি। তা না হলে এখানে ভীড় হবে কেন? নিন আপনি বক্তৃতা শুরু করুন।

ভদ্রলোক অগত্যা বলতে শুরু করলেন।

এমন সময় আকাশ কালো হয়ে নামলো ঝড় এবং সেই সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি।

ভদ্রলোক তখন বলছেন ঃ

রবীন্দ্র কাব্যে বর্ষার প্রভাব

*　　　　*　　　　*

জনৈক ভদ্রলোক ডাক্তারের কাছে গেছেন।

ডাক্তার। ঘাড়ে এমন ঘা হোল কিভাবে?

ভদ্র॥ কেন? খারাপ?

ডাক্তার॥ খারাপ মানে? কোন্ রোগ আর ভাল?

ভদ্র॥ তা অবশ্য ঠিক?

ডাক্তার॥ আমার প্রশ্ন এটা বাধালেন কিভাবে? কোন কিছুর ঘষা লেগে হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে।

ভদ্র॥ আজ্ঞে আমি প্রচুর সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব করি। মাসে কুড়ি পচিশটা লেগেই থাকে। তাই মনে হয় মালা পরে পরে ঘাড়ে ঘা হয়ে গেছে।

*　　　　*　　　　*

কোন মহিলা সংস্থা থেকে সভাপতিত্বের জন্য গেছে একজন নামী মহিলার কাছে।

—আপনি অরাজী হবেন না....দেবী।

—কি মুশকিল? সময়টা···

—আমরা নাম পর্যন্ত ছাপিয়ে দিয়েছি।

—তাই নাকি? কি ছাপিয়ে দিয়েছেন?

—আজ্ঞে আজ্ঞে আমাদের সভাপেত্নী হচ্ছেন—

—সভাপেত্নী?

—ছেলেদের হলে সভাপতি হোত। এটা মেয়েদের তো, তাই—

★ ★ ★

★ খুচরো হাসির ঝলকানি ★

॥ ডাক্তারে-মানুষে ॥

ডাক্তার···

মিনি বাস।

ভীড় বেশি নেই।

হাজরা মোড় থেকে কয়েকজন যুবক বাসে হৈ হৈ করে উঠলো। আনন্দে উৎফুল্ল একেবারে।

বাসে উঠে বুকে বারবার ঘা মেরে বলতে লাগলো: আমাদের ডাক্তার ডাকুন!

বাসের লোকজনেরা তো অবাক।

এ তো বড় অদ্ভুত আবদার।

একজন যাত্রী প্রশ্ন করলেন:

—আপনারা অমন করছেন কেন?

—আপনাদের কি হয়েছে?

—আপনাদের ডাক্তার এখন কোথায় পাবো? জনৈক যুবকের উত্তর:

আমাদের আবার কি হবে?

তবে?

—আমাদের ডাক্তার বলে ডাকুন। আজ এইমাত্র এম, বি, বি, এস পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হয়েছে।

—তাতে কি হোল ?

—আমরা সব ডাক্তারী পাশ করেছি। তাই বলছি আমাদের ডাক্তার বলে ডাকুন।

* * *

ডাক্তার···

দুজন ডাক্তার।

একে অপরের নাম শুনলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন।

ধরা যাক, একজনের নাম অহিভূষণ রায়।

অপরজন—নকুলচন্দ্র সেন।

এবং দুজনের সম্পর্ক—অহি-নকুল।

একদিন নকুলবাবুর কাছে একজন রোগী এসেছে।

দুজনের কথোপথন ঃ

—আপনি কি আমার কাছেই এসেছেন না এর আগে আর কাউকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন ?

—আগে একজনকে দেখিয়েছি।

—কাকে ?

—আজ্ঞে, অহিভূষণবাবুকে।

—অ্যাঁ ? ঐ ফালতু ডাক্তারটাকে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ছিঃ। ছিঃ। কি করেছেন কি ? আপনাকে তো প্রায় মেরে ফেলেছে।

—আজ্ঞে।

—ওর সমস্ত অ্যাডভাইস তো যাকে বলে জঘন্য !

—আজ্ঞে।

—তা আপনাকে কিরকম খারাপ পরামর্শ দিল শুনি ?

—আমাকে খারাপ পরামর্শ মানে একটাই পরামর্শ দিল, আপনার কাছে আসতে।

★ ★ ★

ডাক্তার....

অপারেশন থিয়েটার।

ডাক্তার এসেছে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করতে।

রোগীটি সতেজে বললো :

—ডাক্তারবাবু আমার পেটে অপারেশন হচ্ছে তো ?

—হ্যাঁ।

—পেটের কাটা দাগটা যেন অন্তত কুড়ি সেন্টিমিটার হয়, বুঝলেন ?

—এ আবার কি কথা ?

—হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু এই কথাটা রাখতেই হবে।

—কি মুশকিল। অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই কাটবো। মিছিমিছি বিশ সেন্টি মিটার কাটতে যাবো কেন ?

—না, ডাক্তারবাবু কাটতেই হবে। যদি বেশি পয়সা লাগে সেও ভি আচ্ছা।

—কি ব্যাপার বলুন তো ?

—দেখুন, বিয়ে হওয়া ইস্তক শুনে যাচ্ছি আমার শাশুড়ির অপারেশনের দাগ পনের সেন্টিমিটার। আমার শালীর অপারেশনের দাগ বারো সেন্টিমিটার। আমারটা কুড়ি সেন্টিমিটার করতে হবে। এ গঞ্জনা আর প্রাণে সয় না।

★ ★ ★

ডাক্তার

রোগী ।। ডাক্তারবাবু, অপারেশনটা করলে ভাল হয়ে যাব তো। আপনি আশ্বাস দিচ্ছেন ?

ডাক্তার ।। হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চিত ভাল হবেন।

রোগী ।। কি করে এতটা নিশ্চিন্ত হচ্ছেন। অন্য কিছুও তো ঘটতে পারে।

ডাক্তার ।। তা পারে অবশ্য।

রোগী ।। তবে ?

ডাক্তার ।। দেখুন, আপনার এই অপারেশনটা অত্যন্ত জটিল। দশজনের মধ্যে নজনই এই অপারেশনে মারা পড়ে।

রোগী ।। অ্যাঁ। তাহলে ?

ডাক্তার ।। তবে আমার হাতে এখনও পর্যন্ত ন'জন মারা পড়েছে।

তাই আপনার বাঁচার আশা মনে হয় শতকরা একশ ভাগ। কারণ আপনিই সেই দশম ভাগ্যবান ব্যক্তি।

★ ★ ★

ডাক্তার…

রোগী ॥ ডাক্তারবাবু আপনার ফীজ কত?

ডাক্তার ॥ পঞ্চাশ টাকা।

রোগী ॥ আমাদের দুজনের জন্য কত দেব?

ডাক্তার ॥ একশ টাকা।

রোগী ॥ আমরা দুজনে একসঙ্গে দেখালাম একটু কমে হয় না?

ডাক্তার ॥ বেশ পঁচাত্তর টাকা দেবেন। দেখি প্রেসক্রিপশান দুটো দিন তো।

রোগী ॥ কেন ডাক্তারবাবু। আবার কিছু চেঞ্জ করবেন?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, আপনাদের দুজনের জন্য একটাই প্রেসক্রিপশান করে দেব।

রোগী ॥ সে কি? আমাদের দুজনের রোগ যে বিভিন্ন।

ডাক্তার ॥ তাতে কি। টাকাটা ভাগ করে দিতে পারবেন আর ওষুধ ভাগ করে খেতে পারবেন না।

★ ★ ★

রোগী ॥ ডাক্তারবাবু, অপারেশন করতে গেলে কি অজ্ঞান করে নেন?

ডাক্তার ॥ নিশ্চয়ই। নইলে ব্যথা লাগবে যে।

রোগী ॥ অজ্ঞান অবস্থা থেকে তো জ্ঞান নাও ফিরতে পারে?

ডাক্তার ॥ তা কেন হবে। তবে অনেক ক্ষেত্রে হয় অবশ্য। রোগী চুপ করে গেল।

ডাক্তার ॥ কি হোল। কিছু বলবেন?

রোগী ॥ আমার প্যান্ট আর জুতো জোড়া ফেরত দিন। বাড়ি ফিরে যাবো!

★ ★ ★

॥ শিক্ষা নিলে রক্ষা নেই ॥

কোন এক কনস্টেবল রোডে বেরিয়েছে।

বেশ রাত হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা বাড়ির কাছে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল ফিস ফিস গলা শুনতে পেয়ে।

১ম কণ্ঠ। হাতটা কাটলি তো ?

২য় কণ্ঠ। হ্যাঁ।

১ম কণ্ঠ। বাঃ, খুব ভাল কেটেছিস। এবার গলাটা কাট।

২য় কণ্ঠ (কাঁপা গলায়)। না মামা, আমি পারবো না।

১ম কণ্ঠ॥ কেন ?

২য় কণ্ঠ। আমার খুব ভয় করছে।

১ম কণ্ঠ। ভয়ের কি আছে ? সাহস করে কেটে ফেল।

এই পর্যন্ত শুনেই কনস্টেবলের চুল খাড়া।

দৌড়ে গেছে থানায়।

সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ঘেরাও করে ফেললো পুলিশ। দারোগা গিয়ে বাড়ির দরজায় ধাই-ধপাধপ ধাক্কা। তখন রাত গড়িয়ে গভীর হয়েছে।

ঘুম ঘুম চোখে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দরজা খুললো।

ভদ্র। কি হয়েছে ?

দারোগা। এই বাড়িতে কিছুক্ষণ আগে একজনের গলা কেটে খুন করা হয়েছে। আমাদের এই কনস্টেবল নিজের কানে শুনেছে।

ভদ্র। খুন ? এ বাড়িতে ? আমরা তো মোটে দুজন থাকি।

দারোগা। তাহলে তোমরাই কারো গলা কেটেছো।

ভদ্র। ও। গলা কাটা ? তাই বলুন। আমিই আমার ভাগ্নেকে গলাকাটা শেখাচ্ছিলাম।

দারোগা। তার মানে।

ভদ্র। আমি তো দরজী। আমার পেশাই তো হাতকাটা আর গলাকাটা।

★ সাহিত্যিক-রসসংগ্রহ ★

॥ শরৎচন্দ্র বনাম শরৎচন্দ্র ॥

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন খ্যাতির তুঙ্গে। আর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতও দাদাঠাকুর খ্যাতির শিখরে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি তখন যথেষ্ট বিতর্কের সূচনা করেছে। তেমনি লোকের মুখে মুখে ফেরে দাদাঠাকুরের ছড়া। হাতে হাতে ফেরে দাদা ঠাকুর সম্পাদিত পত্রিকা 'বিদূষক'!

একদিন এক অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে দুই শরৎচন্দ্রের। দুজনেই দুজনের নামের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। পরিচয় করিয়ে দিতেই শরৎ-চন্দ্র রসিকতা করার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না।

তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন :—ও এই তাহলে 'বিদূষক' শরৎচন্দ্র ?

দাদাঠাকুরও হেসে উত্তর দিলেন :

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনিই বুঝি 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র ?

★ ★ ★

॥ প্যারীচাঁদ মিত্রের অর্থ চাহিদা ॥

এণ্টালীতে দেবনারায়ণ দে নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি থাকতেন। খুবই অবস্থাপন্ন ছিলেন তিনি।

প্যারীচাঁদ মিত্র। (টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে যিনি লিখতেন) ছিলেন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

দেবনারায়ণবাবুর ছেলের বিয়ে।

বিয়ের আগে স্বভাবতই পাকা দেখা॥

খুব ঘটা করে পাকা দেখার আয়োজন করেছেন প্যারীচাঁদ মিত্র। জাঁকিয়ে ফর্দ করতে বসেছেন তিনি।

দেবনারায়ণবাবুর অত খরচ করার ইচ্ছে নেই।

প্যারীচাঁদ কিছুতেই শুনবেন না।

গুছিয়ে ফর্দ-টর্দ করে প্যারীচাঁদ বললেন :

—এই নাও সব করে দিয়েছি।

—তো আমি কি করবো ?

—কি আবার করবে ? টাকা দাও।

—এত টাকা ? কি করে দেব ?

॥ খানা খেলেন না রামনারায়ণ ॥

রামনারায়ণ তর্করত্ন কি একটা প্রয়োজনে একজন ধনী লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

তখন সাহেবদের অনুকরণ করা একটা রেওয়াজ ছিল। যখন রামনারায়ণ গিয়ে পৌঁছেছেন ঠিক সেই সময় কয়েকজন যুবক সাহেবী কায়দায় টেবিলে বসে খানা খাচ্ছিল হৈ চৈ করে।

রামনারায়ণ সেই ঘরের মধ্য দিয়েই ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে অন্য ঘরে যাচ্ছিলেন।

ঐ যুবকগুলোর অনেকেই রামনারায়ণ তর্করত্নকে চিনতো। তাদের মধ্যে একজন মজা করার জন্য বললো,

—আসুন না। তর্করত্ন মশায়, আনন্দের সঙ্গে খানা খেয়ে যান না। লজ্জা পাচ্ছেন কেন ?

—লজ্জা পাবো কেন ? আপনারা শহরে মানুষ, আপনারা খানা খান। আমরা গাঁয়ের লোক কিনা। আমরা খানা খাইনা। খানায় মলত্যাগ করি।

★ ★ ★

॥ রসসাগর বিদ্যাসাগর ॥

বিদ্যাসাগরের পরিহাসপ্রিয়তা ছিল সর্বজনবিদিত একদিন তাঁর বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন :

—কি হে তোমার না গৃহিণী রোগ হয়েছে ?

—কি রোগ ? গৃহিণী ? সে আবার কি ?

—জানি না,—কে বললো যে তোমার গৃহিণী রোগ হয়েছে।

—ও বুঝেছি। আমিই ওকে বলেছিলাম যে আমার পেট খারাপ হয়েছে। পেট খারাপের সংস্কৃত শব্দ হোল গ্রহণী। সেটা উচ্চারণের ভুলে দাঁড়িয়েছে গৃহিণী।

★ ★ ★

জনৈক (বিদ্যাসাগরকে) ॥ আমার বড় দুরাবস্থা।

বিদ্যাসাগর ॥ সে তোমার আকার দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তোমার 'দুরাবস্থা'।

প্রসঙ্গত দুরবস্থা বানানে 'র'-এর সঙ্গে আ-কার নেই। তাই বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গোক্তি।

★ ★ ★

—**কেনই** বা দেবে না? তোমার নামের আগেও 'দে' আবার পিছনেও দে। তুমি দে-বে না তো কে দে-বে।

★ ★ ★

॥ আবার প্যারীচাঁদ-সঙ্গে 'শ্রীযুক্ত স্বাক্ষর ॥

জনৈক সাহেবের সঙ্গে প্যারীচাঁদের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। কোন এক বন্ধুর কার্যোদ্ধারের জন্য তিনি সেই সাহেবের কাছে একটি চিঠি লিখে দেন।

কিন্তু পরে জানা যায় কাজটা হয়নি।

অগত্যা বন্ধুর জন্য তিনি ফের সেই সাহেবের কাছে নিজে সশরীরে গিয়ে হাজির হন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন :

—কি ব্যাপার? একেবারে সশরীরে?

—এলাম একটা 'শ্রীযুক্ত' স্বাক্ষর নিতে।

—মানে?

—মানে হোল—শুনুন একটা গল্প বলি। কোন গ্রামে এক জমিদার ছিলেন। তাঁর কাছে প্রজারা হাজারো রকম আবেদন জানাতো। তিনি সই করে পাঠাতেন নায়েবের কাছে। সই-এর আগে কোনটাতে "শ্রীযুক্ত' থাকতো আবার কোনটাতে থাকতো না। তিনি নায়েবকে বলেই রেখেছিলেন যে যেগুলোতে 'শ্রীযুক্ত' লিখে সই করা থাকবে সেগুলো বিবেচনাযোগ্য আর বাকিগুলো এলেবেলে। আগে আপনাকে যে চিঠি দিয়েছিলাম তাতে তো আপনি 'শ্রীযুক্ত' স্বাক্ষর করেন নি। এবার সেটা অর্থাৎ 'শ্রীযুক্ত' স্বাক্ষর করতে হবে।

★ ★ ★

॥ রামনারায়ণ তর্করত্নকে পাহারা দেয় ॥

'কুলীনকুল সর্বস্ব'।

রামনারায়ণ তর্করত্ন মশায়ের বিখ্যাত নাটক।

এই রামনারায়ণ তর্করত্ন মশায় একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে যান।

রামনারায়ণ ঘরে ঢুকতেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভেতরের দিকে ডেকে বললেন :

—ওরে কে আছিস ? তর্করত্নমশায়কে চৌকি দে।

—কি কাণ্ড ! অমি কি চোর-ডাকাত নাকি যে আমাকে চৌকি (পাহারা) দিতে হবে ? এ কি রকম আচার বাপু ?

★ ★ ★

॥ রসসাগর বিদ্যাসাগর ॥

বিদ্যাসাগর একবার তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখার্জির বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর আরো কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও ছিলেন। এঁদের মধ্যে দুজন ভদ্রলোক ছিলেন তাঁরা হলেন হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্র এবং হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজের কৃষ্ণদাস পাল। এই দুজনের কেউই দেখতে সুন্দর ছিলেন না। বরং দুজনেই ঘোর কালো ছিলেন।

তো সবাই মিলে গল্পগুজব করছেন এক সময় বিদ্যাসাগর মশায় লক্ষ্য করলেন যে একজন লোক মাঝে মাঝেই বাইরে থেকে ঘরটাতে উঁকি দিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

লোকটা বারবার অমন করছে দেখে বিদ্যাসাগর মশায় লোকটাকে কাছে ডাকলেন।

লোকটা তো ভয়ে জড়সড়।

বিদ্যাসাগর তাকে জিগ্যেস করলেন :

—কি ব্যাপার বাপু ? অত উঁকিঝুঁকি দিচ্ছ কেন ?

—আজ্ঞে এমনি—মানে—জজসাহেব দ্বারিক মিত্তির এসেছেন শুনলাম কিনা। তাই একটু উঁকি মারছিলাম দেখবো বলে।

—তা উঁকি দেবার দরকার কি ? দেখ না। [কৃষ্ণদাস পালকে দেখিয়ে] এঁকে চেন ? এঁর নাম কৃষ্ণদাস পাল। খুব বড় লোক। এখানে এর চেয়ে যিনি দেখতে সুন্দর তিনিই দ্বারিক মিত্তির। খুঁজে নাও।

★ ★ ★

বিদ্যাসাগর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ফ্রান্সে টাকা পাঠাচ্ছেন। মাইকেলের সে সময় খুব অর্থকষ্ট যাচ্ছিল। যখন উনি টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন সেই সময় একজন ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো :

—আপনি মাইকেলকে টাকা পাঠাচ্ছেন ?
—হ্যাঁ।
—কেন ?
—ওর দরকার বলে।
—আপনি জানেন ও টাকা দিয়ে কি করবে ?
—হ্যাঁ। মদ খাবে।
—তা সত্ত্বেও আপনি টাকা দিচ্ছেন ?
—হ্যাঁ দিচ্ছি।
—আপনি মদ খাবার জন্য টাকা দেন ?
—জায়গা বিশেষে দিই।
—আমি মদ খাব, আমাকে টাকা দিন।
—নিশ্চয়ই দেব। তুমি আগে একটা 'মেঘনাদ বধ' লেখা দেখি।

★ ★ ★

একবার বিদ্যাসাগরের কাছে একজন ব্রাহ্মণ কোন এক দরকারে দেখা করতে আসেন।

ব্রাহ্মণটি একেবারে গোঁড়া প্রকৃতির ছিলেন।

ঐ সময় বিদ্যাসাগরের কাছে কয়েকজন অব্রাহ্মণ ব্যক্তিও হাজির ছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ হলেই প্রণাম করার একটা রেওয়াজ চালু ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে উপস্থিতকারীদের কেউই ঐ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলো না।

ব্রাহ্মণটি তো মনে মনে ভয়ংকর রেগে গেলেন। তাদের শিক্ষা দেবার জন্য ব্রাহ্মণটি বিদ্যাসাগরকে বললেন ঃ

—কালে কালে হলো কি ? অব্রাহ্মণরা আর ব্রাহ্মণকে দেখলে প্রণাম করে না! যারা প্রণাম করলেন না তাদের জানা উচিত যে ব্রাহ্মণরা হচ্ছে জাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

—জানেন পণ্ডিত মশাই ভগবান বিষ্ণু একবার বরাহ (শুয়োর) অবতার হয়েছিলেন। তাবলে কি ডোম পাড়ার সমস্ত শুয়োরকে দেখলেই মাটিতে মাথা ঠুকে পেন্নাম জানাতে হবে ?

★ ★ ★

বিদ্যাসাগর একবার তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে দেখা করতে যান কোন জরুরী প্রয়োজনে।

এই ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। বেশি বয়সে।

বিদ্যাসাগর মশায় গেলে ভদ্রলোক বাইরে এলেন বটে কিন্তু মন পড়ে রইলো অন্য কোথাও।

বিদ্যাসাগর সেই ভদ্রলোককে অন্যমনস্ক দেখে বললেন ঃ

—আর বাইরে দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্‌ করছো কেন? বরং বাড়ির ভেতরেই যাও।

★ ★ ★

দাদাঠাকুরের রসিক বলে ভারী সুনাম ছিল। লোক তাঁকে রস-সাগর বলতো।

একবার দাদাঠাকুর আর বিদ্যাসাগরে সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রথম সাক্ষাৎ।

দাদা ॥ (জনৈককে) এই কি সাগর? এত ছোট? এতো পুকুর? এত বিদ্যা এইটুকু জায়গায়?

বিদ্যা ॥ [একই ব্যক্তিকে] ইনিই রসের সাগর? সারা শরীরে রস কোথায়? এতো চাক ভাঙ্গা মধু! তার ভেতরে এত রস? মধু থাকলে না জানি কি হোত?

★ ★ ★

রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম হয়ে পৈতে ফেলে দিয়েছিলেন।

তাঁর বাবা তাঁকে অনেক নিষেধ করেছিলেন।

কিন্তু তিনি শোনেন নি।

বরং, বাবার সঙ্গে তর্ক করে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করেছিলেন স্রেফ জেদের বসে।

একদিন রামতনুবাবু বিদ্যাসাগরকে এসে বললেন ঃ

—ভাই আমাকে একজন রাঁধুনী বামুন খুঁজে দিতে পারো?

—কেন?

—আর বোল না। রান্না নিয়ে সমস্যা।

—না, না, বলছি বামুন কেন? তোমার তো বাবুর্চিখানাও চলে।

—আমার তো অসুবিধে নেই। কিন্তু বাড়ির মধ্যে তো বাবুর্চি চলবে না কোন মতেই।

—বাপের কথায় পৈতে রাখতে পারলে না আর বৌ-এর কথায়

বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ ?

★ ★ ★

একবার বিদ্যাসাগর আর তার কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ক্লাব তৈরী করেছিলেন। সভ্য ছিল জনা দশেক।

তার নাম দিয়েছিলেন 'ভোজন সভা'।

এরা হঠাৎ হঠাৎ-ই দল বেঁধে কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে খেতে চাইতেন।

গৃহকর্তাও প্রথম প্রথম রসিকতা করে খাওয়াতে চাইতেন না। কিন্তু তারপরে ভুরিভোজন করিয়ে ছাড়তেন।

একবার এঁরা কোন এক বন্ধুর ঘাড় ভেঙে জমকালো এক ভোজ আদায় করেন।

খাওয়াদাওয়াও হোল বেশ জমিয়ে।

ঐ খাওয়ার পরদিন ঐ সংস্থার একজন পেটের অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

সবাই সেবা শুশ্রূষা করে তাঁকে ভাল করে তুললেন।

সুস্থ হবার পর একজন বললেন ঃ

—এ বড় পেট রোগা। আমাদের সভার সভ্য হবার উপযুক্ত নয় একেবারেই। একে এবার 'ভোজন-সভা' থেকে বাদ দিতে হবে।

—না হে সেটা ঠিক হবে না। ওই আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যে নিজের আদর্শের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে উদ্যত। আর ওকেই কিনা বাদ দেবে ?

★ ★ ★

॥ রবীন্দ্রনাথের পুস্তক চর্চা ॥

রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে জমিয়ে আড্ডা হোত।

তাবড় তাবড় শিল্পী সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটত সেখানে সেকথা বলাই বাহুল্য।

শরৎচন্দ্রও প্রায়ই আসতেন।

একবার ঐ আড্ডা থেকে জুতো চুরি হতে লাগলো।

বেশ কয়েকটা জুতো চুরি হয়ে যাবার পর সবাই বেশ সচেতন হয়ে উঠলো।

শরৎচন্দ্র বেশ কয়েকদিন আসেন নি। এসে এই জুতো চুরির কথা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন।

তিনি করলেন কি তাঁর জুতো জোড়াকে একটা কাগজে ভাল করে প্যাক করে হাতে করে নিয়ে আড্ডায় ঢুকলেন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথকে কেউ একজন খবরটা পেঁ।ছে দিয়েছেন যে শরৎচন্দ্র জুতো চুরি যাবার ভয়ে জুতো কোলে আড্ডাতে এসে বসেছেন যাতে জুতোকে নির্বিঘ্নে রাখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ রসিকতার লোভ ছাড়তে পারলেন না।

তিনি শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—কি হে শরৎ হাতে করে কি এনেছ ? খাবার দাবার নাকি ?

—আজ্ঞে ইয়ে মানে একটা বই।

—কি বই ? পাদুকা-পুরাণ নাকি ?

★ ★ ★

॥ মাইকেলের সন্ধ্যা আহ্নিক ॥

মাইকেল তখন নাটক ও প্রহসন লেখায় ব্যস্ত।

কোর্টের কাজ সেরে পাঠক পাড়ার রাজার বাড়িতে গিয়ে সেখানে গাল-গল্প করে, নাটক রচনা করে, নানা আলোচনা করে সময় কাটাতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা লিখতে লিখতে হঠাৎ কলম ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

—আমার সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হোল। তার ব্যবস্থা করুন শিগগির করে।

রাজার বিস্মিত প্রশ্ন ঃ

—আপনি খ্রীস্টান, আপনার আবার সন্ধ্যা-আহ্নিক কি ?

—গেলাসরূপ কোশায়, দু আউন্স পেগস্বরূপ গঙ্গাজলে আচমন করে আহ্নিক শুরু করবো।

★ ★ ★

॥ রবীন্দ্রনাথের চিঠি ॥

রবীন্দ্রনাথের এক আত্মীয় গেছেন ইংল্যাণ্ডে।

বেশ কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মজা করে চিঠি লিখলেন ঃ

...কিহে বিলেতে তো সবাইকেই ইংরেজি বলতে হয়। তা তোমার যা ইংরেজি বিদ্যে—তোমার কোন অসুবিধে হয় না কথা বলতে ?....

সেই আত্মীয় রবীন্দ্রনাথের রসিক মনের খবর রাখতেন। তাই

তিনিও মজা করেই লিখলেন ঃ

....আমি তো **fluently** বলে যাই। আমার তো কোন সমস্যা হয় না। এখন যে শুনছে তার অসুবিধে হচ্ছে কি না বলতে পারবো না।

★ ★ ★

॥ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বিদ্যালয় পরিদর্শন ॥

স্ত্রী শিক্ষা তখন সবে শুরু হয়েছে।

গ্রামের দিকে মেয়েদের ইংরেজী স্কুল তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি ভাল করে।

যা হোক, এই রকম পরিবেশে ভূদেব মুখোপাধ্যায় একবার গ্রামে একটা স্কুল পরিদর্শনে যান।

স্কুলটি হোল প্রাইমারী স্কুল।

সেখানে গিয়ে একটি মেয়েকে ডাকলেন।

মেয়েটি তো লজ্জায় জড়সড়।

যা হোক কাছে এলে ভূদেববাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—তোমার নাম কি ?

—মন্দাকিনী।

ভূদেববাবু ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে ক্লাসের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—মেয়েটি কি বই পড়ে ?

—আজ্ঞে দ্বিতীয় ভাগ।

এবার ভূদেববাবু শুনে বললেন ঃ

—ব্রেশ। ব্রেশ।

★ ★ ★

॥ দীনবন্ধু মিত্রের জুতো দান ॥

একবার দীনবন্ধু মিত্র কোন জায়গা থেকে আসার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য সেখানকার বিখ্যাত চামড়ার জুতো একজোড়া নিয়ে আসেন।

বাড়িতে এসে জুতোর প্যাকেটটা এবং তার সঙ্গে একটা চিঠি দিয়ে চাকরের হাতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

সেই চিঠিতে লেখা ছিল—'কেমন জুতো ?'

শুধু দুটো শব্দ। আর কিছু নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র জুতো আর চিঠিটা পেলেন।

একটু হেসে একটা চিঠি দীনবন্ধু মিত্রের পাঠানো চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলেন।

সেই চিঠিতে লেখা ছিল—'ঠিক তোমার মুখের মত।'

★ ★ ★

॥ বঙ্কিমচন্দ্রকে সংহার করা ॥

উপন্যাসিক দামোদর মুখার্জি ছিলেন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বেয়াই মশাই।

দামোদর মুখার্জি বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের উপসংহার নিয়ে তাঁর কয়েকটা উপন্যাস লিখেছিলেন। যেমন 'মৃন্ময়ী'—বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উপসংহার থেকে শুরু করেছিলেন।

সত্যি বলতে কি দামোদর মুখার্জির উপন্যাসগুলো মানে এই ধরনের উপন্যাসগুলো ভাল উতরায় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন তাঁর বেয়াইমশাইকে রসিকতা করে বলেছিলেন এক আড্ডায় ঃ

—আপনি আমার উপন্যাসের উপসংহার নিয়ে লিখে লিখে আমায় একেবারে সংহার করে ছাড়বেন।

★ ★ ★

॥ বঙ্কিমচট্টো হোল দামোদরমুখো ॥

বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে শুঁড়তোলা তালতলার চটি।

একদিন দামোদরবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে বসে আড্ডা মারছেন। অনেকেই রয়েছেন।

বাইরে সবারই জুতো খোলা।

দামোদরবাবু হঠাৎ দেখেন খানিকটা জল কোথা থেকে বেয়ে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের চটিতে ঠেকেছে। অমনি তিনি রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারলেন না। হেসে বললেন ঃ

—বঙ্কিম চট্টো ভেসে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের জবাব ঃ

—কোথায় দামোদরমুখো বুঝি ?

★ ★ ★

★ জীবন রঙ্গের নানা জোক্‌স ★

॥ ১ ॥

যাত্রীবাহী বিমানগুলির গতি যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে তাদের আরোহীদের মধ্যে এরকম কথাবার্তা **হওয়াটা খুবই** স্বাভাবিক—

প্রথম আরোহী—ওহে, এক্ষুনি আমরা পর পর কয়েকটা বিরাট 'ক্যাথেড্রালে'র একটা সারি পেরিয়ে এলাম। কোন্ 'ক্যাথেড্রাল'-এর সারি ওগুলো?

দ্বিতীয় আরোহী ঃ—ওগুলো কোন 'ক্যাথেড্রালে'র সারি মোটেই নয়। আমরা এইমাত্র এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ওয়েস্ট মিনিস্টর অ্যাবি, তাজমহল আর ক্রেমলিন পেরিয়ে এলাম।

॥ ২ ॥

ছোট্ট সুসান একটা সিকি গিলে ফেলেছে। সবাই মিলে হা হুতাশ করছে। সুসানের মা তো চীৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন। এমন সময় এক প্রতিবেশী খুব ধীরস্থির ভাবে এগিয়ে এসে সুসানকে তুলে ধরে উল্টোমুখ করে ধরে পিঠ চাপড়ে বেশ খানিকটা ঝাঁকিয়ে দিল। পয়সাটা সঙ্গে সঙ্গেই সুসানের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

সুসানের মা হাঁফ ছেড়ে লোকটিকে বললেন, "সত্যি আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব তা জানিনা। আপনি তো এসব ব্যাপারে দারুণ দক্ষ দেখছি, তা আপনি কি করেন? নিশ্চয়ই আপনি একজন ডাক্তার, তাই না?"

'মোটেই না ম্যাডাম।' প্রতিবেশীটি উত্তর দিল, 'আমি সরকারী রাজস্ব আদায় বিভাগে কাজ করি।'

॥ ৩ ॥

এক স্ত্রী তার স্বামীকে মুখ ঝামটা দিয়ে বলছে, "তুমি একেবারেই অপদার্থ। দেশের সরকারকে দেখেও তো শিখতে পার। সরকার তো সবসময়েই ধার করছে, কই, তাতে তো দু'হাতে খরচ করতে সরকার মোটেই পিছ-পা হয় না।"

॥ ৪ ॥

রোমের এক কলা সাংবাদিক একবার এক কাউণ্টেসকে তাঁর লেখায় 'ঐ গরুটি' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কাউণ্টেস সাংবাদিকটির বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর অভিযোগ এনে মামলা করেন এবং জেতেন। সাংবাদিক মশাই জরিমানার টাকাটা জমা দিয়েই বিচারককে জিজ্ঞেস করলেন—"মহামান্য হুজুর কোন কাউণ্টেসকে যে গরু বলা যাবেনা, সেটাতো জানলাম কিন্তু কোন গরুকে আমি কাউণ্টেস বলতে পারি তো?"

বিচারক মশাই উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ তা নিশ্চয়ই পারেন।"

"ঠিক আছে হুজুর। ধন্যবাদ।" বলেই সাংবাদিকটি অভিযোগকারিণীর দিকে ফিরে বলে উঠলেন—"হ্যালো, কাউণ্টেস, মহোদয়া কেমন আছেন?"

॥ ৫ ॥

গৃহকর্ত্রী এক বাক্স চকোলেট কিনে বাক্সটা রান্নাঘরের তাকের পেছন দিকে লুকিয়ে রাখলেন, যাতে চট করে কেউ সেটা দেখতে না পায়। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক বাদে বাক্স থেকে একটা চকোলেট বার করতে গিয়ে গৃহকর্ত্রী দেখলেন বেশ কয়েকটা চকোলেট কমে গিয়েছে, আর বাড়ীর সদ্যনিযুক্ত রাঁধুনী মেয়েটির প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ-এর মধ্যে চকোলেটগুলো শোভা পাচ্ছে। অগত্যা কর্ত্রী মশাই এ বিষয়ে আর কিছু না বলে আবার ঠিক ঐ ধরনের চকোলেট কিনে বাক্সে আগেকার মত করেই সেগুলোকে সাজিয়ে রাখলেন।

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পরে রাঁধুনীটি এসে গম্ভীরভাবে বলল—"দেখুন আমি কাজে জবাব দিলাম। আমি এখুনি চলে যাব।" গৃহকর্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন কি হয়েছে, এলা? এভাবে এখনই চলে যেতে চাইছ কেন?"

এলা খুব রাগতভাবে উত্তর দিল—"দেখুন যে বাড়ীতে মনিবরা পাল্টা চুরি করেন, সেখানে আমি কাজ করিনা।

॥ ৬ ॥

ছোট্ট তপু মাকে বলল—মা জানো, পিণ্টু একদম সাঁতার জানেনা। ওর মা ওকে একদম জলের ধারেই যেতে দেয় না যে।

তপুর মা বললেন—বাঃ! তাহলে দেখতো পিণ্টু কত ভাল, সুন্দর ছেলে।

তপু একটু স্তভাবে চিবিলল—হ্যাঁ তা ঠিক। আর তাই তো প্রথমবার জলে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও স্বর্গে চলে যাবে।

॥ ৭ ॥

শীলা দেবী যখন বিয়ে করলেন তখন ওর বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। ওঁর যে দাপট আর মেজাজের জন্য উনি জীবনে খুব সফল হয়েছিলেন, সেই স্বভাবটা কিন্তু ওঁর একই রকম থেকে গেল। বিয়ের পর প্রথম যে পার্টি উনি দিলেন, তাতে আমন্ত্রিত মহিলা অতিথিরা তো ওঁর আত্মপ্রশংসা শুনতে শুনতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। স্বামীর সংসারকে উনি কিভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছেন, তার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে করতে উনি মন্তব্য করে বসলেন—বুঝলেন বিয়ের পর আমি আমার স্বামীর রুচিতে অনেক পরিবর্তন এনেছি! উনি এখন শিখেছেন সত্যিকারের ভাল রুচি বলতে কি বোঝায়।

শীলাদেবীর এক পুরোন বোকাসোকা গোছের বান্ধবী ইলাদেবী বলে উঠলেন—তাই নাকি? ভাগ্যিস তোকে বিয়ে করার আগে তুই ওঁকে সুরুচি কাকে বলে—তা শেখাস নি।

॥ ৮ ॥

এক যুবক খুব বড় একটা রেস্টুরেণ্টে গিয়ে সেখানকার এক ওয়েটারকে এক ডলার বকশিশ দিল। ওয়েটার তো আচমকা এ রকম 'টিপস্' পেয়ে খুব খুশি। যুবকটিকে সেলাম ঠুকে সে বলল, স্যার আপনার জন্য কি সন্ধ্যেবেলা একটা টেবিল রিজার্ভ করে রাখব?

যুবকটি চাপা গলায় বলল—আরে না। সন্ধ্যেবেলায় আমি আমার দুই বান্ধবীকে নিয়ে এখানে আসব। তখন তুমি আমাকে এসে বলবে যে, একটা টেবিলও খালি নেই, সব বুক্‌ড। ব্যাপারটা বুঝলে তো? তাহলে আমি ওদেরকে তখন একটা শস্তা হোটেলে নিয়ে যেতে পারব আমার সম্মানও বজায় থাকবে।

॥ ৯ ॥

এক ভদ্রলোক তাস খেলার আড্ডা থেকে খুব দেরী করে বাড়ী ফিরেছেন। গিন্নী যাতে ওঁর ফেরার সঠিক সময়টা জানতে না পারেন তার জন্য ভদ্রলোক বাড়ীর রাঁধুনীর হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে তাকে সাবধান করে দিলেন, সে যেন ব্যাপারটা চেপে যায়। কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে গিন্নীর সঙ্গে দেখা হতেই তার বাক্যবাণের ধাক্কায়

ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন যে তিনি ধরা পড়ে গেছেন। এক ফাঁকে রাঁধুনীকে একলা পেয়ে তিনি তো খুব রেগে মেগে উঠলেন—কি হে শেষ পর্যন্ত কথা রাখলে না, আমাকে ডুবিয়ে ছাড়লে। রাঁধুনীটি কিন্তু খুব অবাক হয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল—না না বাবু, আমাকে মিছিমিছি দোষ দেবেন না। আমি আপনার ফেরার সময় নিয়ে কোন কথাই গিন্নীমাকে বলিনি বরং উনি যখন ঠিক সময়টা জানবার জন্য আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করছিলেন তখন আমি ওঁকে এ কথাই বলেছি যে আপনি বাড়ী ফেরার সময় আমি সকালের জলখাবার তৈরী করতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ঘড়ি দেখার সময়ই পাইনি।

॥ ১০ ॥

স্থানীয় একটি খবরের কাগজের রিপোর্টারকে বলা হল আধুনিকা নারী সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরা কি ভাবে তার ওপর একটা রিপোর্ট তৈরী করতে। রিপোর্টারটি রাস্তায় প্রথম যে লোকটির সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে গেল, তার বয়স একশো পেরিয়ে গেছে।

রিপোর্টারের প্রশ্নের উত্তরে শতায়ু ভদ্রলোক খুব দুঃখের সঙ্গে জানালেন—দেখ বাপু আমি তোমাকে এ ব্যাপারে খুব বেশী সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয়না। প্রায় বছর দুয়েক হল, আমি মেয়ে মানুষ সম্বন্ধে কোন কিছু চিন্তা ভাবনা করা ছেড়ে দিয়েছি।

★ ঝাঁঝালো জোক্স ★

॥ ১ ॥

এক চালবাজ কমবয়সী দোকানদার খিটখিটে স্বভাবের এক বুড়ো খদ্দেরকে ঢুকতে দেখে খুব কায়দা করে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—স্যার আপনার কি ইচ্ছে, তা দয়া করে বলবেন কি?

বুড়ো খদ্দের খিঁচিয়ে উঠে উত্তর দিল—আমার ইচ্ছে তো শ্রীদেবীকে চুমু খাওয়া। কিন্তু আমার দরকার এক প্যাকেট বিস্কুট।

॥ ২ ॥

চিত্রশিল্পী আঁকা শেষ করে মডেলটিকে ধরে চুমু খেল। মডেলটি

বলে উঠল—আপনি বোধহয় আপনার সব মডেলদের সঙ্গেই এরকম করেন, তাই না?

শিল্পী উত্তর দিল, মোটেই না। তুমিই প্রথম।

মডেল এবার জিজ্ঞেস করল—এ পর্যন্ত কজন মডেলকে নিয়ে আপনি কাজ করেছেন?

শিল্পী এবার জবাব দিল—চারজন। একটা গোলাপ ফুল, একটা পেঁয়াজ, একটা কলা, আর তুমি।

॥ ৩ ॥

মদ্যপান বিরোধী বক্তা খুব আবেগের সঙ্গে এই সব কথা বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

এ শহরে সব চাইতে ভাল বাড়ীটা কার? মদের দোকানের মালিকের। সব চাইতে দামী গাড়িতে কে চড়ে? মদের দোকানের মালিক। কার স্ত্রীর সবচাইতে বেশী গয়নাগাঁটি আছে? ওর স্ত্রীর। আর আমার প্রিয় বন্ধুরা, কারা তাকে এই টাকাটা যোগায়? আপনারা যাঁরা নিয়মিত মদ খান।

বক্তৃতা শেষ হলে খুব হাসিখুশি এক দম্পতি এসে বক্তার সঙ্গে করমর্দন করে বলল—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার জন্যই শেষ পর্যন্ত আমরা মনস্থির করে ফেলতে পারলাম।

বক্তা ভারী খুশি হয়ে বললেন—বাঃ চমৎকার। তাহলে আপনারা ঠিক করে ফেলেছেন যে আর মদ ছোঁবেন না।

পুরুষটি হেসে বলল—দুর মশাই। আমরা ঠিক করে ফেলেছি যে একটা মদের দোকান কিনব।

॥ ৪ ॥

সাংহাই বন্দরের একটা জাহাজে এক আমেরিকান পর্যটক সকাল-বেলায় ওপরের ডেকে বসে চা খাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ নীচে একটা ঝগড়াঝাটির আওয়াজ তাঁর কানে এল। ডেক থেকে গলা বাড়িয়ে তিনি দেখলেন, জাহাজের কাছেই একটা নৌকার ওপর এক-জন লোক আর একটা লোককে তার চুলের ঝুঁটি ধরে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে তাকে জল থেকে তুলছে, আর চুবুনি খাওয়া লোকটার সঙ্গে প্রাণপণে ঝগড়া করছে। জলে থাকা লোকটাও হাঁপাতে হাঁপাতে সমানে তার জবাব দিয়ে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ এই-ভাবে তর্কাতর্কি চলার পর নৌকার লোকটা আবার অন্য লোকটাকে

জলের মধ্যে চুবিয়ে দিচ্ছে। পর্যটক মশাই তো ব্যাপারখানার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে ওঁর কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা এক নাবিককে জিজ্ঞেস করলেন—কি হচ্ছে হে ব্যাপারটা? লোকদুটো ঐ ভাবে কি করছে?

চীনা নাবিকটি একগাল হেসে উত্তর দিল—আজ্ঞে, এমন কিছু ব্যাপার নয়। জলে যে লোকটা আছে, সে ডুবে যাচ্ছিল। নৌকার যে লোকটা ওর চুলের ঝুঁটি ধরে বাঁচিয়েছে সে ওকে জল থেকে তুলবার জন্য তিরিশ টাকা চাইছে।

কিন্তু যে লোকটা ডুবে যাচ্ছিল সে নৌকার লোকটাকে কুড়ি টাকার বেশী দিতে রাজী নয়, তাই দর কষাকষি চলছে।

॥ ৫ ॥

ডরোথি ডিকস্ বহুদিন একটা পত্রিকায় পাঠিকাদের প্রেমঘটিত সব সমস্যার জন্য একটা নিয়মিত ফিচার লিখতেন। তাঁর দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে পাঠিকাদের মনোবৃত্তিতে কতখানি পরিবর্তন ঘটেছে তা বোঝাতে গিয়ে ডরোথি একবার মন্তব্য করেছিলেন—প্রথম যখন আমি আমার 'কলম'টা লিখতে শুরু করি, তখন মেয়েরা আমার কাছে উপদেশ চাইত যে কোন চেনা পুরুষকে তার কোট খুলতে সাহায্য করাটা ঠিক হবে কিনা। আর এখন পাঠিকারা জিজ্ঞেস করে যে সে তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে সপ্তাহের শেষে কোথাও গিয়ে দু একটা দিন কাটিয়ে আসতে পারে কিনা।

॥ ৬ ॥

কেবলমাত্র পুরুষদের একটা অভিজাত ক্লাবের এক সদস্য একদিন রাত্রিবেলায় ক্লাবে ঢুকে বহু মহিলাকে সেখানে দেখে খুব চমকে গেলেন। ক্লাব-এর ম্যানেজার ওঁকে জানালেন, 'আমরা ঠিক করেছি যে সদস্যরা ডিনার এবং নাচের জন্য তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে করে আনতে পারবেন।'

সদস্যটি অনুযোগ করে বললেন, 'আরে আমার যে বিয়েই হয়নি। আচ্ছা, আমি কি আমার কোন মেয়ে বন্ধুকে নিয়ে আসতে পারি।'

ম্যানেজার মশাই মিষ্টি হেসে খানিক ভেবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ তা আনতে পারেন। কিন্তু মহিলাটি অবশ্যই এখানকার কোন সদস্যের স্ত্রী হওয়া চাই।'

॥ ৭ ॥

বিদেশের একটা ছোট কলেজের একবার ছেলে ও মেয়ে এই দুই হোস্টেলের বোর্ডারদের একই বাড়িতে রাখা দরকার হয়ে পড়ল। ছেলেদের ওপর কড়া নির্দেশ থাকল তারা যেন মেয়েদের কোয়ার্টারের দিকে পা না দেয়। কিন্তু একদিন একটি ছেলে মেয়েদের কোয়ার্টারে ধরা পড়ল। কলেজের অধ্যক্ষ মশাই খুব কড়াভাবে ছাত্রটিকে বলল, দেখ প্রথমবারের মত তোমার এক ডলার জরিমানা হল। এর পরের বার ধরা পড়লে তোমার দু ডলার জরিমানা হবে এবং শেষ পর্যন্ত পাঁচ ডলারও জরিমানা হতে পারে।

যে ছাত্রটিকে এসব কথা বলা হোল, সে ছিল এক নম্বরের বিচ্ছু। সে লজ্জাটজ্জা কিছু না পেয়ে উল্টে বলে উঠল—কিছু মনে করবেন না, স্যার। আমি যদি একেবারে একটা সিজন টিকিট কেটে নিই, তাহলে কত খরচ পড়বে?

॥ ৮ ॥

এক ভদ্রলোকের অভ্যাস ছিল, রাত হলেই বেরিয়ে যাওয়া। বলা বাহুল্য, তাঁর স্ত্রী এই অভ্যাসটা মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁর সব চাইতে বেশী রাগ হত যখন বেরোবার সময় স্বামী তাঁকে বলতেন 'শুভরাত্রি, তিন বাচ্চার মা।' একদিন ভদ্রলোক যখন রাতে এই ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন ভদ্রমহিলা বেশ খোস মেজাজে ভদ্রলোককে উত্তর দিলেন, 'শুভরাত্রি এক বাচ্চার বাবা'।

এরপর থেকে ভদ্রলোক রাত্রে বাড়ীতেই থাকতেন।

॥ ৯ ॥

একটি ছাত্র তার 'ডর্মিটরি'র ঘরে আছে, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। একটা পুরুষ কণ্ঠ বলে উঠল—একটু ভেতরে আসতে পারি কি? আমি যখন এই কলেজে পড়তাম, তখন এই ঘরেই থাকতাম।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে স্মৃতিচারণ করতে করতে বললেন—হ্যাঁ সব ঠিক আছে। সেই একই পুরোন ঘর, তাতে একই আসবাবপত্র। বাইরের সেই একই দৃশ্য। আহা আর সেই একই পুরোন আলমারিটা। বলে তিনি আলমারিটার পাল্লা দুটো টেনে খুলে ফেললেন এবং দেখলেন যে একটি মেয়ে খুব ভীত অবস্থায় সেখানে লুকিয়ে আছে।

ঘরের বোর্ডার ছাত্রটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আরে, এ হচ্ছে আমার মাসতুতো বোন।

আগন্তুক ভদ্রলোক খুব শান্তস্বরে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, গল্পটাও ঠিক আছে। সেই একই পুরোন গল্প।

॥ ১০ ॥

বাবা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে মেরী, তোর স্কুলের ফাংশনের এতগুলো টিকিট বিক্রী করলি কি করে?'

মেরী চট্‌পট্ উত্তর দিল, 'বুঝলে বাবা, টিকিটগুলো বিক্রী করতে কোন কষ্টই হয়নি আমার, ব্যাপারটা খুবই সহজ। আসল কথা কি জান, সকলেরই ইচ্ছে, কি করে টিকিট না কিনে পারা যায়। আমি তাই তৈরী হয়েই যেতাম। যার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, সে যেন টিকিটগুলো আগেই দেখতে পায়, এভাবে হাতে সেগুলো রাখতাম, তারপর তাকে জিজ্ঞেস করতাম, হ্যালো মিঃ জেমস্, আপনি ১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যেবেলা কি করছেন। আমার হাতের টিকিটগুলোর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই তিনি বলে উঠলেন—ইস্, ১৫ তারিখ তো একটা খুব দরকারী কাজ আছে আমার। অন্য যে কোন দিন হলেই আমি নিশ্চয়ই একটা টিকিট কাটতাম। ব্যাস সঙ্গে সঙ্গেই আমি বলতাম, তাহলে তো ঠিকই আছে। এ টিকিটগুলো ১৬ই নভেম্বরের। তবে তো আর আপনার কোন অসুবিধে নেই। এই নিন একটা টিকিট।

★ ★ ★

★ জোক্‌স-এর রামধনু ★

॥ ১ ॥

এক আমেরিকান পর্যটক তার সঙ্গীর সঙ্গে পিরামিড দেখতে গিয়েছে। পিরামিড দেখে আমেরিকানটি তো অভিভূত, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তারপরে স্কচ সঙ্গীটির কাছে সে জানতে চাইল, পিরামিড সম্বন্ধে তার ধারণাটা কি। স্কচটি কিন্তু খুব দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল—ইস্ এত বড় একটা অট্টালিকা কিন্তু তা থেকে কোন ভাড়াই পাওয়া যায় না।

॥ ২ ॥

সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর এক ভদ্রলোক বাড়িতে ফিরে তাঁর ছোট্ট, মিষ্টি মেয়েটিকে বললেন, 'কিগো সোনামণি আমাকে একটা চুমু দেবেনা?

'না' মেয়ের স্পষ্ট উত্তর।

বাবা খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'বাঃ কি চমৎকার ব্যাপার। তোমার এভাবে কথা বলতে লজ্জা করল না। তোমার বাবা সারাদিন ধরে খেটে বাড়ীর জন্য পয়সা রোজগার করে। আর তুমি কিনা তার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করছ? কই আমার পাওনা চুমুটা কোথায় গেল?'

মেয়ে এবার সোজা বাবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আনা টাকাটা গেল কোথায়?'

॥ ৩ ॥

কুঁড়ের বাদশা রামধনবাবু রাতে খাওয়া দাওয়ার পর চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা পোড়া গন্ধে তাঁর স্ত্রী চমকে উঠে দেখলেন সিগারেটের ফুলকি থেকে তাঁর স্বামীর দাড়ি আগুন লেগে পুড়ছে। উনি চেঁচিয়ে উঠে বললেন, আরে কি সর্বনাশ। তোমার দাড়িতে আগুন লেগেছে যে।

রামধনুবাবু রাগতভাবে উত্তর দিল, সেটা কি আমি জানিনা নাকি? দেখছ না বৃষ্টি যাতে হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করছি।

॥ ৪ ॥

পুরোন দিনগুলোই ভাল ছিল, এসব কথা যাঁরা বলেন তাঁদের কথা মোটেই ঠিক নয়। এখন যে রকম আরামে দিনগুলি কাটানো যায়, ১৮৯০ সালে তা কি করা যেত? হ্যাঁ তখন চার পয়সার অনেক কিছু খাবার দাবার পাওয়া যেত, একথা ঠিক। কিন্তু সে সব খাবার রাখার জন্য তখন রেফ্রিজারেটর ছিল কি?

॥ ৫ ॥

যে গেলাসে অর্ধেকটা জল আছে আশাবাদীরা তাকে মনে করেন যে গেলাসটা অর্ধেক ভর্তি; ঐ একই গেলাসকে কিন্তু নৈরাশ্যবাদীরা মনে করেন, ইস্ গেলাসটা অর্ধেক খালি।

॥ ৬ ॥

এক হাসপাতালের মেটারনিটি ওয়ার্ডের ওয়েটিং রুমে দুজন হবু বাবা বসে আছেন। ওয়ার্ডের নার্স বেরিয়ে এসে একজনকে বলল, এই যে মশাই, আপনার ছেলে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জন লাফিয়ে উঠে বলল, এ কি রকম ব্যাপার? আমি যে এঁর অনেক আগে থেকেই এখানে এসে অপেক্ষা করছি।

॥ ৭ ॥

বাবা রেগে আগুন হয়ে তাঁর মেয়ের ছেলে বন্ধুকে বললেন, ওহে ছোকরা তুমি যখন কাল আমার মেয়েকে রাতে বাড়ি পৌঁছে দিলে তখন শুনলাম যে বড় ঘড়িতে ভোর চারটে বাজছে। বলি ব্যাপার-খানা কি?

ছেলেটি চটপট উত্তর দিল, হ্যাঁ স্যার আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে ব্যাপারটা কি জানেন, তখন আসলে রাত এগারোটা বাজছিল। পাছে আপনার ঘুম ভেঙে যায় তাই আমি হাত দিয়ে ঘড়ির ঘণ্টাটা চেপে রেখেছিলাম।

বাবা মশাই অবাক হয়ে গিয়ে মনে মনে বললেন, আহা রে। এই বুদ্ধিটা বয়সকালে আমার মাথায় খেলেনি কেন।

॥ ৮ ॥

এক ভদ্রলোক শহরের বাইরে একটা ফাঁকা মাঠে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ উনি অবাক হয়ে দেখলেন যে, একটি তরুণী সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ওঁর সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। মেয়েটির ঠিক পেছনে দুটি লোক দৌড়ে গেল। তৃতীয় আর একটি লোক কাঁধে একটা বালির বস্তা নিয়ে এদের বেশ খানিকটা পেছনে দৌড়চ্ছে দেখা গেল।

ভদ্রলোক আর চুপ করে না থাকতে পেরে তৃতীয় লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে, ব্যাপারখানা কি বলতো? এখানে এসব কি হচ্ছে?'

তৃতীয় লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আরে ঐ মেয়েটা এখুনি পাগলা গারদ থেকে পালিয়েছে। তাই আমরা ওকে ধরতে চেষ্টা করছি।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম।' ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, 'কিন্তু তোমার কাঁধে এই বালির বস্তাটা কেন?'

তৃতীয় লোকটি উত্তর দিল, 'মেয়েটাকে কালকে আমিই ধরেছিলাম

কিনা। সেইজন্য আজ আমাকে এই হ্যাণ্ডিকাপ নিয়ে দৌড়তে হচ্ছে।'

॥ ৯ ॥

কলেজের ফুটবল টিমের প্র্যাকটিসে একটা ছেলে এত জোরে দৌড়চ্ছিল যে অন্যান্য ছেলেগুলোকে তার পাশে ঠিক যেন কতকগুলো কচ্ছপের মত মনে হচ্ছিল। টিমের কোচ এক ফাঁকে ছেলেটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা এত জোরে তুমি দৌড়তে শিখলে কি করে ?

ছেলেটি মুচকি হেসে উত্তর দিল, আরে আমার বাবার একটা প্রকাণ্ড খামার বাড়ি আছে। সেখানে খরগোস ধরবার জন্য তাদের সঙ্গে দৌড়ে আমি এত জোরে ছুটতে পারি।

কোচ বললেন, কিন্তু আরো তো কিছু ছেলে আমাকে বলেছে যে তারাও খরগোসের সঙ্গে দৌড়ত। তারা তো জোরে দৌড়তে পারেনা।

ছেলেটি এবার উত্তর দিল, আরে আমার বাবা যে বেজায় খুঁতখুতে, যে খরগোসটাকে ধরে খাওয়া হবে সেটা বেশ নরম হৃষ্টপুষ্ট কিনা দেখবার জন্য ছুটন্ত অবস্থায় খরগোসগুলোকে আমার টিপেটুপে দেখে নিতে হত যে।

॥ ১০ ॥

এক সাংবাদিক দেশের সবচাইতে বেশী দীর্ঘজীবী লোক শিববাবুর একশ দুইতম জন্মদিনে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছেন। সাংবাদিক মশাই প্রথমেই শিববাবুকে প্রশ্ন করছেন—আচ্ছা আপনার এই দীর্ঘ জীবন লাভের আসল কারণটা কি বলে আপনার মনে হয় ?

শিববাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এ আর বলা এমন কঠিন কি আরে মশাই, আমার যখন নিরানব্বই বছর বয়স হল, তখন থেকেই আমি নিয়মিত ভিটামিন ট্যাবলেট খাই।'

॥ ১১ ॥

এক খ্যাতনামা ডাক্তার একবার ছাত্রদেরকে মদ্যপানের ওপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এক ফাজিল ছাত্র হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু এটা কি ঠিক যে মদ খেলে ভাল করে কাজ করবার শক্তি বেড়ে যায় ?

ডাক্তারবাবু—'ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা আসলে হল, মদ খেলে কোন কাজ খারাপ ভাবে করার লজ্জাটা থাকে না।'

॥ ১২ ॥

বহু বছর আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন লেখক একসঙ্গে বসে আড্ডা মারছিলেন। কথায় কথায় শেষ পর্যন্ত কোন পরিত্যক্ত নির্জন দ্বীপে গিয়ে পড়লে কে কি করবেন—এই নিয়ে আলোচনা শুরু হল।

এক সাহিত্যিক বললেন, 'আমি সারাদিন ধরে বসে শেক্সপীয়ারের বই পড়ব।'

দ্বিতীয় সাহিত্যিক বললেন—'আমার পছন্দ বাইবেল পড়া। আমি তাই পড়ব।'

সবশেষে চেস্টারটন বললেন—'আমি এক মিনিটও দেরী না করে টমাসের লেখা জাহাজ তৈরীর সহজ উপায় বইখানা পড়ব।'

॥ ১৩ ॥

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কি কি নতুন ধরনের মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হবে বলে তিনি মনে করেন। আইনস্টাইন একটু ভেবে মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন—'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কি কি ধরনের নতুন অস্ত্র ব্যবহার করা হবে তা অবশ্য ঠিকঠাক বলতে পারছি না। কিন্তু চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধে কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হবে তা খুব ভালভাবেই বলে দিতে পারি।'

কয়েকজন উৎসুক শ্রোতা জিজ্ঞেস করল, কি অস্ত্র সার?'

আইনস্টাইন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'পাথর আর বর্শা।'

॥ ১৪ ॥

একটা পার্কের বেঞ্চিতে তিন জন লোক বসেছিল। বেঞ্চির সামনেই একটা বড়সড় পুকুর। মধ্যেখানের লোকটি খুব শান্তভাবে চুপচাপ বসেছিল—মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়েও নিচ্ছিল। তার দু' পাশের লোক দুটি কিন্তু সমানে মাছ ধরার ভান করে যাচ্ছিল একেবারে নিখুঁতভাবে। কাল্পনিক ছিপ বাতাসে ঘুরিয়ে জলে ফেলছিল, আবার সেই ছিপ টেনে তুলে আনছিল কাল্পনিক মাছ। তারপর সেই মাছ কাল্পনিক ঝুড়িতে রেখে ছিপে আবার কাল্পনিক টোপ গাঁথছিল।

একজন পুলিশ কনস্টেবল অনেকক্ষণ ধরে এদের লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে সে এগিয়ে এসে মধ্যেখানের লোকটাকে ঝিমুনি থেকে তুলে বলল, 'ওহে এই দুটো গাঁজাখোর কি তোমার বন্ধু?'

লোকটি উত্তর দিল 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন, কি হয়েছে?'

পুলিশটা এবার খেঁকিয়ে উঠল, 'হয়েছে এই, এ দুটোকে এক্ষুনি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে যাও। নইলে দেব দুই রুলের বাড়ী।'

তৃতীয় লোকটি সভয়ে তাড়াতাড়ি দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দাঁড় বাইতে শুরু করল নৌকো চালিয়ে দুই বন্ধুকে নিয়ে সরে পড়বার জন্যে।

॥ ১৫ ॥

একজন আশাবাদী আর এক নৈরাশ্যবাদী—দুজনে মিলে একটা ব্যবসা করতে লাগল। খুব অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসা জমে উঠল তাদের, আর হু হু করে টাকা আসতে লাগল তাদের। তাদের দোকানে দিনরাত খদ্দেরের ভীড় লেগেই থাকত।

একদিন সারাদিন ব্যস্ততার পর বিকেলে আশাবাদী লোকটি খুব খুশী মনে তার বন্ধুকে বলল—'যাক দারুণ কপাল ফিরেছে আমাদের, কি বল? সারাদিন ধরে দোকানে দরজাটা আর বন্ধ হওয়ার সময় পায় না।'

নৈরাশ্যবাদী লোকটি গোমড়ামুখে উত্তর দিল—'তা তো বুঝলাম। কিন্তু দরজাটার কি অবস্থা হয়েছে বলতো? আর কয়েকদিনের মধ্যেই তো দরজার কবজাগুলো সব খুলে ভেঙে যাবে।'

॥ ১৬ ॥

এক রোগী দাঁতের ডাক্তারবাবুর চেম্বারে এসে তার সহকারীর কাছে শুনল, ডাক্তারবাবু আপাততঃ কোন রোগী দেখছেন না। আগন্তুক রোগীটি বলল—'এতো খুব মুসকিল হল, আমাকে যে দাঁত দেখাতেই হবে। আমি নিজে একজন চোখের ডাক্তার। এরকম প্রচণ্ড দাঁত ব্যথা করলে চোখে দেখব কি করে?'

সহকারীটি উত্তর দিল—'কি করা যাবে বলুন, ডাক্তারবাবু তো কিছু দেখতেই পাচ্ছে না। এখন চোখে নতুন চশমা না আসা পর্যন্ত ওর পক্ষে কারো দাঁত দেখা সম্ভবই নয়।

॥ ১৭ ॥

কারা রক্ষককে তাঁর ওপরওয়ালা ধমকে জিজ্ঞেস করলেন—'কি বলবার আছে আপনার? কয়েদীটা জেল থেকে পালাল কি করে? আপনি কি বেরোবার দরজাগুলি ঠিকমত বন্ধ করেন নি?'

কারারক্ষক মশাই খুব কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ, তা তো

ছিল। তবে আমার মনে হচ্ছে ভেতরে আসার দরজাগুলো বোধহয় ঠিকমত বন্ধ আছে কিনা দেখা হয়নি।

★ ★ ★

★ রুমকি-ঝুমকি ★

॥ ১ ॥

এক ভদ্রলোকের সখ ছিল, পুরনো দুষ্প্রাপ্য জিনিস জমানো। একদিন এক গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন এক বুড়ো খুব পুরনো ধাঁচের একটা কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে। উনি দাঁড়িয়ে পরে বুড়োটিকে বললেন—'আপনার এই কুড়ুলটা খুব পুরনো, তাই না?'

বুড়োটি উত্তর দিল, হ্যাঁ—'পুরনো তো বটেই। স্বয়ং জর্জ ওয়াশিংটন এটা দিয়ে কাঠ কাটতেন।

সংগ্রাহক ভদ্রলোক তো বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন—'অ্যাঁ, তাই নাকি? তা পুরনো হওয়া সত্ত্বেও কুড়ুলটার অবস্থা এখনো বেশ ভালই আছে বলতে হবে।'

বুড়োটা বলল—'হ্যাঁ, কুড়ুলটার হ্যাণ্ডেলটা তিনবার আর ফলাটা দুবার পালটানো হয়েছে কিনা!'

॥ ২ ॥

টেলিফোন অফিসের ১৯৯-এর এক অপারেটার রাতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুরোধ শুনল। এক ভদ্রমহিলা তাঁকে ফোনে খুব অনুনয় করে বললেন—"দেখ বাছা, আমার টেলিফোনের তারটা বড্ড বেশী লম্বা। তুমি তোমার দিকের তারটা একটু টেনে ঠিক করে নেবে?"

॥ ৩ ॥

এক মেক্সিকান আমেরিকায় এসে ঠিক করল, প্রথমেই সে দেশের ভাষাটা খুব ভাল করে শিখে নেবে। তাই সে একটা রেষ্টুরেন্টে কাজ

নিল। দিনে ওখানে কাজ করত, আর রাতটা ওপরের একটা ঘরে কাটিয়ে দিত। আশেপাশের লোকেদের কথা সব সময় কান দিয়ে শুনে নিত, আর নিজে নিজে সেগুলো অভ্যেস করত। বছর দুয়েক এভাবে কাটানোর পরে সে দেখল, কাজ চালানোর মত ভাষা সে শিখে নিয়েছে। অতএব সে লোকেদের সঙ্গে পরিচয় করতে কথা বলতে আরম্ভ করল—আর দেখল যে, এতদিন ধরে সে যে ভাতাটা এত যত্ন করে শিখে এসেছে, সেটা ইংরেজী নয়, গ্রীক।

॥ ৪ ॥

বাগানের মালীকে শুধু ফুল ভালবাসলেই চলবে না; আগাছাকে ঘেন্না করতেও তাকে শিখতে হবে।

॥ ৫ ॥

মধুর চাকরি চলে গিয়েছে। এক কৌতূহলী বন্ধু আর থাকতে না পেরে মধুকে জিজ্ঞেসই করে বসল—'আচ্ছা ব্যাপারখানা আসলে কি? ফোরম্যান তোমাকে ছাড়িয়ে দিল কেন?'

মধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল—'আচ্ছা, ফোরম্যান কাকে বলে জান নিশ্চয়ই। ফোরম্যান নিজে শুধু দাঁড়িয়ে থেকে দেখে, অন্যান্য লোকেরা ঠিকমত কাজ করছে কিনা। সে নিজে কিন্তু কোন কাজ করে না।'

বন্ধু এবার খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—'তা সে ব্যাপারের সঙ্গে তোমার কি?'

মধু এবার খুব গর্বের সঙ্গে বলল—'মানে ব্যাপারটা হল, ফোরম্যানের আমার উপর বেজায় হিংসে হয়ে গেল। কারণ, লোকে ভাবত যে আমিই ফোরম্যান।'

॥ ৬ ॥

যদু লটারি জিতে রাতারাতি খুব বড়লোক হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই বিলাস আর জাঁকজমকে মেতে উঠল যদু! ওর সবচাইতে বেশী যত পুরনো বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে ওর বিশাল প্রাসাদের ঐশ্বর্য দেখাতো। একদিন এরকম এক বন্ধুকে সে গর্ব করে বলল—'ওহে, আমার বাগান আর সুইমিং পুল তিনটে দেখবে এসো।'

বন্ধুটি অবাক হয়ে বলল—'তিনটে সুইমিং পুল একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে না?'

'মোটেই না। একটায় ঠাণ্ডা জল আছে, অন্যটায় গরম জল,

আর তৃতীয় পুলটায় কোন জলই নেই।'

বন্ধুটি এবার হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলল—'ঠান্ডা আর গরম জলের জন্য দুটো পুল রাখার কারণ না হয় বুঝলাম, কিন্তু জল ছাড়া শুকনো সুইমিং পুল রাখবার অর্থ কি?'

যদু দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল—'আর বল কেন ভাই। আমার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই সাঁতার কাটতে জানে না যে!'

॥ ৭ ॥

গির্জায় যে পাদ্রী এসেছেন, তাঁর খুব পাখি শিকারের শখ। ওঁর এক ভক্ত শিষ্যকে 'গাইড' করে একদিন উনি কাছের জঙ্গলে পাখি শিকারে বেরোলেন। সন্ধ্যাবেলায় যখন ভক্তটা বাড়ি ফিরল তখন তার ধূলিধূসরত অবস্থা, ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছে। ওর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে গরম কফি খেতে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল—'হ্যাঁ গো, আমাদের নতুন পাদ্রী মশাই-এর উৎসাহ যেমন, হাতের টিপও নিশ্চয়ই তেমনি? কটা পাখি মারলেন?'

ভক্তটি কফি খেতে খেতে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলে উঠল—'ব্যাপারটা কি জান? পাদ্রী মশাই-এর হাতের টিপ ঠিকই আছে। কিন্তু যে পাখিগুলোকে উনি গুলি করলেন তাদের ওপর ঈশ্বরের এত অসীম করুণা যে, একটা গুলিও তাদের গায়ে লাগল না!'

॥ ৮ ॥

ছোট্ট টম একটা বেসবল ব্যাট কিনবার জন্য প্রাণপণে পয়সা জমাচ্ছিল। কিন্তু ঐ পয়সাটা জমাতে গিয়ে তার মুশকিল হচ্ছিল খুব বেশীরকমের।

এক রাতে শুতে যাওয়ার আগে যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে তখন ওর মা শুনতে পেল যে টম বলছে—'হে প্রভু, আমাকে বেসবল ব্যাট কিনবার পয়সা জমাতে সাহায্য কর। আর হ্যাঁ, ভগবান দেখ যেন আইসক্রীমওয়ালা এই রাস্তা দিয়ে না যায়।'

॥ ৯ ॥

সতেরো বছর বয়সের একটি ছোকরা রাস্তাঘাট তৈরী করার একটা কোম্পানীতে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছে। ছেলেটা যখন ইন্টারভিউ দিতে গেল, তখন কোম্পানীর মালিক ওর শীর্ণকায় চেহারা দেখে মন্তব্য করলেন—'ওহে ছোকরা, আমার মনে হয় না তুমি এ কাজ করতে পারবে। কাজটা বেশ ভারী গোছের, আর তুমি লম্বা

চওড়া, বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না।'

ছেলেটি বেলচায় অলসভাবে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন হবু সহকর্মীর দিকে এক নজর তাকিয়ে উত্তর দিল—'স্যার, ওরা যতটা কাজ করতে পারে ততটা করতে পারব না ঠিকই, কিন্তু যতটা কাজ ওরা আসলে করবে, ততটা নিশ্চয়ই করতে পারব।'

ছেলেটি চাকরীটা পেয়ে গেল।

॥ ১০ ॥

তপনবাবু রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, তাঁর এক প্রতিবেশী শ্যামবাবু খুব হতাশভাবে একটা বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। তপনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—'কি ব্যাপার, শ্যামবাবু, কি হয়েছে?'

শ্যামবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন—'কি হয়নি তাই বলুন। আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমার ছেলে চুরি করার দায়ে জেলে গিয়েছে, আমার মেয়ে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে, আমার হাতে আর একটা পয়সাও নেই। তাই আমি ঠিক করে ফেলেছি, পাতাল রেলের লাইনে মাথা দেব।'

তপনবাবু এবার বললেন—"তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? পাতাল রেলের স্টেশন তো একশো গজের মধ্যেই।"

শ্যামবাবু বেশ রেগে গিয়েই বললেন—"কি বলছেন কি? দেখছেন না কি ঘন ঘন বাজ পড়ছে? বাজ পড়ে মারা যাই যদি?"

॥ ১১ ॥

বুড়ো তিনকড়িবাবু যেমন বড়লোক তেমনি হাড় কিপটে। ওর একমাত্র উত্তরাধিকারী এক ভাইপো অনেকদিন ধরে আশা করে আছে বুড়ো মারা যাওয়ার জন্য। একদিন তিনকড়িবাবুর এক বন্ধু এসে তাঁকে বললেন—'ওহে তিনকড়ি, তোমার ভাইপো নাকি শীগ্‌গীরই বিয়ে করবে। তা তোমার এমন কিছু নিশ্চয়ই করা উচিত যাতে ও বেচারীর মনটা বেশ খুশি হয়ে ওঠে। এই শুভদিনটা যেন ঠিকমতো উপভোগ করতে পারে।'

'ঠিক আছে'—উত্তর দিলেন তিনকড়িবাবু—'ওর বিয়ের দিন আমি এমন ভান করব যে আমার মরণাপন্ন অসুখ হয়েছে।'

॥ ১২ ॥

এক পিয়ানোবাদিকার বাবা খুব বড় একজন সঙ্গীতজ্ঞর কাছে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছেন, যদি বাজনা শুনে সঙ্গীতজ্ঞ মশাই

মেয়েটিকে কোন সুযোগ করে দেন, এই আশায়। বাজানো শেষ হলে বাবা খুশীতে টগমগ হয়ে সঙ্গীতজ্ঞকে জিজ্ঞেস করলেন।'

'কি আমার মেয়ের হাতটা খুব চমৎকার না?'

সঙ্গীতজ্ঞ মশাই শুকনো গলায় উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ, এটা মানতেই হবে যে সহজ গানকে কত কঠিন করে কিভাবে বাজাতে হয়, সেটা আপনার মেয়ে খুব ভালভাবেই জানে।'

॥ ১৩ ॥

একটা আর্ট একজিবিশনে দুই পুরনো শিল্পী বন্ধুর দেখা। বহুদিন আগে দুজনে প্যারিসে একখানা স্টুডিও ভাড়া নিয়েছিলেন। প্রথম শিল্পী ওয়েবার দ্বিতীয়জনকে বললেন—'কিহে, অ্যাবে, শুনতে পেলাম যে তোমার চোখে একটা অপারেশন হয়েছে। এখন কি ছবি আঁকার মত দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছ আবার?'

বন্ধুকে অবাক করে দিয়ে অ্যাবে বললেন—'হ্যাঁ, তা আর পারবো না কেন। আর তাছাড়া যখন চোখে কিছু দেখতে পাব না, তখন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে সমালোচক হয়ে যাব।'

॥ ১৪ ॥

সমালোচকরা কখনই জনপ্রিয় হন না। এ পৃথিবীতে লেখক, কবি সঙ্গীতজ্ঞদের অসংখ্য মূর্তি আছে। কিন্তু কোন সমালোচকের মূর্তি কোথাও আছে কি?

॥ ১৫ ॥

এক আসামীর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। তাকে বলা হল, রাষ্ট্রপতিই পারেন তাকে ক্ষমা করতে। আসামী কিভাবে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে তার অবস্থার কথা জানাবে তা একমনে ভাবতে লাগল।

পরের দিন সকালে রাষ্ট্রপতি লোকটির কাছ থেকে যে চিঠিটি পেলেন, তাতে লেখা ছিল,—'শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি, ওরা আমাকে শুক্রবার ফাঁসি দেবে বলে ঠিক করেছে, আর আজ মঙ্গলবার হয়ে গেল।'

॥ ১৬ ॥

এক ভুঁইফোঁড় শ্রমিক নেতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'ট্রেঞ্চ' খোঁড়া দেখছিলেন। হঠাৎ উনি সুপারিন্‌টেনডেন্টকে বলে উঠলেন 'আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন তো এই একটা মাটি কাটার যন্ত্র কতগুলো লোকের কাজ কেড়ে নিয়েছে? এই সব যন্ত্র-টন্ত্র বাদ দিয়ে

একশোটা লোকের হাতে কোদাল আর বেলচা দিয়ে কাজে লাগাচ্ছেন না কেন ?

সুপারিন্‌টেনডেন্ট সাহেব একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে উত্তর দিলেন 'তার চাইতে আরো ভাল হয় না। যদি এক হাজারটা লোককে হাতে কাঁটা আর চামচ দিয়ে কাজে লাগাই ?'

॥ ১৭ ॥

আধুনিক যুগের মোটরগাড়ির ইঞ্জিনগুলোর আরো জোরে চলবার শক্তি যত বাড়ছে, রাস্তায় প্রচণ্ড 'ট্রাফিক জ্যাম'-এর জন্য গাড়ি চলবার গতি তত কমছে। একেই বলে এগিয়ে চলা বা 'প্রোগ্রেস'।

॥ ১৮ ॥

ছাত্রটি দোকানে গিয়ে বলল—'শরীরবিদ্যার (অ্যানাটমি) ওপরে আর কোন নতুন বই নেই? এই বইগুলো অন্ততঃ দশ বছরের পুরানো।

দোকানদার একটু হেসে বলল 'ভাই, এই দশ বছরে মানুষের শরীরে আর কোন নতুন হাড় গজায়নি !

॥ ১৯ ॥

একজন খুব খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ আকাশের ছায়াপথ (মিলকি-ওয়ে)-এর ওপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সারা মহা-বিশ্ব যদি এতই অনন্ত, অসীম হয় আর তার তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী যদি হয় এতই নগণ্য, অতি ক্ষুদ্র, তাহলে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ভগবান কি আমাদের মত তুচ্ছ জীবের প্রতি কোনরকম মনোযোগ দেন ?'

জ্যোতির্বিদ মশাই ধীরভাবে উত্তর দিলেন, 'ম্যাডাম সেটা নির্ভর করছে কত বড়, কত শক্তিমান ভগবানে আপনি বিশ্বাস করেন, তার ওপরে।'

॥ ২০ ॥

এক ভদ্রলোক একটা মফঃস্বল শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অবাক হয়ে দেখলেন গাছে, বেড়ার গায়ে, খামারের দেওয়ালে কেউ একজন অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়েছে, গোলাকার বৃত্তের ঠিক মধ্যেখানে বুলেটের গর্ত। কে এই দুর্দান্ত বন্দুকবাজ, খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোক দেখলেন যে সে হচ্ছে শহরের সব চাইতে গোবেট লোক।

ভদ্রলোক তাকে জিগ্যেস করলেন 'এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। আপনার হাতে এ রকম অসাধারণ টিপ হল কি করে?

॥ ২১ ॥

ফ্লোরিডার এক পর্যটক মহিলা এক রেড ইন্ডিয়ানের গলার হারটা দেখে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'নেকলেসটা কিসের তৈরী?'

রেড ইন্ডিয়ানটি উত্তর দিল 'কুমীরের দাঁত দিয়ে।'

পর্যটক মহিলাটি বললেন, 'ও, তাই নাকি? তাহলে মুক্তো, আমাদের কাছে যেরকম দামী, কুমীরের দাঁতও তোমাদের জাতের কাছে সেরকমই দামী, তাই না?'

রেড ইন্ডিয়ানটি এবার খুব গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'একেবারেই তা নয়। যে কোন লোকই ঝিনুক খুলে মুক্তো বার করতে পারে। তাতে কুমীরের মুখ খুলতে হয় না।'

॥ ২২ ॥

এক বিজ্ঞ দার্শনিক একবার মন্তব্য করেছিলেন যে ব্যালে নাচই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে মেয়েদের সবচাইতে বেশী ভাল লাগে। তাঁর এই অভিমতের কারণ কি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, নারীদেহের সবটুকু লাবণ্য, সৌন্দর্য ও মহিমা এই ব্যালে নাচের মাধ্যমে ফুটে ওঠে এবং এই নাচের সময় মহিলারা একটাও কথা না বলে চুপ করে থাকেন।

॥ ২৩ ॥

তরুণী মা বাচ্চার ঘরে এসে দেখলেন, তাঁর কাষ্ঠ ব্যবসায়ী স্বামী ঘুমন্ত বাচ্চাটার দোলনার সামনে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার সারা চোখমুখে বিস্ময়, আনন্দ, অবিশ্বাস, মুগ্ধতা মিলিয়ে একটা অপূর্ব ভাব ফুটে উঠেছে। তরুণী মা বাচ্চার প্রতি স্বামীর এরকম অনুরাগ দেখে অভিভূত হয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন 'কিগো, কি ভাবছ?'

স্বামীটি চমকে উঠে বলল, 'সত্যি বলছি, আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না যে মাত্র পাঁচ ডলারে ওরা এমন চমৎকার দোলনা তৈরী করে কি করে?'

॥ ২৪ ॥

তুমি কতটা ব্যস্ত সেটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় তুমি কেন ব্যস্ত সেটাই আসল কারণ। ব্যস্ত মৌমাছিকে সবাই প্রশংসা করে, কিন্তু ব্যস্ত মশাকে সবাই চাপড় মেরে শেষ করে দিতে চায়।

॥ ২৫ ॥

এক আগন্তুক একটি ছোট শহরে এসে কয়েকজন লোককে জিগ্যেস করলেন, তারা শহরের 'মেয়র'কে চেনে কিনা!

পেট্রোল পাম্পের কর্মচারিটি বলল—'মেয়র একটা ভোঁদাই, তবে অপদার্থ।'

ওষুধের দোকানদার বলল—'মেয়রটা কোন কাজেরই নয়।'

নাপিতটি বলল—'আমি জীবনে কখনো এই মেয়রকে ভোট দিই না।'

শেষ পর্যন্ত মেয়রটির সঙ্গে যখন আগন্তুকের দেখা হল, তখন তিনি মেয়রের কাছে জানতে চাইলেন যে তাঁর মাইনে কত।

মেয়র মশাই উত্তর দিলেন, 'হায় ভগবান! আমি এক পয়সাও মাইনে নিই না। মেয়র পদের সম্মানের জন্যই আমি চাকরিটা নিয়েছি।'

॥ ২৬ ॥

মধ্যবয়সটা এমন একটা সময় যখন লোকে আরো ভাল থাকতে পারার জন্য যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, খালি পারে না যে অভ্যাসটা ছেড়ে দিতে যেটা তার আসলে ক্ষতি করছে।

॥ ২৭ ॥

মাস্টার মশাই আধুনিক যুগের নানা আবিষ্কার নিয়ে বলতে গিয়ে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন—"তোমরা কেউ কি বলতে পার এমন গুরুত্বপূর্ণ দরকারী জিনিস যা এখন পৃথিবীতে আছে তা পঞ্চাশ বছর আগে ছিল না!"

সামনের বেঞ্চিতে বসে থাকা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠল—"আমি, স্যার।"

॥ ২৮ ॥

মাছি গরুর লেজকে ডেকে বলছে, "ওহে শোন তোমার গা থেকে আমি কিন্তু এবার উড়ে যাব বলে দিচ্ছি।

লেজ উত্তর দিল, "আরে, তুমি এতক্ষণ আমার গায়ে বসেছিলে

নাকি ? আমি তো আদৌ টেরই পাইনি তুমি আছ বলে।"

॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লণ্ডনে প্রায় প্রতি মুহূর্তেই শহরের ওপর র. ভি-২ রকেট এসে পড়ত। একবার এই রকম প্রচণ্ড আক্রমণের সময় কোম্পানীর মালিক দেখলেন তাঁর দুজন কর্মচারী বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারা বলতে বলতে গেল, 'রকেট পড়ুক আর না পড়ুক ছুটি হয়ে গেছে, তাই আমরাও বাড়ি ফিরব এখনই।'

ভাষণ দিয়ে দুই কর্মচারীরা দরজার বাইরে বেরিয়েই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে এল। মালিক একটু হেসে বললেন—'কি হে, মত পাল্‌টে ফেলেছ ?'

যুবক দুটি উত্তর দিল—'হ্যাঁ, কি মুস্কিল দেখুন না বাইরে বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরে।'

॥ ৩০ ॥

দেশের সব চাইতে বেশী কুঁড়ে লোক বিপুলবাবু একটা গবেষণা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যে 'বুকিং চেয়ার'টায় তিনি বসে দুলছিলেন। সেটা মাঝে মাঝে পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দোলাচ্ছিলেন কখনো বা দক্ষিণ দিকে। ওঁর স্ত্রী ব্যাপারটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন—'কি হয়েছে তোমার ? এত নড়াচড়া করছ কেন আজকে ?' বিপুলবাবু উত্তর দিলেন—'কি ব্যাপার জান, দেখছিলাম বাতাসের অনুকূলে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে দোলটাই বেশী সহজ কিনা।'

॥ ৩১ ॥

বোবা ও কালাদের একটা স্কুলের দুজন ছাত্রের মধ্যে একবার দারুণ ঝগড়া হচ্ছিল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট সাহেব ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে দেখলেন, একটি ছাত্র অন্য ছাত্রটির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে কুটিপাটি হচ্ছে।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট সাহেব ইঙ্গিতে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'কি ব্যাপার ? তোমার সহপাঠি বারলেট মনে হচ্ছে রেগে আগুন হয়ে আছে ?

প্রথম ছাত্রটি খুব খুশীমতো ইসারায় উত্তর দিল—'ও আমাকে খুব করে গালাগালি দিতে চাইছে। কিন্তু আমি ওর দিকে তাকাচ্ছি না।'

★ ★ ★

★ ঠাণ্ডা-গরম ★

॥ ১ ॥

হার্বারহেভার ১৯২৯ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েই 'হোয়াইট হাউস'-এ (প্রেসিডেন্টের বাসভবন) খরচ কমানোর নানা-রকম ব্যবস্থা নিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হল হোয়াইট হাউসের আস্তাবল থেকে চড়ে বেড়ানোর ঘোড়াগুলো সরিয়ে ফেলা।

ওঁর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন কুলিজও খুব মিতব্যয়ী ছিলেন, কিন্তু তিনি হেভারের এই ব্যবস্হার কথা শুনে খুব মজা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'ঘোড়াগুলোকে কোথায় পাঠানো হয়েছে?' ওঁকে জানানো হল যে, ঘোড়াগুলোকে পাঠানো হয়েছে 'ফোর্ট মায়ার' বলে একটা জায়গায়। কুলিজ সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য করলেন, 'তা, ঘোড়াগুলো 'হোয়াইট হাউসে' যতটা দানাপানি খেত, 'ফোর্ট মায়ার'-এ কি তার চাইতে কম খাবে?'

॥ ২ ॥

পুলিশের ক্যাপটেন তাঁর অধীনস্হ যে কনেস্টবলটি পার্কে ডিউটি দিচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'কি হয়েছে তোমার? মুখটা ঐরকম ব্যাজার করে আছ কেন?'

কনেস্টবলটি বিরস ভাবে উত্তর দিল—'আর বলেন কেন স্যার। পার্কে পাখিদের চান করার জন্য যে জায়গাটা মিসেস হেনরি দান করেছেন, তিনি এখুনি এসে বলে গেলেন যে ঐ জায়গাতে যেন কোন চড়াই পাখি চান না করে!'

॥ ৩ ॥

তরিতরকারীর অসম্ভব চড়া দামে রেগে আগুন হয়ে হরিবাবু ঠিক করলেন যে এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। এর পরে যেদিন তাঁর তরকারিওয়ালার সঙ্গে দেখা হল সেদিন তাকে উনি বললেন—'বুঝলে হে, এবার আমিই শাকসবৃজির একটা বাগান তৈরী করব। তোমার ঐ চড়া দামের তরিতরকারীর আর কোনরকম তোয়াক্কা রাখব না।

সব্‌জিওয়ালা উত্তর দিল—'ঠিকই করেছেন, কত্তা। এবার আপনি ভেবে কূল পাবেন না যে আমি কি করে এত সস্তায় আমার শাকসব্‌জি বিক্রী করি!

॥ ৪ ॥

সেনাধ্যক্ষ মশাই দারুণ ছুটে হন্তদন্ত হয়ে এসে অফিসে ঢুকে চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন—'কি ব্যাপারটা কি? ক্যাপটেন স্মিথকে আমার অধীনে কাজ করতে দেওয়া হয়েছে কেন?' ওঁকে বলা হল, 'স্যার, হেড কোয়ার্টারের নির্দেশেই এটা করা হয়েছে। কিন্তু সেনাধ্যক্ষ মশাই কোন কিছু শুনতে রাজি নন, তিনি বলতে লাগলেন। 'না, স্মিথকে আমি কিছুতেই নেবনা, ওটা একটা আস্ত রামছাগল, নিরেট বোকা।'

এক কর্ণেল এবার ওঁকে বললেন—'স্মিথ লোকটা কিন্তু সত্যিই খারাপ নয় স্যার। তাছাড়া, বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও ওর আছে।'

সেনাধ্যক্ষ কট্‌মট্‌ করে খানিকক্ষণ কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীর ভাবে বললেন—'ওহে একবার আমার সঙ্গে জানলার কাছে এসো তো!

কর্ণেল ওঁর কথামত জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেনাধ্যক্ষ বাইরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন—'ঐ যে বাইরে কতকগুলো মোট বওয়া গাধা চরছে, দেখতে পাচ্ছ? তা ওদেরও প্রত্যেকের ডজনখানেক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু ওরা যে গাধা সেই গাধাই থেকে গেছে।'

॥ ৫ ॥

খুব নামকরা এক প্রকাশক একবার বলেছিলেন যে, যদি একশো জন লোক প্রত্যেকেরই দশ বছরের অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে বলে, তাহলে তাতে ওঁর খুবই লাভই হবে, কারণ তাহলে মোট এক হাজার বছরের অভিজ্ঞতা উনি সঞ্চয় করে ফেলবেন।

॥ ৬ ॥

এক কুড়ি বছরের বিবাহিতা মহিলা তাঁর বান্ধবীকে বলছেন—'আমার স্বামী কখনোই অন্য মেয়েদের পেছনে ঘুরবেন না। উনি অত্যন্ত সভ্য, ভদ্র—এবং পাকা বুড়ো!'

॥ ৭ ॥

দুটো বিশালকায় 'বাজার্ড' পাখি অলসভাবে মরুভূমির ওপর দিয়ে

উড়ছিল। এমন সময় একটা জেট্ প্লেন হুস করে তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল—প্লেনটার পেছনকার 'একজস্ট' পাইপ দিয়ে আগুনের ফুলকি আর ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। প্রথম পাখিটা বলে উঠল—'এঃ, যে পাখিটা চলে গেল সেটার সত্যিই খুব তাড়া ছিল।' দ্বিতীয় পাখিটা উত্তর দিল, 'তোমার লেজে যদি আগুন লাগে, তাহলে তোমারও তাড়া থাকবে!'

॥ ৮ ॥

বেশীর ভাগ মানুষেরই হাতে যখন খরচ করবার মত অঢেল সোনা আসে, তখন তার পায়ে সীসে আর চুলে রূপো এসে গিয়েছে।

॥ ৯ ॥

এক ভদ্রমহিলা একজন খ্যাতনামা বিবাহ বিচ্ছেদ বিশেষজ্ঞ উকিলের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, বিবাহ বিচ্ছেদ করার মত উপযুক্ত কারণ তাঁর আছে কিনা।

উকিল বললেন—'আপনি কি বিবাহিতা?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই'—ভদ্রমহিলা জানালেন।

উকিল এবার উত্তর দিলেন—'তাহলে নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ আছে।'

॥ ১০ ॥

এক রাশভারী, নামকরা বিচারকের এজলাসে এমন একটি কেস হচ্ছিল যার আসামির উকিল একেবারে কাঁচা আর অত্যন্ত 'নার্ভাস'। উকিলটি জুরিকে উদ্দেশ্য করে তাঁর বক্তব্য শুরু করতে গিয়ে খালি 'আমার ভাগ্যহীন মক্কেল।' —এটুকু বলেই আটকে গেলেন। একটু পরে কাঁপা কাঁপা গলায় আবার বলতে শুরু করলেন—'আমার ভাগ্যহীন মক্কেল'—কিন্তু এরপরেই আবার তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল। আরো দু'একবার একই ব্যাপার ঘটবার পর বিচারক মশাই বলে উঠলেন—'আরে, আরে, আপনার বক্তব্য এবার খুলে বলুন। এ পর্যন্ত আপনি যেটুকু বলেছেন, সেটা এই আদালত সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছে (যে আপনার মক্কেল ভাগ্যহীন)!

॥ ১১ ॥

নিউমেক্সিকোর এক আদালতে খুনের বিচার চলছে। জুরীরা একটা ছোট ঘরে দীর্ঘসময় ধরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন। তারপর তাঁরা নিজেদের জায়গায় ফিরে আসার পর তাদের 'ফোরম্যান'

জানান 'দেখুন, আমাদের মনে হয় না যে আসামী এই খুনটা করেছে কারণ খুনের সময় সে ঘটনাস্থলে ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে সুযোগ পেলে এই খুনটা ও নিশ্চয়ই করত।'

॥ ১২ ॥

দুই যুবক একটা ছোট শহরের পুলিশবাহিনীতে ঢুকেই নানারকম অভিযোগে প্রতিদিন বহু লোককে গ্রেপ্তার করতে লাগল এবং ধৃত ব্যক্তিদের অনেক জরিমানাও দিতে হল। এত ভাল কাজের জন্যে যখন ওদের পদোন্নতি হতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই কিন্তু দুজনে একসঙ্গে চাকরি ছেড়ে দিল। ওদের 'বস' অবাক হয়ে ওদের জিগ্যেস করলেন—'কি ব্যাপার, তোমরা চাকরি ছাড়তে চাইছ কেন? কি তোমাদের অভিযোগ?' উত্তরে এক যুবক বলল—'না না সে রকম কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু আমার আর আমার বন্ধুর ইচ্ছে, আমরা দুজনে মিলেই নিজেরাই একটা থানা খুলব। ও লোক ধরে আনবে, আর আমি জরিমানা আদায় করব।'

॥ ১৩ ॥

ম্যাণ্ডি কি ভাবে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েছিল, তার বর্ণনা দিচ্ছিল। ওর কথা অনুযায়ী, ও সেদিন জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'রিপারলিকান পার্টি'র মিছিল দেখছিল। ও জানলায় বেশ ঝুঁকে পড়ে মিছিল দেখছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা লোক নাকি আস্তে আস্তে এসে জানলাটা ওর ঘাড়ের ওপর নামিয়ে এনে ওকে আটকিয়ে রেখে ওর সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে।'

বিচারক মশাই খুব অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'তাহলে আপনি বলতে চাইছেন রাস্তায় অত লোকের ভীড়ের মধ্যে চুরি করল, আর আপনি কোনরকম চেঁচামেচি করে লোক জড় করলেন না?'

ম্যাণ্ডি উত্তর দিল—'হ্যাঁ, হুজুর। ঠিক তাই। কিন্তু তাহলে পাঁচজনে মনে করত যে আমি রিপারলিকানদের সমর্থন করে চেঁচাচ্ছি।'

॥ ১৪ ॥

হলিউডের এক অভিনেত্রী তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে জন্ম পঞ্জিকা হরোস্কোপ নিয়ে আলোচনা করছিল। বান্ধবীটি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল—'তুমি যে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস কর, তাতো এতদিন জানতাম না।

অভিনেত্রীটি উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। আমি সব কিছুই একটুখানি বিশ্বাস করি।'

॥ ১৫ ॥

ফরাসী লেখক জাঁ কক্‌তুকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন কিনা! তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'নিশ্চয়ই করি। তা না হলে যে সব লোককে আমি একদম পছন্দ করি না। তাদের সফলতাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করব?'

॥ ১৬ ॥

এক মুচি প্রায়ই শহরের অ্যাকাডেমী সেন্টারে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তর্ক আর আলোচনা শুনতে যেত। মুচিটি ছিল খুবই চালাক, যদিও লেখাপড়া সে একদমই জানত না। অথচ ঐ সব আলোচনাচক্রে ল্যাটিন ভাষা প্রায়ই ব্যবহার করা হত। একবার একজন মুচিটিকে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, তুমি কি আলোচনার মানে বুঝতে পার? মুচিটি উত্তর দিল—'না, তা পারি না। কিন্তু কে আগে রেগে যাচ্ছে, সেটা দেখে বুঝতে পারি কে ভুল করেছে।'

॥ ১৬ ॥

জন রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে খালি ছটফট করছিল, কাতরাচ্ছিল। কিছুতেই ঘুম আসছিল না তার। শেষ পর্যন্ত ওর স্ত্রী জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে জন? ঘুমোচ্ছ না কেন? জন খুব কাতরভাবে উত্তর দিল—'কি আর বলব গিন্নী। দারুণ ফ্যাসাদে পড়েছি। রাস্তার উল্টোদিকে আমার বন্ধু মরিস আছে না? ওর কাছে একশো ডলার ধার নিয়েছিলাম। আগামীকাল সকালেই ওকে টাকাটা ফেরত দিতে হবে, অথচ আমার কাছে কোন পয়সা নেই! তাই দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না।'

জনের স্ত্রী সব শুনেটুনে বলল—'এই কথা? দাঁড়াও এখুনি তার ব্যবস্থা করছি।' বলেই সে ঘরের সামনের দিকের জানালা খুলে চেঁচাতে লাগল—'মরিস, এই মরিস। শুনছ? শীগগীর শোন।'

চেঁচামেচির ঠেলায় মরিস তো কাঁচা ঘুম ভেঙে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—'কি হয়েছে, ব্যাপার কি? ডাকাডাকি করছ কেন?'

জনের স্ত্রী উত্তর দিল—'শোন, আগামীকাল জন তোমাকে একশো ডলার শোধ দেবে বলেছিল না? তা তোমাকে আমি এখনই জানিয়ে

দিচ্ছি, কাল জন তোমাকে টাকা শোধ দিতে পারবে না।' বলেই সে জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর জনের কাছে ফিরে এসে বলল—'নাও এবার ঘুমিয়ে পড়। এবার মরিস জেগে থেকে চিন্তা করুক।'

॥ ১৭ ॥

এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক নানারকম কাজের চাপে ঠিক সময়ে ট্যাক্স জমা দিতে ভুলে গেছিলেন। দিন পেরিয়ে যাওয়ার দুদিন বাদে তিনি ফাইনসহ ট্যাক্স জমা দিলেন। এবং রিটার্ন ফর্ম-এর সঙ্গে একটা চিঠিতে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ট্যাক্স জমা দিতে স্রেফ ভুলে গেছিলেন এর জন্য তিনি অন্য কোন অজুহাত দেখাচ্ছেন না, এবং প্রয়োজনীয় জরিমানার টাকাও তিনি ট্যাক্সের সঙ্গে জমা দিচ্ছেন। কয়েকদিন বাদে ট্যাক্স বিভাগ থেকে কয়েকখানা ফর্ম সহ একখানা লম্বা চওড়া চিঠি পেলেন—যার মর্মার্থ, ভদ্রলোক যেন দেরীর কারণ দেখিয়ে ফর্মটি ঠিকমত ভর্তি করে তাঁর এই ব্যাপারটা নথীভুক্ত করিয়ে নেন। ভদ্রলোক উত্তর লিখে পাঠালেন—'কোন কারণ বা অজুহাত নেই। জরিমানার টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছি।' কিন্তু কমল নাহি ছোড়তা। আবার একখানা চিঠি পেলেন তিনি, যার মর্মার্থ কোন কারণ বা অজুহাত হতে পারে না। অতএব ভদ্রলোককে বিধিবদ্ধ এফিডেবিট করে স্বীকার করেন যে তাঁর কোন কারণ বা অজুহাত নেই।

★ ★ ★

বাড়ির তরুণী বধূ স্বামীর ব্যবহারে উত্যক্ত। স্বামীকে অভিমান ভরে গালমন্দ করছে। স্বামী বেচারা দিশে না পেয়ে জড়িয়ে ধরে বধূটিকে দীর্ঘ চুম্বন করলো। বধূ কৃত্রিম ছটফট করে বললো, সব কিছু দোষই চুমু খেলেই কেটে যায় না। এই যে আমাদের নতুন ঝি মেয়েটা নতুন একটা চায়ের কাপ ভেঙে ফেলেছে, ওকে কি আমি চুমু খাবো সেজন্যে?

স্বামী উত্তর করল—আহা, বেশ তো, তোমার যদি চুমু খেতে আপত্তি থাকে, আমার কাছে পাঠিয়ে দাও না হয়। এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও বরং।

★ ★ ★

এক তরুণী বধূ ইনস্টলমেণ্টে একটা দামী নাইট গাউন কিনেছে। কিন্তু তরুণী বধূর ইনস্টলমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে না। একদিন সেই পোষাকের দোকান থেকে ভদ্রমহিলা একটি চিঠি পেলো, তাতে লেখা, আমাদের লোক যদি আপনার গা থেকে নাইট গাউনটা খুলে আনে (আপনি ইনস্টলমেন্ট বাকী ফেলেছেন বলে) তাহলে আপনার হাউসিং এস্টেটের অন্য বাসিন্দেরা কী ভাববেন?

কয়েকদিন পর পোষাক কোম্পানী ঐ ভদ্রমহিলার কাছ থেকে উত্তর পেলেন।

আমি আমাদের হাউসিং এস্টেটের সব বাসিন্দাদের আপনাদের চিঠির কথা বলেছি। তারা জানতে চেয়েছে রাতের বেলা খুলে নিলে, বাতি নেবানো থাকবে কিনা। সেটা সত্বর জানান। আর দিনেরবেলা আমার গা থেকে খুলে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আমি সাধারণত দিনেরবেলা নাইট গাউন পরিনে।

★ ★ ★

এক ভদ্রলোক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। পার্কে ভ্রমণরতা এক মহিলার আদরের কুকুর তার পা কামড়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক লেংচাতে লেংচাতে চিৎকার করতে করতে ভদ্রমহিলাকে বললেন, আপনার কুকুরটা আমায় কামড়ে দিলো, আর আপনি কিছু বলছেন না? ভদ্রমহিলা কুকুরটাকে মৃদু চাপড় দিয়ে বলে উঠলেন, টিমি, তুমি ভা-রি দুষ্টু হয়েছো (চুম্বন)। তোমাকে এজন্য আমি কঠোর সাজা দেবো (আবার চুম্বন)। তোমার বার্থ-ডে সেরিমনিতে যে সুন্দর গলার রিবনটা প্রেজেন্ট করেছি, সেটা থেকে তুমি ডিপ্রাইভড্ হবে (আরও ঘনতর চুম্বন) হ্যাঁ।

★ ★ ★ ★

একজন আবিষ্কারক মধ্য আফ্রিকায় যাবেন। খুবই বিপদজনক অ্যাডভেঞ্চার। মৃত্যু পদে পদে। সিংহ, বিষাক্ত সর্প, মানুষখেকো

লতা, নরমাংসভোজী আদিম নরনারী—কী নেই সেখানে। যাত্রাও অনেকদিনের জন্য। তিনি আর ফিরবেন কিনা কে জানে। তার বিদায় সম্বর্ধনা জানালো তার বন্ধুরা। খানাপিনা হলো। বক্তৃতা হলো। অবশেষে সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি বললেন, বন্ধুগণ আপনারা আমাকে আজ যেভাবে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন, তার উত্তরে বলছি, হাজার হাজার মাইল দূরে যেয়ে যদি আমি নরমাংসভোজীদের দ্বারা কোনদিন পরিবৃত হই, আমি সত্যি করে বলছি, আপনাদের কথাই তখন আমার মনে পড়বে।

★ ★ ★ ★

একজন দক্ষ রাজনীতিবিদের তরুণী পত্নী বললেন, দ্যাখো ডিয়ার, আমাদের নবপ্রসূত খোকা দ্যাখো কী যেন বলতে চায়।

—কী বলতে চায় ডার্লিং ?

—মনে হয় রাজনীতি বিষয়ক।

—কী করে বুঝলে ?

—কী করে আবার ! প্রথম তো শান্তভাবেই হাত পা নাড়ছিলো। কিন্তু একটু পরই মনে হলো ও যেন ভীষণ রেগে গেছে। চোখ মুখ রাগে লাল হয়ে ওঠলো। তারপরই গোঁ গোঁ করে কী যেন বললো, ঠিক তোমার মতো।

★ ★ ★ ★

কুকুরের গল্প হচ্ছিলো কয়েক বন্ধু মিলে। কার কুকুরের আভিজাত্য কী, কে কতখানি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে এইসব নিয়ে গল্প। অ্যালসেশিয়ান, ফক্সটেরিয়ার, বুলডগ্, সিলকি সিডনি, সবার গল্প।

গল্প একসময় পৌঁছুলো কার কুকুর কত বুদ্ধিমান। কার কুক্কুরী কত বুদ্ধিমতী।

এক বন্ধু বললো, শোন, আমি আমার কুকুরটা চৌদ্দবার বিক্রি করেছি। আর চৌদ্দবারই বাড়ি চিনে ফিরে এসেছে। বলতে গেলে এটাই আমার বর্তমান আয়ের সূত্র।

অপর বন্ধু বললো, শোন তাহলে আমার টিমির গপ্পো। একদিন আমার বাড়িতে আগুন ধরে গেলো। টিমি বারবার আমাকে আগুনের দিকে টানতে লাগলো। আমি বুঝতে পারিনে কিছু। হঠাৎ দেখি সেটা আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটু পরে দেখি, কী একটা

মুখে করে বেরিয়ে এলো। গায়ে কালি-টালি লাগলেও টিমি পুড়ে যায়নি। বলতে পারো কী নিয়ে এলো সে?

কেউ বললো, কোন খাবার টাবার হবে বোধহয়?

বন্ধুটি বললো, আরে না, বলতে পারলে না। টিমি একটা স্যাঁতসেঁতে তোয়ালে মোড়া আমার ফায়ার ইনসিউরেন্সের পলিসিটা মুখে করে নিয়ে বেরুলো।

★ ★ ★ ★

ক্লাসের মাস্টার মশায় (ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের)—বলতে পারো, এই পৃথিবীতে সব চাইতে ভাল লোক কে?

কপিল—আজ্ঞে স্যার, আমার বাবা।

মাস্টার মশায়—কী করে বুঝলে?

কপিল—আজ্ঞে স্যার, তিনি আমাকে না চাইতেই টফি, চকলেট দেন।

★ ★ ★ ★

কলকাতা থেকে বসিরহাট যাচ্ছে বাসটা। গতি তেমন দ্রুত নয়। জনৈক যাত্রী চটে মটে ড্রাইভারকে গিয়ে চেপে ধরলো।

—কী এর চেয়ে দ্রুত যেতে পারেন না?

—হ্যাঁ, তা পারি বৈকি! এর চেয়ে দ্রুতই আমি যেতে পারি, কিন্তু মুস্কিল কি জানেন, আমাকে যে গাড়ির সঙ্গেই যেতে হবে।

★ ★ ★ ★

স্বামী—আচ্ছা, তুমি চোখ বুজে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে রোজ রাত্তিরে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কী কর বলতো?

স্ত্রী—কী দেখি? রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে আমাকে কেমনটা দেখায়।

★ ★ ★ ★

জজ (পুরানো পকেটমারকে)—আবার তুমি এখানে এসেছো?

পুরানো পকেটমার—আজ্ঞে, হুঁজুর।

জজ—কি জন্যে এলে এখানে?

পুরনো পকেটমার—আজ্ঞে, দুজন পুলিশ আমাকে এখানে এনেছে হজুর।

জজ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আমাকে আর বলতে হবে না। সেটা আমি জানি। তা কী জন্যে আনলো? আবার পকেট মেরেছিলে বুঝি?

পুরানো পকেটমার—আজ্ঞে হ্যাঁ হুঁজুর। দুজনের পকেটই মেরেছিলুম।

★ ★ ★ ★

জজ—তুমি ফোনে কালীবাবুকে গালাগালি করেছ।

রবিবাবু—আজ্ঞে, হ্যাঁ হুঁজুর।

জজ—তুমি সেজন্য কালীবাবুর কাছে ক্ষমা চাইবে নাকি এক মাসের কয়েদ যাবে?

রবিবাবু—আজ্ঞে, আমি ক্ষমা চাইবো হুঁজুর।

জজ—ঠিক আছে। যাও টেলিফোনের কাছে যাও এবং কালীবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

রবিবাবু (টেলিফোনের কাছে যেয়ে)—কে কালীবাবু নাকি?

কালীবাবু—হ্যাঁ, আমি কালীপদ।

রবিবাবু—হ্যাঁ, আমি রবি। রবিবাবু।

কালীবাবু—ও, তা কী ব্যাপার?

রবিবাবু—আজ সকালে তোমাকে আমি মাথা গরম করে বলেছিলাম, তুমি জাহান্নামে যাও। বলেছিলাম তো?

কালীবাবু—হ্যাঁ, বলেছিলে। আমি তো সেজন্য তোমার নামে নালিশ করেছি।

রবিবাবু—তা ভালোই করেছো। তা আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে না।

★ ★ ★ ★

জজ—কি হে, শেষ পর্যন্ত তুমি সমবায়িকায় ঢুকে এক প্যাকেট ব্লেড চুরি করলে?

আসামী—আজ্ঞে, আমি দুর্বলতাবশতঃ এটা করেছি হুঁজুর।

জজ—তার মানে, তুমি সবল বোধ করলে একটা ব্যাংক পর্যন্ত হাপিস করে দিতে পারতে?

আসামী—আমি সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের লকারই ভেঙে থাকি হুঁজুর।

★ ★ ★ ★

জজ পাবলিক প্রসিকিউটরকে জিজ্ঞেস করলেন, আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ কী?

পাবলিক প্রসিকিউটর—আজ্ঞে হুঁজুর, কিডন্যাপীং-এর চার্জ।

আসামী—মিথ্যে কথা হুঁজুর। আমি একজন ওভারকোট চোর

হুঁজুর। আমি কাউকে কিডন্যাপ করিনি।

জজ (পাবলিক প্রসিকিউটরকে)—এ যা বলছে তা কি সত্য ?

পাবলিক প্রসিকিউটর—কথাটা সত্য হুঁজুর। তবে এবার ওভারকোটের ভেতর থেকে সেই লোকটাকে বের করে দিতে ভুলে গিয়েছিলো।

★ ★ ★ ★

এক ভদ্রমহিলা ইনসিওর কোম্পানীতে টেলিফোন করে বললো, দেখুন, আমি আমাদের বসতবাটির জন্য ফায়ার ইনসিওর করতে চাই। তা সেটা টেলিফোন মারফৎ করা যাবে তো ?

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, সেটা ম্যাডাম ঠিক হবে না। আমরা বরং আপনার বাড়িতে আমাদের লোক পাঠাচ্ছি। সেই সব কিছু করে আসবে।

মহিলা—তাহলে শীগগির করে পাঠান। কারণ আমার বাড়িটায় আগুন ধরে গেছে।

★ ★ ★ ★

প্রথম বন্ধু—কী করি বলতো ? যক্ষুণি আমার বউকে আদর করতে যাই সে তার আগের স্বামীর গুণাগুন শোনাতে থাকে।

দ্বিতীয় বন্ধু—কী শোনায় বলতো ?

প্রথম বন্ধু—এই, তার আগের স্বামী কেমন ছিল, কেমন করে তাকে আদর করতো, কেমন করে জড়িয়ে ধরতো, কেমন করে দীর্ঘ-চুম্বন দিতো—এই সব।

দ্বিতীয় বন্ধু—তবু তুমি আমার চেয়ে ভাল আছো। আমার স্ত্রী তার ভাবী স্বামীর গপ্পো রোজ শুনায় আমাকে। সে ছোকরা আবার আমারই একতলার ভাড়াটে।

★ ★ ★ ★

এক গর্বিত কুকুর-মালিক বললো, বুঝলে আমার কুকুরটা যা চালাক, কী বলবো ?

তার বন্ধু—কী করে বুঝলে ?

কুকুর মালিক—কী করে আর, রোজ সকালে সে দৌড়ে যায় আর মুখে করে একখানা খবরের কাগজ নিয়ে আসে।

বন্ধু—এতে কি বোঝা গেলো কুকুরটা চালাক ?

কুকুর মালিক—কেন বোঝা যাবেনা বল, কাগজটাতো আনে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে চুরি করে।

★ ★ ★ ★

মোটর মালিক—দেখুন তো আমার গাড়িটা সারাতে কত পড়বে?

মেকানিক—কেন কী হয়েছে এটার?

মোটর মালিক—তাতো বলতে পারবো না।

মেকানিক—সেক্ষেত্রে দু'হাজার টাকা লাগবে।

★ ★ ★ ★

—তুমি একটা আহাম্মক।।

—আজ্ঞে, সে তো বটেই।

—তুমি একটা উজবুগ।

—আজ্ঞে, আপনি যা বলেন।

—তুমি—তুমি একটা বদমাস।

—আজ্ঞে, আমার তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—তুমি তো আচ্ছা লোক হে, তোমাকে আহাম্মক, উজবুগ, বদমাস বলে গাল দিলুম অথচ তুমি কোন প্রতিবাদ করলে না?

—আজ্ঞে, আমার বাবা আমাকে এর চেয়েও বেশি গালগাল দেন। বলেন মহা বদমাস। মহা উজবুগ। মহা আহাম্মক।

★ ★ ★ ★

নিয়োগকর্তা—একি, তুমি তোমার চাকুরীর দরখাস্তে লিখেছো, তোমার অভিজ্ঞতা পাঁচ বছরের। অথচ তোমার এক বছরেরও অভিজ্ঞতা নেই।

চাকুরী প্রার্থী যুবক—আজ্ঞে স্যার, আপনারাই তো বিজ্ঞাপনে চেয়েছিলেন প্রার্থীকে কল্পনাপ্রবণ হতে হবে। আমি তাই কল্পনা থেকেই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি স্যার।

★ ★ ★ ★

রিপোর্টার (প্রযোজককে)—আপনার নতুন বই 'সিক্ত যৌবন' কি রকম দর্শক টানতে পারছে?

প্রযোজক—প্রথমদিন অবশ্য একজনও আসে নি। তবে দ্বিতীয় দিনে বিক্রী একটু কমেছে বলে মনে হয়।

★ ★ ★ ★

ব্যাঙ্ক ডাকাত (সঙ্গীকে)—দরজার দিকে লক্ষ্য রাখো কেউ

আসে কিনা। আমি ততক্ষণে লুঠ করা টাকাগুলো গুণে নি।

সঙ্গী—মিছিমিছি গোণার জন্যে কষ্ট করবে গুরু। কত লুঠ করলাম কাল খবরের কাগজেই বেরুবে'খন।

★ ★ ★ ★

শিক্ষক—রাজু, কাল তুমি ইস্কুলে আসনি কেন?

রাজু—আজ্ঞে স্যার, পরশুদিন আপনাকে ডাক্তারবাবুর ডিস্‌পেন্সারীতে দেখলাম। ভাবলাম, আপনি নিশ্চয়ই অসুস্থ। ভাবলাম, তা হলে কাল আপনি আর ইস্কুলে আসছেন না। তাই ভাবলাম আপনিই যখন আসছেন না, তাহলে আমি ইস্কুলে এসে কী করবো?

★ ★ ★ ★

দুজন বাপ তাদের ছেলেদের নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। দুজনের ছেলেই হোস্টেলে থেকে বি এ পড়ে।

প্রথম বাপ—আমার ছেলেটা, বুঝলেন অশোকবাবু, এমন শক্ত শক্ত ভাষায় চিঠি লেখে আমাকে, যে তার চিঠি পেলেই আমাকে ডিক্সিনারী দেখতে ছুটতে হয়।

দ্বিতীয় বাপ—তুমি ভাগ্যবান হে। আমার ছেলের চিঠি আমাকে প্রতিবারই ব্যাঙ্ক ছোটায়।

★ ★ ★

প্রথম বান্ধবী—বুঝলি, সেদিন আমার স্বামীকে হাতে নাতে ধরে ফেললাম। আমার বিছানায় শুয়ে কিনা প্রেম করছিল।

দ্বিতীয়া—কার সঙ্গে রে?

প্রথমা—কার সঙ্গে আবার! আমারই সঙ্গে। আমি ঘুমিয়ে থাকার ভান করে পড়েছিলুম তো, আর ও কিনা চুপি চুপি মুখটা এগিয়ে—। যাঃ, আর বলতে পারবোনা আমি।

★ ★ ★ ★

অফিসের ম্যানেজার বাবু—তুমি কোনদিন আলিপুর চিড়িয়াখানায় গেছ?

নতুন কর্মচারী—আজ্ঞে না স্যার।

ম্যানেজার—সে কি, দেখে এসো কত বাঁদর, কত বাঘ, কত সাপ, কত—কি!

নতুন কর্মচারী—আজ্ঞে সেতো আমি রোজ অফিসেই দেখছি স্যার।

★ ★ ★ ★

ডাক্তারবাবু (রোগীকে)—কি ? আজ কেমন আছেন ?

রোগী—আজ্ঞে ভালই। অন্য কোন উপসর্গ আর নেই কেবল কষ্ট যা নিঃশ্বাস ছাড়ার।

ডাক্তারবাবু—ঠিক আছে, ওটা আমি বন্ধ করে দেবো।

★ ★ ★ ★

প্রথম বন্ধু—সার্কাসের একটা দল সেবার আমাদের শহরে এলো। তাদের মধ্যে একজন স্ট্রং ম্যান ছিলো। সে করলো কি, একটা স্পঞ্জ এক পেয়ালা জলে ডুবিয়ে তা তুলে নিংড়ালো।

দ্বিতীয় বন্ধু—তারপর ?

প্রথম বন্ধু—তারপর দর্শকদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললে কেউ যদি আর এক ফোঁটা জল ঐ স্পঞ্জ থেকে বের করতে পারে তবে পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেবে। কিন্তু কেউ পারলো না। অবশেষে—।

দ্বিতীয় বন্ধু—অবশেষে কী ?

প্রথম বন্ধু—একজন লোক উঠে এসে ঐ স্পঞ্জ থেকে বেশ কয়েক ফোঁটা জল বের করলো। বলতে পারো কে সে ?

দ্বিতীয় বন্ধু—ইনকাম-ট্যাক্স কালেক্টর।

★ ★ ★

★ জমিদারবাবুর অভিনয় ★

দেশ বিভাগ হয়েছে কিছুদিন আগে। এক পূর্ববঙ্গীয় পয়সাওয়ালা প্রাক্তন জমিদারবাবু কলকাতায় চলে এসেছেন। বাড়ি কিনেছেন। গাড়ি কিনেছেন। এখন দরকার একটু নামধাম। বিধান সভায় দাঁড়াবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু সে পর্ব আসতে দেরী আছে।

এমনি সময় পাড়ার ছেলেরা একটা নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন

করলো। ক্লাবের অন্যতম সদস্যও নাটকের মোশন মাস্টার জমিদার-বাবুর বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়ায়। জমিদারবাবুর কাছ থেকে একটা মোটা অঙ্কের চাঁদা বাগানো দরকার।

মোশন মাস্টার জমিদারবাবুকে ধরে পড়লো।

সব শুনে জমিদারবাবু বললেন, তা কি বই নামাইবা ভাবত্যাছ?

মাস্টার—আজ্ঞে, ডি এল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত।

নাম পাগল জমিদারবাবু—হঃ, আমরাও কত থিয়াটার মিয়াটার করচি।

মোশন মাস্টার—তাই নাকি মেসোমশায়! তাহলে তো আপনি আমাদের বইতে একটা ভাল রোলে নামতে পারেন।

জমিদারবাবু—নামতে কও? তা অ্যাতো কইর‍্যা যহন কইত্যাচো তা নামতে পারি। পাঁচশ' টাহাই (টাকাই) আমার নামে চান্দা (চাঁদা) ধর। হ্যাঁ, তা কিসের পাট দিবা, আমি তো আবার আজে বাজে পাটে নামি না।

গদগদ মোশন মাস্টার—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনি তাহলে নাম ভূমিকায় নামুন। মানে চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায়।

জমিদারবাবু— হিডা আবার কিডা?

মোশন মাস্টার—আজ্ঞে, প্রথম জীবনে দাসীপুত্র হলেও পরবর্তী-কালে রাজা হয়েছিলেন।

জমিদারবাবু—কী যে কও মাস্টার। আমরা সাতপুরুষের জমিদার। ওসব দাসীর ছাওয়াল টাওয়াল হইতে পারুম না।

মোশন মাস্টার—তাহলে আপনি সেকেন্দার শাহের পার্ট করুন।

জমিদারবাবু—হিডা আবার কিডা? হিডা কি আমাগো মত জমিদার আছিল্?

মোশন মাস্টার—হ্যাঁ, তিনি মেসিডনের রাজা ছিলেন?

জমিদারবাবু—মেচিডন আবার কোন্ গেরাম? হিডা কি আমার ডাহা (ঢাকা) জিলার কাইল্যাকৈর গেরাম থিকা বর গেরাম আছিল্?

মোশন মাস্টার হাসি চেপে বললো,—হ্যাঁ, সেটা একটা রাজ্য।

[জমিদারবাবু খুশি হলেন। নাটকের মহড়া দিতে কেউ আর জমিদারবাবুকে বলতে সাহস পেলোনা। বিশেষ করে যিনি বহু নাটক করেছেন জীবনে। সর্বোপরি পাঁচ-পাচশো টাকা চাঁদা।

পঞ্চাশের দশকে সেটা কম নয়। যথা সময়ে নাটক মঞ্চস্থ হলো।]

আলেকজাণ্ডারবেশী জমিদারবাবুর প্রবেশ। সঙ্গে সেলুকাশ।

আলেকজাণ্ডার—সত্যি সেওলাখাস, বড় বিচিত্র দ্যাশ। দিনে পচণ্ড সুরস্য উইঠ্যা দিনডারে পুইড়্যা খাক কইর‍্যা ফালায়। আর রাত্তির বেলা আকাশের ফুটা দিয়া চান্দের আলু চুইক্যা সারা পিথ্থিমিডারে ময় ময় কইর‍্যা তুলে।

(আন্টিগোনাস চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে প্রবেশ করলো।)

হঃ, ব্যাপার হান কি আন্টিগণশা ?

আন্টিগোনাস—সম্রাট, এই যুবক আমাদের শিবিরের পার্শ্বে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করছিল।

আলেকজাণ্ডার—হঃ, যুবক তুমারে যদি বন্দী করি ?

চন্দ্রগুপ্ত – কী অপরাধে সম্রাট ?

আলেকজাণ্ডার—কী অপরাধে ? আমার শিবিরের আশেপাশে হন্দেহজনক ভাবে উঁকি ঝুকি মারতে আচিলা, আমার হেনাপতি আন্টিগণশা দেখতে পাইয়া ধইর‍্যা আনচে। আবার ফ্যাচর ফ্যাচর মারতাছ, কী অপরাধে সম্রাট ? আন্টিগণশা, হালারে বাইন্ধ্যা ফালাও।

চন্দ্রগুপ্ত—(তরবারী নিষ্কাশন করে) সম্রাট আমাকে হত্যা না করে বন্দী করতে পারবেন না।

আলেকজাণ্ডার—(সোল্লাসে) মচৎকার! চলৎকার! যাও পোলাডা তুমি মুক্ত। আমি এতক্ষণ নচল্লা করচিলাম মাত্র। তুমার বীরত্ব দেইখ্যা আমি মুগ্ধ হইচি, যাও। যেহানে ইচ্ছা চইল্যা যাও।

(প্রস্থান)

* বিদেশী হাসি *

॥ ১ ॥

এক ইংরেজ, এক নরওয়েজিয়ান এবং এক আমেরিকানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে প্রচণ্ড জলোচ্ছাসের জন্য যদি তাদের দেশ কখনো বিপন্ন হয় তাহলে তারা কি করবে। ইংরেজটি বলল যে, সে খবরের কাগজে লিখে এর প্রতিবাদ জানাবে।

নরওয়েজিয়ানটি বলল যে ব্যাপারটা ভেবে দেখার জন্য তার আরো সময়ের দরকার। আর আমেরিকান? সে বলল যে জলের তলে কি করে থাকতে হয় সেটা সে শিখে নেবে।

॥ ২ ॥

দুই উকিলের মধ্যে নানা কথাবার্তা হচ্ছিল। প্রথম উকিলটি বললেন জানেন স্মিথকে নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছি। তুমি তো জানোই ওর কেস'টা নিয়ে আমি কত খেটেছি—ধাপে ধাপে ওকে 'সুপ্রিম কোর্ট' পর্যন্ত নিয়ে গেছি। ওর শাস্তি অবশ্য মকুব হয়নি, দশ বছর জেল হয়েছে ওর। তা আমি আমার এত খাট্‌নির জন্য ওর কাছ থেকে মাত্র পাঁচ হাজার ডলার চেয়েছি। স্মিথ বলছে আমি নাকি খুব বেশী পারিশ্রমিক চাইছি। তুমি কি বল?

দ্বিতীয় উকিলটি উত্তর দিল—তোমার সব কথাই ঠিক। তবে কিনা এর চাইতে ঢের কম খরচে-ও ওর দশ বছর জেল হতে পারত!

॥ ৩ ॥

এক তরুণী রিসেপশনিস্ট তার বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে বিচারকের সামনে হাজির হয়েছে। বিচারক মশাই তাকে জানালেন, 'দেখ তোমার স্বামী অভিযোগ এনেছে যে তুমি তাকে ঠকিয়েছ।'

তরুণীটি উত্তর দিল—'ধর্মাবতার, একথা একেবারেই মিথ্যা। আমার স্বামী-ই বরং আমাকে ঠকিয়েছে—শহর ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে বলে আসলে তা যায় নি!

॥ ৪ ॥

টাকাটাই জীবনের শেষ কথা নয় এবং টাকাই সব-এ কথাও

বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্টক, বণ্ড, ট্রাভেলারস চেক্, ড্রাফ্ট, হুণ্ডি—এ সব জিনিষও জগতে আছে। টি ভি শ্রোতাদের একটা ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল টি ভি প্রস্তুতকারকদের তরফ থেকে। এক ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করা হল তাঁর কটি ছেলেমেয়ে। ভদ্রমহিলা খুব গর্বের সঙ্গে উত্তর দিলেন—'চারটি। তাদের বয়স দুই তিন, পাঁচ আর ছয়।'

যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনি একটু ঠাট্টাচ্ছলেই জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা ম্যাডাম, চার বছরের বাচ্চাটা বাদ গেল কেন ?

ভদ্রমহিলা একগাল হেসে উত্তর দিলেন—'সে বছরই আমরা টি ভি-টা কিনলাম যে।'

॥ ৬ ॥

ভূ-পর্যটক মশাই খুব ভয়ে ভয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে বুনো উপজাতিদের সর্দারকে বললেন—'আমি বহুদূর থেকে, সূর্যাস্তের দেশ থেকে আসছি—সেখানে রাজত্ব করেন আমাদের মহিয়সী সাদা রাণী।'

সর্দার খুব গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা মশাই, বলতে পারেন ওরা বেতার অনুষ্ঠানগুলো আরো একটু ভাল, ভদ্রস্থ করবে কিনা ?'

॥ ৭ ॥

রেডিও আবিষ্কারক মার্কনি এক দিন তাঁর এক বন্ধুকে নিজের গবেষণাগারে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সারারাত ধরে বসে বসে দুজনে মিলে বেতার তরঙ্গ এবং রেডিওর বহু দুরূহ তথ্য নিয়ে আলোচনা করলেন। শেষে ভোরবেলা যখন ওঁরা শুতে যাচ্ছেন তখন গবেষণাগারের দরজায় দাঁড়িয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে বললেন—'সারা জীবন ধরে আমি রেডিও-র ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, কিন্তু এর একটা জিনিষ আমি এখনো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না।'

ওঁর বন্ধু একটু অবিশ্বাসের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি রেডিওর ব্যাপারে বোঝ না ? তা, সেটা কি ?'

মার্কনি মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন—'এটা কাজ করে কেন ?'

★ ★ ★

টেলিভিশন জিনিষটা আমাদের জীবনে জটিলতাও বাড়িয়ে দিয়েছে কম নয়। এক ভদ্রলোক একবার কাজ থেকে ভোরবেলায় ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফিরে দেখলেন টি ভি-র সামনের টেবিলে ডিম, ময়দা মাখন

এবং অন্যান্য খাবারের উপকরণ সাজানো আছে। সেগুলোর সঙ্গে একখণ্ড কাগজে লেখা—'আমি বেরোচ্ছি। তোমার খাবার কি করে তৈরী করবে, সেটা টি ভি তে সকাল দশটায় চার নম্বর চ্যানেলে দেখানো হবে।'

॥ ৯ ॥

একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে আর্ট মিউজিয়াম দেখতে আনা হয়েছে—তারা সবাই এই প্রথমবার মিউজিয়ামে এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা ফরাসী বসবার ঘরের খুব নিখুঁত ছবি তাদের দেখানো হল। ছবিটা দেখবার পরে মাস্টার মশাই তাদের জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা, ছবিটার মধ্যে কোন্ জিনিষটা সব চাইতে তোমাদের নজরে পড়েছে?'

একটি ছোট্ট মেয়ে উত্তর দিল—'ঘরে কোন টেলিভিশন নেই।'

॥ ১০ ॥

হলিউডে এক চালবাজ অভিনেতা বন্দুকে নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যের কথা খুব বড়াই করে বলে বেড়াতেন। একবার তিনি একটা শিকারী দলের সঙ্গে গভীর জঙ্গলে গেলেন বাঘ শিকার করতে। দলের যে গাইড ছিল সে ওঁকে বলল, দেখুন আপনার কাছে বাঘ শিকার করাটা খুবই সহজ ব্যাপার হবে। বাঘের দুই চোখ রাত্রি বেলায় জ্বলে তাই। দুই জ্বলন্ত চোখের মধ্যে গুলি করলেই কেল্লা ফতে।

অগত্যা অভিনেতা মশাই তো অনেক গুলিই ছুঁড়লেন কিন্তু একটা বাঘ-ও শিকার করা তাঁর ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠল না। দলের অন্য সব লোকজনের কাছে হাসির পাত্র হয়ে উঠছেন দেখে উনি তখন সাফাই গাইলেন—আমার আসার খবর পেয়েই দেখছি বাঘগুলো চালাক হয়ে গেছে। বাঘগুলো এখন জোড়া বেঁধে চলাফেরা করছে আর দুটো বাঘই একটা করে চোখ বুঁজে রাখছে।

॥ ১১ ॥

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস হাক্সলি দৈনন্দিন জীবনে ছিলেন চরম অন্যমনস্ক প্রকৃতির। একবার লণ্ডনের ইয়ুস্টন-এ তিনি একটা জরুরী বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। ট্রেনটা 'লেট' করেছিল, কাজে কাজেই হাক্সলির খুব দেরী হয়ে গিয়েছিল। তাই হুড়মুড়িয়ে একটা ট্যাক্সিতে চড়েই তিনি নির্দেশ দিলেন—'এই যে, যত তাড়াতাড়ি পার চল।'

ট্যাক্সিটা ঝড়ের গতিতে বেশ খানিকটা চলে যাওয়ার পর হাক্সলির খেয়াল হল যে, কোথায় যেতে হবে তা তিনি জানেন না। অগত্যা তিনি ট্যাক্সি চালককে চেঁচিয়ে বললেন—'এই ড্রাইভার! আমি কোথায় যাব, তা কি তুমি জান?'

ট্যাক্সিচালক জবাব দিল—'না হুজুর, তা আমি জানি না। কিন্তু আপনার কথামত যতটা পারি, জোরে গাড়ি চালাচ্ছি।'

॥ ১২ ॥

সিনেটার থিওডোর গ্রিনের বয়স আশি পেরিয়ে গেলেও তাঁর রসবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। এবং তাই সমাজে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। একবার একটা পার্টিতে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, সে রাত্রে তিনি কটা পার্টিতে যোগ দেবেন। মিঃ গ্রিন একটা ছোট নোট বই থেকে মুখ তুলে বললেন—'ছ'টা।' তখন তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হল—'আপনি নোট বইয়ে কি দেখছেন, এরপর কখন কোথায় যাবেন?'

থিওডোর সাহেব এবার জবাব দিলেন—'না। আমি বঝতে চেষ্টা করছি আমি এখন কোথায় আছি!'

॥ ১৩ ॥

সখের শিকারী মশাই হরিণ শিকার করবার জন্য সংরক্ষিত জঙ্গলে এসেছেন, এটা তাঁর তৃতীয় সফর। স্ত্রীর গুছিয়ে দেওয়া সুটকেশটা খুলে তিনি দেখলেন, গিন্নী সব জিনিষ পরিপাটি করে সাজিয়ে দিয়েছে। তবে সব জিনিষের ওপর একটা হরিণের 'স্কেচ' এবং তার নীচে গিন্নীর হাতে লেখা একটা নোট—'তুমি যা শিকার করতে গিয়েছ, তার চেহারাটা এই রকম!'

॥ ১৪ ॥

এক পর্যটক মিচিগান লেকে নৌকা থেকে মাছ ধরছিলেন। হঠাৎ উনি দেখলেন পাশের নৌকার বুড়ো গাইডটি তার নৌকা থেকে যে ছিপটা জলে ফেলা আছে, সেটার সুতোটা মাঝখান থেকে অর্ধেকটা কেটে দিচ্ছে। পর্যটকটি অবাক হয়ে গাইডকে জিজ্ঞেস করল—'কি ব্যাপারটা কি?' বুড়ো গাইড একগাল হেসে বলল, 'বুঝলেন না কর্তা শিগগীরই কোন না কোন পর্যটক এসে এই নৌকাখানা ভাড়া করে মাছ ধরতে বেরোবেন। তারপরে নিশ্চয়ই কোন বড় মাছ টোপ গিলবে, আর তাকে নৌকায় তুলবার সময় সুতো ছিঁড়ে সে পালিয়ে

যাবে। পর্যটক মশাই দেশে ফিরে গিয়ে নানারকম রং চড়িয়ে তাঁর ধরা যে মাছটা পালিয়ে গিয়েছিল তার গল্প করবেন। আর তারপর—বুড়োর মুখে এবার ধূর্ত একটা হাসি খেলে গেল—'ঐ মাছটা ধরবার জন্য সারাজীবন ধরে প্রতিটি গ্রীষ্মে এখানে উনি বেড়াতে আসবেন।'

॥ ১৫ ॥

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন-এর এক গোয়েন্দা এক আসামীর খোঁজে একটা মফঃস্বল শহরে গিয়েছে। শহরের ছোট্ট জেলখানায় গিয়ে আধ ঘুমন্ত বুড়ো শেরিফকে গোয়েন্দাটি তার সেখানে যাবার কারণটা খুলে বলল, আর নিজের ফটোসহ পরিচয়পত্রখানা শেরিফকে দেখতে দিল। শেরিফ মশাই আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে জড়ানো গলায় বলল যে তাঁর এলাকায় কোন অপরিচিত লোক ইদানীং আসেনি। কিন্তু হঠাৎ ওঁর নজরে পড়ল গোয়েন্দার হাতের বাড়িয়ে ধরা ফটোটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে উনি সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন—'আরে, আরে, ফটোটা দিন তো, ভাল করে দেখি। আমার মনে হচ্ছে যে এই শয়তান বদমাইস গোছের চেহারার লোকটাকে আমি এদিকে কোথাও দেখেছি।'

॥ ১৬ ॥

এক সেনেটরের সেক্রেটারী তার মনিবকে জানাল—'সার, আপনার এলাকার বহু লোকই কাল রাতে আপনার বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারেনি, আপনি আসলে কি বলতে চাইছেন!'

সেনেটরটি খুব খুশী হয়ে উত্তর দিলেন—'বাঃ, বাঃ চমৎকার। বক্তৃতাটা ঐরকমভাবে লিখতে আমার পাক্কা সাতটি ঘন্টা সময় লেগেছে।'

॥ ১৭ ॥

একটি লোক দারুণ ভীতভাবে থানায় ফোন করে জানাল—'মিঃ অফিসার, একটু আগেই কোন এক আততায়ী আমার বাড়িতে ঢুকবার মুখেই অন্ধকার গলির মধ্যে আমাকে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মেরে ফেলে দিয়েছে।

থানা অফিসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে একজন কনেস্টবলকে পাঠালেন। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এল কনেস্টবলটি গোমড়া মুখে, রাগী রাগী মুখ, কপালের মধ্যেখানটা ভীষণভাবে ফুলে উঠেছে।

ফিরে এসে খুব শুকনো গলায় বলে উঠল সে—'ব্যাপারটার কিনারা করে এসেছি স্যার!'

অফিসার তো খুব খুশি হয়ে বললেন—'বাঃ, এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে এলে? তা, কি করে সমাধান করলে?'

কনেষ্টবলটি একইভাবে উত্তর দিল—'আমিও ঐ গলিতে স্প্রিং-এর হ্যাণ্ডেল দেওয়া ট্রলিটার ওপর পা দিয়েছিলাম।'

॥ ১৮ ॥

রাশিয়া থেকে একদল কৃষি প্রতিনিধি ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়েছেন। তাঁদের নেতা কারখানার এক ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করলেন তার শ্রমিকরা সপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করে। ফোরম্যান জানালেন—'চল্লিশ ঘন্টা।' রাশিয়ানটি মাথা নেড়ে অসন্তোষ জানিয়ে বললেন-হুঁঃ। আমাদের দেশে শ্রমিকদের সপ্তাহে ৭০ ঘন্টা কাজ করতে হয়।

ফোরম্যান জবাব দিলেন—'এই শ্রমিকগুলোকে দিয়ে আপনি কিছুতেই ৭০ ঘন্টা কাজ করাতে পারবেন না। হতভাগাগুলো সব কমিউনিস্ট।'

॥ ১৯ ॥

খুব নামডাকওয়ালা এক বক্সার তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে বেদম মার খাচ্ছিল। গোটা ব্যাপারটাই ওর কাছে বেশ মুস্কিলের হয়ে উঠেছিল। ওর ম্যানেজার রিং-এর ধার থেকে চেঁচিয়ে উঠল—'আরে হচ্ছেটা কি। ঘুষিগুলোকে আটকাও।'

বক্সারটি তার মার খাওয়া দুই ফাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোন-রকমে উত্তর দিল—'তা আবার তোমাকে বলতে হবে কেন? দেখতে পাচ্ছনা, ঘুষিগুলো প্রত্যেকটাই আমার শরীরে লেগেই আটকাচ্ছে?'

॥ ১০ ॥

একটা ছোট্ট আইসক্রিমের দোকানের সামনে একখানা ঝকঝকে নতুন 'ক্যাডিলাক' গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঐ এলাকার টহলদার পুলিশ সার্জেনটির গাড়িটা দেখে খুব ভাল লাগল। দোকানদারটিকে সে বলল—'বাঃ তোমার দোকানে তো এখন বেশ উঁচুদরের খদ্দেররা আসা যাওয়া করে দেখছি। গাড়িটা কার?

'ওটা আমারই'—দোকানদার উত্তর দিল।

'সার্জেন্টটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—'সে কি হে? তোমার

বানানটা কি? দন্ত স, না তালব্য শ?'

॥ ১৫ ॥

কমলবাবু পঞ্চায়েতের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর একজন বন্ধু একদিন এসে ওঁকে বললেন—'ওহে কমল, রামবাবু যে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন তা জানো?'

কমলবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'তা আর আশ্চর্যের কি! রামটা চিরকাল ধড়িবাজ বদমায়েস ধরনের—সেটা তো সবাই জানে।'

বন্ধুটি আবার বললেন—'শুধু তাই নয়। শ্যামবাবুও ভাবছেন নির্বাচনে লড়বেন।

কমলবাবু আরো ক্ষেপে গিয়ে বললেন—'ওঃ শ্যাম রাসকেলটা! ওটাও তো একই রকম ছুঁচো। ওটার আবার চরিত্র বলতেও কিছু নেই।'

এবার বন্ধুটি হেসে ফেলে বললেন—'না হে, আমি তোমার সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করছিলাম। বরং ওরা দুজনেই তোমাকে সবরকম ভাবে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন।'

কমলবাবুও এতক্ষণে একগাল হেসে বললেন—'দেখতো কাণ্ডটা, তুমি এমন সব কথাবার্তা বললে, যাতে শুধু দুজন অতি ভাল, সৎ লোকের নামে কতগুলো বাজে কথা বলতে হল আমাকে!'

॥ ১৬ ॥

দুজন বন্ধু এমন একজন নেতার সম্বন্ধে আলোচনা করছিল, যিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষণ দিয়েও ক্লান্ত হন না। এরা কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারেন না। এক বন্ধু এই বলে তার মতামত জানাল—'দেখ মানিক আমি গড়গড়িবাবুর সম্বন্ধে কি ভাবি শুনবে? ওঁর টাইফয়েড হলে হয়ত সেরে উঠবে, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ এগুলোও হয়.তো ওঁকে কাবু করতে পারবে না।

কিন্তু, ভাই, যদি হঠাৎ কোন কারণে ওঁর চোয়াল আটকে গিয়ে উনি কথা বলতে না পারেন সঙ্গে সঙ্গে দম ফেটে মারা যাবেন!'

॥ ১৭ ॥

একটি নিগ্রো ছেলে চেনা এক দোকানদারকে গিয়ে বললে—'মিঃ জোনস, আপনার টেলিফোনটা একবার ব্যবহার করতে পারি কি?'
মিঃ জোনস বললেন—'নিশ্চয়ই পার জিম। যাও, টেলিফোন কর

গিয়ে। ছেলেটি টেলিফোনে কথা বলতে শুরু করলে ওঁর কাছে এল, সে বলছে—'হ্যালো, আপনি কি ডাক্তার ব্রাউন বলছেন? আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনার কি এই গ্রীষ্মকালে আপনার বাগান দেখাশোনা করার জন্য কোন ছেলের দরকার আছে?....ও আপনি সেরকম একটি ছেলে পেয়ে গিয়েছেন? ইয়ে, মানে…

সে ছেলেটিকে দিয়ে আপনার কাজ চলবে? কাজ করতে জানে না অন্য কাউকে রাখবেন?....কি বললেন ছেলেটা বেশ ভাল আর একদম ঠিকঠাক কাজ করছে? ওকে দিয়েই চলবে? ঠিক আছে, ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু।

ছেলেটি ফোন রেখে দেওয়ার পর মিঃ জোনস ছেলেটিকে সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন—'কি হল, জিম? ইস চাকরিটা তাহলে পেলনা তুমি!'

জিম একগাল হেসে উত্তর দিল—'আরে না না। আমিই মিঃ ব্রাউন-এর কাছে কাজ করি। আমি কেমন কাজকর্ম করছি, সেটা একবার ভালভাবে জেনে নিলাম।'

॥ ১৮ ॥

বিমল আর তার বৌ পড়েছে মহা মুসকিলে। দেশ থেকে সেই যে এক জ্ঞাতি কাকা একদিন থাকবার জন্যে এসে উঠেছিলেন একমাস কেটে যাওয়ার পরেও তাঁর আর নড়বার নাম নেই। অগত্যা কর্তা গিন্নী কাকাকে ভাগানোর একটা মতলব ফাঁদলো। ওরা ঠিক করল, রাতে খেতে বসার সময় যখন মাছের ঝোল দেওয়া হবে তখন বিমল বলবে যে মাছের ঝোলটায় নুন খুব বেশি হয়েছে। তার এই কথায় তার গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলবে যে, আসলে নুন খুব কম হয়েছে। দুজনে মিলে এই কথা নিয়ে ঝগড়া করতে করতে জিজ্ঞেস করতে করতে কাকাকে জিজ্ঞেস করবে ঝোলে নুন কম না বেশি। কাকা তখন কারো পক্ষ নিয়ে কিছু বললেই অন্য পক্ষ খুব খেপে গিয়ে চেঁচামেচি করে শেষ পর্যন্ত কাকাকে পরদিনই চলে যেতে বলবে।

'প্ল্যান মাফিক', রাতের বেলা তো কর্তা গিন্নীর ঝগড়া শুরু হল। বিমল বেশ তেড়েফুঁড়ে কাকাকে জিজ্ঞেস করল—'কি কাকা, তুমি কি বলছ? নুন কম না বেশী!'

কাকা নিশ্চিন্তভাবে ভাতে ঝোল মাখতে মাখতে উত্তর দিলেন—'আমার কাছে ঝোলটার যে স্বাদ একদম ঠিকই আছে।'

॥ ১৯ ॥

একটা কোন বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে গেলে দুটি জিনিস খুবই জরুরী : প্রথমটি হচ্ছে' কাজটির সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ছকে ফেলা পরিকল্পনা থাকা ; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কাজটা করবার জন্যে হাতে খুব কম সময় থাকা।

॥ ২০ ॥

'তুমি যদি হাস, তাহলে দুনিয়া তোমার কাছে হাসবে। কিন্তু কিন্তু যদি কাঁদো, তবে একাই কাঁদবে।'

॥ ২১ ॥

তেরো বছরের জিমির ডায়েরীটা খোলা পড়ে থাকতে দেখে কৌতূহলী মা উঁকি মেরে দেখলেন, জিমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে তাতে লিখেছে, 'টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় না, সেটা সত্যি কথা, কিন্তু টাকা থাকলে অনেক বেশি জায়গায় সুখ খুঁজে বেড়ানো যায়।'

॥ ২২ ॥

ব্যাঙ্কের এক কেরানী তার গিন্নীকে ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে নানা কঠিন তথ্য বুঝিয়ে একটু বাহাদুরি দেখাতে চাইছিল। গিন্নী খানিকক্ষণ স্বামীর লম্বা চওড়া বক্তৃতা শুনে খুব ঠাণ্ডাভাবে বলে উঠলেন,—'সত্যি টম তোমার মত এমন একজন এত কম পয়সাওয়ালা লোক যে টাকা পয়সার ব্যাপারে এত বেশি কিছু জানে, সেটা সত্যি একটা আশ্চর্যের ব্যাপার তাই না ?'

॥ ২৩ ॥

চালিয়াত শ্যামল তার বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে খুব ভালবাসত। একদিন এইরকম গল্প করতে করতে সে ক্লাবে বসা এক বন্ধুকে বলল—'জানিস আমার কাছে অনন্ত নামে যে ছেলেটি আসে ওর বাবা কোটিপতি।

বন্ধুটি নীরসভাবে উত্তর দিল—আমিও আমার স্ত্রীর পতি।'

॥ ২৪ ॥

রেষ্টুরেন্টের বাজিয়েটি কিভাবে বাজাচ্ছে, সেটা এক ভদ্রলোক কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাই তিনি হেড ওয়েটারকে ডেকে বাজিয়েটি কি বাজাচ্ছে তা জেনে আসতে বললেন। ওয়েটারটি একটু পরেই ফিরে এসে একগাল হেসে ঘোষণা করল—'ও বেহালা বাজাচ্ছে, স্যার !'

॥ ২৫ ॥

কর্ণেল সাহেব বার বার করে তাঁর নিগ্রো রাঁধুনিটিকে বলে দিয়েছিলেন যে—'টার্কিটা রান্না হবে, সেটা যেন গৃহপালিত দানা খাওয়ানো পাখি হয়—কিছুতেই যেন কোন বুনো পাখি শিকার করে নিয়ে আসা না হয়। খাওয়ার সময় একটা সুন্দর ঠিকমত রান্না করা টার্কি থেকে এক টুকরো কেটেই কিন্তু কর্ণেলের মুখ থমথমে হয়ে উঠল। রাঁধুনিটিকে ডেকে তিনি হুঙ্কার করে উঠলেন—'এই যে স্যাম, তোমাকে আমি বলিনি যে আমার জন্যে যেন কোন গৃহপালিত পাখি আনা হয় ?'

স্যাম মৃদুস্বরে উত্তর দিল—'গৃহপালিত, দানা খাওয়া পাখিটাই নিয়ে এসেছি হুজুর।'

কর্ণেল আরো রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন—'তাহলে টার্কিটার ভেতর থেকে এই ছর্‌রাগুলো বেরোল কি করে, এ্যাঁ।'

স্যাম এবার এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে জানাল—'হুজুর মানে—ঐ···ঐ....ছর্‌রাগুলো আমাকে লক্ষ্য করেই ছোড়া হয়েছিল।'

॥ **সহজ কাজ নয়** ॥

জনৈক বাচ্চা ছেলে পাড়ার এক মধ্যবয়সী লোককে বলছে ঃ

ছেলে ॥ কাকু কাল পাড়াতে ফাংশান ?

লোক ॥ হ্যাঁ।

ছেলে ॥ আমাকে একটা চান্স দেবেন ?

লোক ॥ তুমি কি করবে ? তুমি গাইতে বা বাজাতে পারো নাকি ?

ছেলে ॥ না।

লো ॥ তবে ?

ছেলে ॥ দু'মিনিটের জন্য বেড়াল সেজে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দেব।

লোক ॥ বেড়ালের পোষাক পড়ে দু মিনিট ধরে মিউ মিউ করবে তো ?

ছেলে ॥ অত সোজা কাজ নয় কাকু! আমি বেড়াল সেজে সবার সামনে আস্ত একটা মাছ চিবিয়ে খেয়ে নেব।

* * *

★ উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে ★

ডাক্তারবাবু 'রক্তদান শিবিরে' কসাই...., রামদা...., পাঁঠা.... ॥
—এর মানে ??

প্রশ্ন : লালবাহাদুর শাস্ত্রী মারা যাবার আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ?

উত্তর : লালবাহাদুর ।

★ ★ ★

প্রশ্ন : কোন শহরের শেষে 'ল' যোগ করলে তার মধ্যে গরু ঢুকে যায় ?

উত্তর : গোয়া ।

★ ★ ★

প্রশ্ন : আলাউদ্দিন খিলজী কার জামাই ছিলেন ?

উত্তর : তাঁর শ্বশুরের । তাঁর খুল্লতাতের । কোন্‌টি ঠিক ?

★ ★ ★

প্রশ্ন : কি সে জিনিষ যা পুকুরে পড়লে মানুষের ক্ষতি কিন্তু

থালায় পেতে পরম আদরের। অথবা উল্টো।

উত্তর : কচুরি ও কচুরীপানা।

★ ★ ★

প্রশ্ন : কোন্ ফুটবল প্লেয়ার নামের মধ্যেই খেলে ?

উত্তর : পেলে।

★ ★ ★

প্রশ্ন : কোন পত্নীর প্রতি পতির প্রেম বেশি ?

উত্তর : উপপত্নী।

★ ★ ★

প্রশ্ন : সতী কাহাকে বলা হয় ?

উত্তর : পতিকে যিনি টপকাইয়া চলেন।

★ ★ ★

প্রশ্ন : পৃথিবীতে কে সব চাইতে বেশি অপরাধী ?

উত্তর : বিবাহিত পুরুষ।

★ ★ ★

প্রশ্ন : কোন্ দেশ সবুজ ?

উত্তর : গ্রীণল্যাণ্ড।

* * *

প্রশ্ন : কোন বাংলা খাবারের অর্ধেকটা তার ইংরেজি"।

উত্তর : তরকারি, কারি মানে তরকারি।

★ ★ ★

প্রশ্ন : কোন্ সাপে বিষ নেই ?

উত্তর : অভিশাপ।

★ ★ ★

প্রশ্ন : এমন একটা লাল জিনিষ যা প্রতিদিন কাগজ" খায় কেবল রবিবার ছাড়া কি সেটা ?

উত্তর : ডাকবাক্স।

* * *

প্রশ্ন : কোন রাজা সকলের আনন্দ বৃদ্ধি করেন ?

উত্তর : হর্ষবর্ধন ।

* * *

প্রশ্ন : সতীত্বকে আজকাল কুসংস্কার বলে কেন ?

উত্তর : কারণ পুরাণে প্রকৃত সতীরা কোন সংস্কার না মেনেই বহুভোগ্যা হয়েছেন। যেমন কুন্তী, তারা, দ্রৌপদী ইত্যাদি।

* * *

প্রশ্ন : প্রকৃত প্রেম কি ?

উত্তর : প্রেমিকা তার পূর্ব প্রেমিককে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করলেও হাসি মুখে শুনে যাওয়া।

★ ★ ★

প্রশ্ন : প্রেম কখন স্বর্গীয় হয় ?

উত্তর : প্রেমিকা যখন বর্তমান প্রেমিকের কাছে পূর্বপ্রেমিকের ভাবী পুত্রের নামকরণ করে।

★ ★ ★

প্রশ্ন : 'প্লেটনিক লাভ' কি ?

উত্তর : যে ভালবাসা মেয়েদের পক্ষে প্লে এবং সেই সঙ্গে টনিকের কাজ করে।

★ ★ ★

প্রশ্ন : হঠাৎ আঘাত করতে বারণ করে কেন ?

উত্তর : পাল্টা আঘাত করতে সময় লাগে বলে।

★ ★ ★

প্রশ্ন : নাপিতের ইংরেজী কি ?

উত্তর : Barbar (বারবার) বলছি নাপিতের ইংরেজী জানা নেই ?

★ ★ ★

প্রশ্ন : মেয়েদের পেছনে লাগলে শাস্তি হয় কেন ?

উত্তর : মেয়েরা এতে আনন্দ পায় কিন্তু পুলিশ মনে করে অন্যায়।

★ ★ ★

প্রশ্ন : পুলিশ কেন মনে করে অন্যায় ?

উত্তর : তারা পেছনে লাগতে পারে না বলে।

★ ★ ★

প্রশ্ন : বাসে আলাদা করে মেয়েদের জন্য বসার সীট থাকে কেন ?

উত্তর : মেয়েদের বসিয়ে রাখা নিরাপদ। বাসে যদি আলাদা করে বসার জায়গা না থাকতো তবে বাসে ছেলেদের বসার জায়গা থাকলেও দাঁড়ানোর আগ্রহ বাড়তো।

★ ★ ★

★ রঙ্গ-খিচুড়ী ★

একজন লোক। তিনি পেশায় শিক্ষক।

সবে পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে এসেছেন।

একদিন সকালবেলা তিনি একটি ছোট্ট বাচ্চা ছেলেকে বানান শেখাচ্ছেন।

'ব'-এ হ্রস্ব ই বি, 'ড়' আকার ড়া, আর 'ল'=মেকুর। ছেলেটি মাস্টারমশাই-এর পড়ানো অনুসারে তারস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে চলেছে।

এখন ছেলের এই চীৎকৃত পড়া তার বাবার কানে যায়। তিনি এসে মাস্টারমশাইকে সজোরে ধমক দেন :

—এই গুলান আপনে আমার পোলডারে কি শিখাইত্যাছেন কন দেহি? স্পষ্ট এইহানে লিখা রইছে বিলাই আর আপনে কিনা অরে কইত্যাছেন মেকুর! আপনে কি ছবিটাও চ্যানেন না!

★ ★ ★

তখন কোকাকোলা পানীয় সর্বপ্রথম শহরে চালু হয়েছে। খুব বেশি চল হয় নি।

তাই বিজ্ঞাপনও চলছে জোর কদমে।

মফঃস্বলের কোন একটি জায়গা।

বড় বোর্ডে বিজ্ঞাপন লাগানো রয়েছে।

বিজ্ঞাপনটি ইংরেজিতে লেখা বলাই বাহুল্য। যেহেতু তখন পানীয়টি এত বিখ্যাত হয় নি। তাই সেই মফঃস্বলের শিক্ষিত সম্প্রদায় এসে একএকটা নামকরণ করলেন।

প্রত্যেকেই যে প্রকৃত শিক্ষিত সে কথা তো প্রমাণ করতে হবে।

অতএব নামকরণ হোল :

১। ছোকাছোলা ২। ছোহাকোলা ৩। কাঁচাহোলা ৪। কোকাছোলা ৫। কাছাখোলা ৬। ছোহাছোলা।

★ ★ ★

জনৈক ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টির সময় অপর এক ভদ্রলোক ছাতা চেয়ে এনেছিলেন। অতঃপর পরদিন সেই ছাতাটি চাইতে এসেছেন তিনি :

—নৃপেনবাবু কাল যে ছাতাটি নিয়ে এলেন সেটা যদি—

—কিসের ছাতা বলুন তো?

—ঐ যে কাল বৃষ্টির সময় আপনাকে বাড়ি আসার জন্য দিলাম।

—ওঃ হো! হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা কি এক্ষুনি দরকার?

—হ্যাঁ মানে কিছু মনে করবেন না। মানে ছাতাটা আমার হলে আমি আসতামই না। ছাতাটি আমি আমার পাশের বাড়ি থেকে এনে দিয়েছিলাম। আসলে ছাতাটা আমার পাশের বাড়ির ভদ্রলোক অফিসের বসের কাছ থেকে এনেছিলেন। ছাতাটি আবার বসের শ্বশুরের। বসের শ্বশুর ছাতার জন্য ভদ্রলোক বসকে খুব তাগাদা দিচ্ছেন। কারণ বসের শ্বশুর ঐ ছাতাটা তাঁর যে বন্ধুর কাছ থেকে এনেছিলেন সেই বন্ধুর জ্যাঠামশাই ছাতাটি ফেরত চাইছেন। জ্যাঠামশাই-এর বাড়ীওয়ালা ঐ ছাতাটি তাঁর জামাই-এর কাছ থেকে দুদিনের কড়ারে এনেছিলেন। এদিকে জামাই-এর আবার সর্দির ধাত কিনা। এই বর্ষায় খুব অসুবিধে হচ্ছে। তাই বলছিলাম যে........

★ ★ ★

নতুন বিয়ে হয়েছে।

বাসি বিয়ের দিন।

জামাই ঘরে বসে আছে।

এমন সময় জনৈক এসে বললো :

—সবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

—না।

—ওরে ওদের পাঠিয়ে দে। ওই তো ওরা এসে গেছে। এস পরিচয় করিয়ে দিই। ওরে ইনি হলেন তোদের নতুন জামাইবাবু। আর এরা হচ্ছে ভবতোষ সান্যাল, মহীতোষ সান্যাল, প্রাণতোষ সান্যাল আর চিত্ততোষ সান্যাল—তোমার চার শালী।

★ ★ ★

একজনের বাড়িতে হঠাৎ কিছু আমেরিকান যুবক-যুবতী এসে হাজির হয়েছে।

ভদ্রলোক বাড়িতে একা।

স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছেন।

ভদ্রলোকের তো খুব কাহিল অবস্থা।

কারণ ছেলেমেয়েগুলো তাঁর কাছেই দুপুরের খাবার খাবেন। ভদ্রলোক তো রান্নায় যাকে বলে দ্রৌপদী।

ভদ্রলোক বাধ্য হয়েই ঢুকলেন রান্নাঘরে।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন তরকারির ঝুড়িতে রয়েছে কাড়ি মুলো আর কৌটোয় রয়েছে কেজি খানেক গুড়।

ভদ্রলোক মুলোগুলো কুচিয়ে গুড় দিয়ে ভাল করে মেখে ঐ আমেরিকানদের সামনে দিয়ে বললেন :

—বাঙালী খাবার : মুলোগুড়। আমাদের খুব প্রিয় খাবার।

আমেরিকান যুবক-যুবতীর দল দারুণ তৃপ্তি করে খাবার খেয়ে বাহবা দিতে দিতে চলে গেল।

বেশ কিছুদিন পর ঐ দলের একজন মহিলার কাছ থেকে ভদ্রলোক একটা চিঠি পেলেন। অনেক কথার মাঝে একটা খবর মহিলাটি জানিয়েছেন :

........আমি একটা খাবারের দোকান করেছি। ঐ দোকানের খাবারের মেনুতে ভারতীয় খাবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা যে খাবারের তার নাম : 'মুলোগুড়'।

★ ★ ★

স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

অবাক হবার মত ঘটনা নয়।

স্বামী-স্ত্রীরা তাই-ই ঘুমোয়।

তখন গভীর রাত।

হঠাৎ স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

ঘুম ভাঙ্গার আগে স্ত্রী স্বপ্ন দেখেছেন যে তার স্বামী অন্য একটি যুবতীকে আদর....ইত্যাদি করছেন।

ব্যস্ আর যায় কোথায়!

স্ত্রী ঘুম ভেঙ্গেই স্বামীকে পেটাতে শুরু করেছেন।

স্বামী বেচারার তো অবস্থা কাহিল।

স্বামী বারবার জিজ্ঞাসা করছেন :

—কি হয়েছে ? অমন করছো কেন ?

স্ত্রী মারতে মারতেই প্রশ্ন করছেন :

—ঐ রোগা। কালো, পাকতাড়ুয়া মার্কা পেত্নীটা কে ?

★ ★ ★

একজন ভদ্রলোক দরজির দোকানে পাঞ্জাবী তৈরী করাতে দিতে গিয়েছিলেন একটা তিন মিটার কাপড় নিয়ে।

ভদ্রলোক শুনেছিলেন যে দরজিরা কাপড় চুরি করে।

ভদ্রলোকের মাপ নেয়া হয়ে গেলে উনি জিজ্ঞাসা করলেন :

—আচ্ছা, কাপড় বাঁচবে কি ?

—অল্প বাঁচতে পারে।

—গোটা দুই রুমাল করা যাবে ?

—হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক চলে যেতে গিয়ে ভাবলেন :

'রুমাল করতে যখন দরজি আপত্তি করলো না তখন নিশ্চয়ই একটা পাজামাও হয়ে যাবে চাপ দিলে।'

ফিরে এলেন আবার দরজির দোকানে।

—আচ্ছা, যে কাপড় বাঁচবে তা দিয়ে কি একটা পাজামা হয়ে যেতে পারে ?

—সেটা কি করে হবে ?

—একটু চেষ্টা করুন না !

দরজি গুম হয়ে গেল। তখন ঐ ভদ্রলোক বললেন :

—তাহলে করে দিচ্ছেন তো ? বেশ বেশ সেই সঙ্গে কিন্তু ঐ রুমাল দুটো করতে ভুলবেন না।

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

কিন্তু ফিরে এলেন পরক্ষণেই আর একটা টুপি তৈরী করে দেবার প্রস্তাব নিয়ে কাটছাঁট কাপড় থেকে।

এইভাবে একবার করে যান আর ফিরে আসেন নতুন প্রস্তাব নিয়ে দরজির কাছে।

শেষ পর্যন্ত তিন মিটার কাপড়ে ভদ্রলোক যা যা তৈরীর ফরমাস দিলেন তা হোল—পাঞ্জাবী, পাজামা, রুমাল দুটো, টুপী, আণ্ডারপ্যান্ট, দুটো ফতুয়া।

ডেলিভারীর দিন ভদ্রলোক গেছেন দরজির দোকানে। দরজি ভদ্রলোকের ফরমায়েসী মত জিনিষ ভদ্রলোককে দিল। তবে মাপে অনেক ছোট।

যা কিনা খুব বেশী হলে পুতুলে পরতে পারে।

ভদ্রলোক রাগারাগি করলে দরজি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বললো ঃ

—তিন মিটার কাপড়ে এর চেয়ে বড় করে এতগুলো জিনিষ কোন দরজিই করতে পারবে না।

* * *

বিলিতী কাপড়—গরম পোষাকের।

এক ভদ্রলোকের আত্মীয় বাইরে থেকে পাঠিয়েছে।

সেই ভদ্রলোক কাপড় নিয়ে গেছে দরজির কাছে কোট তৈরী করবেন সেই জন্য।

দরজি ভদ্রলোকের মাপ নেবার পর কাপড়ের মাপ নিয়ে জানালো যে ঐ পরিমাণ কাপড়ে ভদ্রলোকের কোর্ট তৈরী করা যাবে না কোন মতেই।

ভদ্রলোক অগত্যা পাশের দোকানে গেলেন। পাশের দোকান সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার নিয়ে নিল।

নির্ধারিত দিনে কোট নিতে গিয়ে দেখেন তারই কাপড়ের তৈরী একটা ছোট্ট কোট গায়ে দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে খেলছে দোকানের সামনেই।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে দেখছেন দেখে দরজি বললো ঃ

আপনার কোটের কাপড়টা থেকে কিছুটা বেঁচেছিল, তাই আমার ছেলেকেও একটা করে দিলাম।

ভদ্রলোক তখন নিজের কোটটা পরে দেখলেন চমৎকার ফিট করেছে। তাঁরও কোন সমস্যা হচ্ছে না।

ফিরতি পথে আগের দোকানে গিয়ে বললেন ঃ

—আপনি কেমন দরজি মশাই ?

—কেন ?

—আপনার পাশের দোকানের দরজি আমার কাপড় থেকে আমার কোট তৈরী করেও তার ছেলের একটা কোট তৈরী করে দিল। আর আপনি কিনা বললেন আমার কোর্টই হবে না।

—আমার ছেলে ওর ছেলের থেকে বয়সে অনেক বড়। ওর

ছেলের বয়স দশ বছর আর আমার ছেলের বয়স পঁচিশ। আপনাদের দুজনের কোট আমি ঐ কাপড়ে কেমন করে তৈরী করতাম বলুন?

* * *

ছেলে অংকে শূন্য পেয়েছে।

স্বভাবতই বাবা ছেলেকে মেরে পাট করছেন।

এমন সময় ছেলের পিসীমা এসে আটকালেন:

—হ্যাঁরে অমন করে ছেলেটাকে মারছিস কেন?

—মারবে না? ছেলে অংকে শূন্য পেয়েছে জানো?

—তবে মারছিস কেন? খুব খারাপ কি করেছে? একেবারেই যে কিছুই পায়নি তা তো নয়।

* * *

ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার।

প্রয়োজনে মানুষকে চরিত্রের ছাড়পত্র (ক্যারেকটার সার্টিফিকেট) দেন পরিচিতির দৌলতে।

একটি ছেলে তার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে গেছে সেই গেজেটেড অফিসারের কাছে ছাড়পত্র নিতে।

অফিসার ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন:

—কি পড়?

—আজ্ঞে বি, এ, ফাস্ট ইয়ার।

—কোন্ কলেজ?

—বি, কে, সি, কলেজ।

—কোন্ কলেজ বললে?

—আজ্ঞে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ।

—সেকি? তুমি তো ভারী মিথ্যেবাদী হে। তোমাকে তো আমি ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দেব না।

—কেন স্যার?

—আবার জিজ্ঞাসা করছো? লজ্জা করে না? এই বললে বি, কে, সি, কলেজ আবার পরক্ষণেই বলছো ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ!

* * *

কোন একজন ভদ্রলোকের পদবী সরকার।

একদিন সে তার এক বন্ধুকে বললো:

—জানিস্ স্যার যদুনাথ সরকার আমার আপন মেসো।

—তাই নাকি ?

—যাদুকর পি, সি, সরকার আমার আপন পিসতুতো মামা।

—আচ্ছা ?

বিখ্যাত যে 'সরকার জুয়েলার্স' তার মালিক আমার বাবার আপন খুড়তুতো দাদা।

---বাবা ঃ তোরা তো বেশ বড় ফ্যামিলির লোক রে।

---তবে আর বলছি কি ? আমি এ রকম থাকি বটে কিন্ত আমাদের ফ্যামিলির খুব হাই স্ট্যাটাস।

--আচ্ছা ভারত সরকার তোদের কে হয় ?

★ ★ ★

১ম ॥ জানেন আমার ভারি ভুলো মন।

২য় ॥ কেন একথা বলছেন ?

১ম ॥ আরে কাল হয়েছে কি, আমি বাজার করতে গেছি অথচ টাকা আর ব্যাগ নিতেই ভুলে গেছি।

২য় ॥ এ আর এমন কি !

১ম ॥ তারপর পরশুদিন গিন্নীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছি, অ্যাডভান্স কাটা টিকিটটাই নিতে ভুলে গেছি।

২য় ॥ এও তেমন কিছু নয় !

১ম ॥ পরশুদিন বাড়ি ফিরে না খেয়ে শুধুমাত্র আঁচিয়ে শুয়ে পড়েছি জানেন ? আর আপনি কিনা বলছেন কিছুই নয়।

২য় ॥ কিছুই নয় মানে আমার ভুলের কাছে নস্যি।

২য় ॥ শুনি তো আপনারটা।

২য় ॥ গত পরশু আমি একটু রাত করে বাড়ি ফিরেছি। খেয়েই ফিরছিলাম। তারপর হাতের ছাতাটাকে মশারির মধ্যে পরিপাটি করে শুইয়ে দিই আমি ভেবে। আর সারা রাত দরজার কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম নিজেকে ছাতা ভেবে এত ভুল আমার।

★ ★ ★

তিনজন—বাঙালী, রাশিয়ান আর আমেরিকান—আলোচনা করছে তাদের দেশের নতুন আবিষ্কার বিষয়ে।

আমেরিকান ॥ আমাদের দেশে এক ধরনের রকেট আবিষ্কার হয়েছে যা একদম বায়ুমণ্ডলে ঘেঁষে যায়।

রাশিয়ান ॥ তাহলে তো আগুন লেগে যাবে ঘর্ষণে।

আমেরিকান ॥ ঠিক বায়ুমণ্ডলে ঘেঁষে নয়, দু আঙুল নীচে দিয়ে।

রাশিয়ান ॥ তাই বলুন।

আমেরিকান ॥ আপনাদের দেশের নতুন আবিষ্কার বিষয়ে কিছু বলুন।

রাশিয়ান ॥ রকেটে নতুন কিছু আবিষ্কার হয়নি বটে। তবে আমাদের দেশে একটা নতুন ধরনের সাবমেরিন আবিষ্কার হয়েছে যা একেবারে মাটি ঘেঁষে যায়।

আমেরিকান ॥ সেকি তাহলে তো সাবমেরিন আটকে যাবে।

রাশিয়ান ॥ ঠিক মাটি ঘেঁষে নয়। দু' আঙুল ওপর দিয়ে।

আমেরিকান ॥ এবার আপনি ভারতবর্ষের নতুন আবিষ্কার বিষয় কিছু বলুন।

বাঙালী ॥ দেখুন ভারতবর্ষে ব্যাকওয়ার্ড দেশ। সেখানে নতুন আবিষ্কার কিছু করতে পারিনি বটে। তবে আমাদের দেশে বর্তমানে একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটছে।

উভয়ে ॥ কি?

বাঙালী ॥ সবাই নাক দিয়ে খাচ্ছে।

উভয়ে ॥ বলেন কি? এও কিসম্ভব?

বাঙালী ॥ ঠিক নাক দিয়ে নয়। দু আঙল নীচ দিয়ে।

★ ★ ★

কোন সার্কাসে একটা বাচ্চা বানর দুর্দান্ত খেলা দেখাচ্ছে। সব চাইতে ভাল খেলা সেই দেখাচ্ছে। দর্শকেরা খুব খুশি।

ভীষণ আনন্দ পাচ্ছে দর্শকেরা। কিছুতেই বানরটাকে ছাড়তে চাইছে না। বানরও খেলাই দেখিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে অনেক খেলা বাকি রয়ে গেছে।

হঠাৎ দেখা গেল একটা গোদা বানর সার্কাসের মধ্যে ঢুকে বাচ্চা বানরটিকে কান ধরে হিঁচড়ে টানতে টানতে নিয়ে তাঁবুর মধ্যে চলে গেল।

দর্শকেরা খুব অসন্তুষ্ট।

তখন ম্যানেজার দর্শকদের সামনে এসে কড়জোড়ে বললো?

—দেখুন আপনারা উত্তেজিত হবেন না। আমাদের কোন দোষ নেই। যে ছোট বানরটা খেলা দেখাচ্ছিল ঐ গোদা বানরটা

তার বাবা। আসলে গোদা বানরের মানে বাচ্চা বানরটির বাবার ইচ্ছে নেই যে সে সার্কাসে খেলা দেখাক। এতে বাবার প্রেস্টিজ থাকে না। আমরা কি করবো বলুন? বাবা না চাইলে নাবালক ছেলেকে দিয়ে খেলা দেখাতে পারি?

★ ★ ★

★ মাতাল ও রঙ্গরস ★

॥ "মদ খাওয়া বড় দায়" ॥

জনৈক মাতাল।

প্রতিদিন গভীর রাতে বাড়ি ফেরে। বলা-বাহুল্য মত্ত অবস্থায়।

ফলস্বরূপ প্রতিদিনই তাকে বাড়ির লোকেরা রাস্তার ডেন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

একদিন মাতালটি বাড়ি থেকে ফিরছে রাস্তার ধার ঘেঁষে। বেশ রাত হয়েছে। পথে লোকজন নেই।

মাতালটির পেছনে একটিমাত্র লোক ছিল।

সে মাতালকে বললো:

—এ কি মশাই রাস্তার অত ধার ঘেঁষে হাঁটছেন কেন? ড্রেনে পড়ে যাবেন যে। সরে আসুন।

—আপনি জানেন না মশায় এ পাড়ার ব্যাপার-স্যাপার।

—কেন?

—আমি যখন প্রতিদিন সকালে বের হই তখন ড্রেনটা ঠিক রাস্তার পাশেই থাকে। কিন্তু রাত্রে যখন বাড়ি ফিরি তখন ড্রেনটা এসে দাঁড়ায় রাস্তার মাঝে। তাই আমি ড্রেনকে ফাঁকি দেবার জন্যই ধার দিয়ে হাঁটছি। দেখি আমার বুদ্ধি বেশি না মিউনিসিপ্যালিটির বুদ্ধি বেশি।

* * *

স্ত্রী (স্বামীকে)॥ কি গো তুমি অমন মনমরা কেন?

স্বামী॥ মনের খোরাক যে নেই গিন্নী!

স্ত্রী ॥ এই সন্ধ্যেবেলা আবার মনের খোরাক কি ?
স্বামী ॥ সে তুমি বুঝবে না।
স্ত্রী ॥ বুঝিয়ে বললেই বুঝবো।
স্বামী ॥ যদি অভয় দাও তো বলি আমার শুভেচ্ছা কি ? এক পোয়া সোডার জলে বাকি তিন পোয়া হুইস্কি।

* * *

প্রথম মাতাল ॥ মাঝে মাঝে মন শালা খুব খারাপ হয়।
২য় „ ॥ কেন ?
১ম „ ॥ সে কারণ আছে। তখন কি মনে হয় জানিস ?
২য় „ ॥ কি ?
১ম „ ॥ মনে হয় শালা দুনিয়াটা কিনে নিই।
২য় „ ॥ কিনবি কেমন করে ?
১ম „ ॥ কেন ?
২য় „ ॥ আমি শালা বেচলে তারপর তো কিনবি ! আপাতত আমার বেচার ইচ্ছে নেই। পয়সার টান পড়লে দেখা যাবে।

★ ★ ★

জনৈক মাতাল (প্রেমিকাকে) ॥ জয়া তোমাকে আমি চাই।
জয়া ॥ তাহলে তোমাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।
মাতাল (জড়ানো গলায়) কি ত্যাগ বল ? আমি তোমার জন্য সব করতে রাজি আছি।
জয়া ॥ তোমাকে মদ খাওয়া ত্যাগ করতে হবে। আমি ওই গন্ধটা একদম সহ্য করতে পারি না।
মাতাল ॥ কি বলছো তুমি জয়া ? এত সামান্য ত্যাগ করে তোমাকে আমি ছোট করতে পারবো না। আমি আরো বড় ত্যাগ করবো। আমি তোমাকেই ত্যাগ করবো।

★ ★ ★

পানশালায় দুই মাতালের কথোপকথন ঃ
১ম ॥ কাল রাজীব গান্ধী এসেছিল আমার কাছে।
২য় ॥ কখন বলতো ?
১ম ॥ এই তো এখান থেকে যাবার পর।

২য় (হেসে) ॥ ও তাহলে আমি জাগিয়ে দেবার পরই তোর কাছে গেছে।

★ ★ ★ ★

রাত্রিবেলা পথচারীকে জনৈক মাতাল :

মাতাল ॥ এই যে দাদা, চার নম্বর বাড়িটা কোথায় বলবেন ?

পথচারী ॥ এই তো ! আপনি চার নম্বর বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

মাতাল ॥ ও। তাহলে আপনি একটু দরজার সামনে দাঁড়াবেন একটু দয়া করে ?

পথচারী ॥ কেন বলুন তো ?

মাতাল ॥ মানে, আমি এই যে এই মানে পান টান করি তো, আমার স্ত্রী একদম পছন্দ করেন না। তাই আমি ডাকলেই ও আমার নেশা কাটানোর জন্য ঝাঁটা হাতে এসে দরজা খুলে আমার ওপর আক্রমণ করেন। তাই বলছিলাম যে আপনি সামনে থাকলে ঝড়টা আপনার ওপর দিয়েই যেত। আমি সেই ফাঁকে ঘরে ঢুকে পড়তাম।

★ ★ ★

স্ত্রী তার মাতাল স্বামীকে :

স্ত্রী ॥ আজও তুমি ওইসব ছাই পাঁশ গিলে এসেছ ?

স্বামী ॥ বিশ্বাস কর আজ খাইনি।

স্ত্রী ॥ মুখ দিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে, তবু বলছো খাইনি ?

স্বামী ॥ গন্ধ তো বেরোবেই।

স্ত্রী ॥ কেন ?

স্বামী ॥ অমলটার জন্য।

স্ত্রী ॥ অমল কি করলো ?

স্বামী ॥ আরে অমলটা এত বুদ্ধু যে আমার সঙ্গে বাজী ধরলো যে এক বোতল হুইস্কি নাকি নির্জলা কেউ সহ্য করতে পারে না। বাধ্য হয়ে বোতলটা শেষ করে দেখিয়ে দিলাম ও কতবড় মিথ্যেবাদী।

★ ★ ★ ★

রাস্তার মাঝে দুই মাতাল হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় পুলিশ এসে তাদের বললো :

—কি ব্যাপার আপনারা এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন ?

দুজনেই চুপ।

—আশ্চর্য ! বাড়ি যান। রাত অনেক হয়েছে।

দুজনের সাড়া নেই।

—মহা মুশকিল তো! কোন কথা বলছেন না কেন ? আপনারা কি বোবা।

দুজনের উত্তর :

—আজ্ঞে না।

—তবে ?

—আজ্ঞে, United we stand, divided we fall. ধরাধরি করে আছি বলেই দাঁড়িয়ে আছি। যে মুহূর্তে ছেড়ে দেব অমনি গড়িয়ে মাটিতে পড়বো।

★ ★ ★

এক মদ্যপ ড্রাইভার মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর জন্য অ্যাকসিডেন্ট করেছে। তাকে থানায় নিয়ে আসার পর পুলিশ অফিসার তাকে বললো :

—জানেন আপনাদের মত দায়িত্বজ্ঞানহীন ড্রাইভিং-এর জন্য শহরে কত অনিষ্ট হচ্ছে।

মদ্যপটি চুপ।

—জানেন শহরে শতকরা দশটি দুর্ঘটনার জন্য মাতাল ড্রাইভাররা দায়ী ?

—তাহলে স্যার আপনারা চোখ বুঁজে আছেন কি করে ?

মানে, বাকি শতকরা নব্বুইটি দুর্ঘটনা যখন হচ্ছে মদ না খেয়ে গাড়ি চালানো বন্ধ করে দিচ্ছেন না কেন ?

★ ★ ★

কোন পার্টিতে বেশ হৈ-হু ল্লোড় চলছে।

এর মাঝে একজন ভদ্রলোক নাচ-গানে-পানে সমান তালে অংশগ্রহণ করে চলেছেন।

ভদ্রলোকের স্ত্রী খুবই রক্ষণশীল মহিলা।

তিনি দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর মনে মনে গজরাচ্ছেন, কিছুক্ষণ পর পার্টি ভেঙেছে।

স্বামী তার স্ত্রীকে খুঁজছেন।

কোথাও না পেয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে এসে বললেন একেবারে গলা জড়িয়ে ধরেই ঃ

—শুনছো ? চলো আমরা বাড়ি লাই। পার্টি শেষ।

স্ত্রী তো রেগে কাঁই।

এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

–না। কখনোই নয়।

ভদ্রলোক তখন কাঁচুমাচু হয়ে তার স্ত্রীকে বললেন ঃ

দেখুন, মাফ করবেন। আপনি অনেকটা আমার স্ত্রীর মত দেখতে তো। একদম বুঝতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না।

ভদ্রমহিলা এবার রেগে আগুন।

—অসভ্য, বদমাস কোথাকার ! মাতাল হয়ে আমার মুখ পোড়াতে লজ্জা করেনা তোমার ? পাথর দিয়ে মুখটা ছেঁচে দিলে আমার শান্তি হয় !

—কি আশ্চর্য !

—আশ্চর্যের আব্দার কি ?

—আপনি শুধু আমার স্ত্রীর মত দেখতেই নন। কথাবার্তাও অবিকল আমার স্ত্রীর মত।

★ ★ ★ ★

পানশালায় বসা দুই মাতাল ঃ

১ম ।। হ্যাঁরে ক' বোতল হোল ?

২য় ।। দু বোতল। তোর ?

১ম ।। তিন প্রায় শেষ হতে চললো।

২য় ।। আর খাসনে। বাড়ি ফিরতে হবে না ?

১ম ।। ফুঃ ! এ আর কি খাই ! এর থেকে অনেক বেশি খেতে পারি। কিন্তু তুই আর মদ খাস না।

২য় ।। কেন ?

১ম ।। তোকে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

★ ★ ★

কোন এক পার্টিতে ঃ

জনৈক মহিলার পায়ের কাছে বসে পড়লো একটা মাতাল। তারপর অতি বিনয়ের সঙ্গে বললো ঃ

—জানেন, মদ খেলে আপনাকে আমার ভারী সুন্দর লাগে।
মহিলাটি তো অবাক। তিনি বিস্ময় সহকারে বললেন :

—কিন্তু আমি তো মদ খাইনি।

—না, না, আপনি মদ খেয়েছেন তা বলছি না।

—তবে।

—আমি মদ খাচ্ছি। তাই আপনাকে সুন্দর দেখছি।

★ ★ ★

কোন পানশালায় :

১ম ॥ আর খাসনি, মারা পড়বি।

২য় ॥ এত কমে?

১ম ॥ এ নিয়ে কত পেগ হল বল তো?

২য় ॥ মোটে দশ পেগ।

১ম ॥ আমি তোর আগে থেকে মদ খাই অথচ আমি আজও ছ পেগের বেশি উঠতে পারিনা। ওদিকে তুই দশ পেগ মেরে আরো খাবার তালে আছিস। আমিই তোকে মদ খাওয়া শেখালাম আর তুই আমাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিস?

২য় ॥ এ আমার 'গুরু দক্ষিণা'।

★ ★ ★

একজন মাতাল ভদ্রলোক সাধারণত গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন। সেদিন কি কারণে তাড়াতাড়ি ফিরছিলেন।

যথারীতি মত্ত ছিলেন।

তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় কম।

পথে একজন পরিচিত লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন :

—এই যে অবনীশবাবু ভাল আছেন? আপনার চেহারা তো একদম বদলে গেছে। আগে কত রোগা ছিলেন। এখন রীতিমত ভাল স্বাস্থ্য! আগে কত কালো ছিলেন! আর এখন কি ফর্সা। আগে মাথায় টাক ছিল। এখন তো দেখছি মাথা ভর্তি চুল! ভালো, ভালো। তবে পাল্টে গেছেন কিন্তু খুব!

ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বললেন :

—কিন্তু আমার নাম অবনীশ নয়। আমার নাম তো হরিপদ।

—সে কি নামটা পর্যন্ত পাল্টে ফেলেছেন!

★ ★ ★

জনৈক মাতাল বাড়ি ফিরে ছেলেকে বললো :
—এক টাকার কচুরি নিয়ে আয় তো ভাইটি।
স্ত্রী ঝংকার দিয়ে উঠলো :
—তুমি কি সব কাণ্ডজ্ঞান জলাঞ্জলি দিয়েছ ?
—কেন ?
নিজের ছেলেকে ভাই বলছো ?
—কিছু মনে করবেন না মা জননী। মাতালের কি আবার কাণ্ডজ্ঞান থাকে ? আপনি তো মা এসব খান না তাই বুঝবেন না।

★ ★ ★

জনৈক ভদ্রলোক মদ খেয়ে বেশ রাত করে বাড়ি ফেরেন। সেদিন হয়েছে কি, কি একটা কারণে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছেন অফিস থেকে।

কিন্তু দুপুরেই একবারে ঢুকে বেশ কয়েক পেগ সেঁটে এসেছেন তড়িঘড়ি।

তো যাই হোক, বাড়ি ফিরে কড়া নেড়েছেন যথারীতি। এদিকে চাকর ভেবেছে অন্য লোক।

কারণ এত তাড়াতাড়ি তো গৃহকর্তা ফেরেন না।
তাই চাকর বলেছে :
—বাবু বাড়ি নেই। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা।
—ঠিক আছে, আমি না হয় রাত দশটা নাগাদই আসবো। বলে ভদ্রলোক বাড়ির দরজা থেকে রাস্তার দিকে ফিরলেন।

★ ★ ★

একজন ভদ্রলোক অত্যাধিক মদ্যপানের ফলে পরদিন সকালে সকালে ঘুম ভাঙার পরও তাঁর ঘোর কাটেনি। অভ্যাসমত স্ত্রীর দেয়া ব্যাগ হাতে বাজারে বেরিয়েছেন। পথের মাঝখানে একজন পরিচিতের সঙ্গে দেখা হতে তিনি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন :
—শুনেছেন বিলাসবাবু ?
—আপনার বন্ধু প্রণববাবু নাকি পুরো পাগল হয়ে গেছে ?
—তাই নাকি ?
—তিনি নাকি একলা একলা কথা বলেন ?
—বলতে পারবো না। কারণ আমি যখন প্রণবের কাছে যাই

তখন তো আর ও একলা থাকে না। আর ও যখন একলা থাকে তখন তো আমি নেই। সুতরাং ও একা একা কথা বলে কিনা কি করে বলবো বলুন?

★ ★ ★

কোন এক বরযাত্রীদের বাসে একজন দারুণ মদ্যপান করে বিয়েতে যাচ্ছেন।

গালে ভর্তি দাঁড়ি।

তাকে দেখে অপর একজনের প্রশ্ন :

—এই বিয়ের দিনে, তুমি বরযাত্রী, মদ না হয় খেয়েছো। ঠিক আছে। তাই বলে দাঁড়িটা কামাবো না?

—অ্যাঁ? দাঁড়ি কামাইনি বুঝি? আমি কিন্তু দাঁড়ি কামাতে বসেছিলাম বের হবার আগে। আসলে একটা আয়নায় তো আমরা অনেকে দাঁড়ি কামাই। কি জানি বোধহয় ভুল করে অন্য কারো দাঁড়ি কেটে দিয়েছি।

★ ★ ★

জনৈক ভদ্রলোককে হরিপদবাবু নামে অপর একজন ভদ্রলোক নেমন্তন্ন করেছিলেন তাঁর মেয়ের বিয়েতে।

প্রথম ভদ্রলোকের মদ্যপানের অভ্যাস ছিল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন সময়ই মদ্যপান না করে থাকতে পারতেন না তিনি।

যাই হোক, বিয়ের নেমন্তনে মদ্যপ ভদ্রলোক তো যেতে পারেন নি।

পরদিন শ্যামলবাবু নামে পাড়ার অন্য একজনের সঙ্গে দেখা হতে তিনি শ্যামলবাবুর হাত ধরে কড়জোরে অনুরোধ করে বললেন :

—হরিপদবাবু, কিছু মনে করবেন না। নেমন্তন্নের কথা একদম ভুলে গেছি। তাতে কি? নেমন্তন্নটা তো বড় কথা নয়। আপনাকে যে মনে আছে এবং থাকবে এই যথেষ্ট।

★ ★ ★

ভদ্রলোক ভারী মদ্যপ।

এক বিয়ের নেমন্তন্নে বন্ধুবান্ধব সবাই বার বার করে নিষেধ করেছে যাতে উনি না যান।

সবাই-এর ভয় পাছে কিছু করে বসেন।

ভদ্রলোক কারো কথা না মেনে একটা ইমিটেশন জড়োনার সেট কিনে উপহার হাতে করে গেছেন।

ভদ্রলোক নিশ্চিত যে অত সহজে তিনি বিচ্যুত হন না। মদ খেয়ে তাঁর চিত্ত-বিভ্রম কখনো ঘটে না।

যাই হোক, বিয়ে বাড়ি গিয়ে কন্যাকর্তার হাতে জড়োয়ার সেটটি তুলে দিয়ে বললেন ঃ

—আপনার মেয়েকে দেবেন।

—এ কি? এত দামী জিনিষ দিলেন কেন?

—তাতে কি আছে?

—আমার ভীষণ লজ্জা হচ্ছে। এর যে অনেক দাম।

—দশ হাজার।

—অবিশ্বাস।

—লজ্জা পাচ্ছেন। ঠিক আছে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিন। তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে। টাকাটা ক্যাশ দেবেন। কাল মদ খাওয়ার টাকা নেই কিনা।

★ ★ ★

এক পানশালায় ম্যানেজার ও জনৈক মাতাল খদ্দের ঃ

ম্যানে ॥ আর এক পাত্তরও পয়সা না দিলে পাবেন না।

মাতাল ॥ আমি আপনার বাঁধা কাষ্টমার।

ম্যানে ॥ তাতে কি?

মাতাল ॥ তার একটা দাবি নেই?

ম্যানে ॥ কিসের দাবি? আপনি অন্য কোথাও গিয়ে বাঁধা থাকুন আমার কোন আপত্তি নেই।

মাতাল ॥ বেশ ঠিক আছে। এই নিন টাকা।

ম্যানে। ঐ ধারে গিয়ে বসুন। বেয়ারা সার্ভ করে আসছে।

মাতাল। কেন ধারে কেন? মাল নেবার সময় নগদ আর বসবার বেলায় ধারে?

★ ★ ★

কোন পানশালায় জনৈক ভদ্রলোক সাত পেগ মদ্যপান করার পর বেয়ারাকে অষ্টম পেগের জন্য অর্ডার দেয়। এখন তালেগোলে বেয়ারা মিনিট পনেরো দেরী করে ফেলে।

তারপর হন্তদন্ত হয়ে মাফ চেয়ে পেগ সার্ভ করে। তখন ভদ্রলোক বললেন ঃ

—ভাই, তোমাকেই অর্ডারটা দিয়েছিলাম ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি ঠিক জানো তো ?

—নিশ্চয়ই ।

—হবেও বা। যখন অর্ডার দিয়েছিলাম তখন তুমি কত ছোট ছিলে এখন কত বড় হয়ে গেছ।

★ ★ ★

জনৈক মাতাল প্রতিদিন গভীর রাতে বেহুঁস হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

কিন্তু প্রচণ্ড মশা।

ঘুম হবে কি করে ?

মশারী খাটানোর কথা তো মনেই থাকে না।

একদিন ঘরে ঢুকে তার চাকর দেখে যে খাটে পরিপাটি করে বিছানা সাজানো রয়েছে। একটা পাশবালিশকে চাদর চাপা দিয়ে মানুষের মত করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

তার বাবু গুটিসুটি মেরে মাটিতে শুয়ে আছে।

চাকর খুবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

—ও কি বাবু ? বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন। ওভাবে শুয়ে আছেন কেন ?

—চুপ, চুপ। শুনতে পাবে।

—কে শুনবে ? কি শুনবে ?

—দুর ব্যাটা, মশারা শুনে ফেলবে যে। ব্যাটারা প্রতিদিন বিছানায় এসে আমার রক্ত খেয়ে যায়। আজকে তাই মানুষের মত একজনকে সাজিয়ে রেখেছি মাশাকে বোকা বানানোর জন্য। আমার সঙ্গে চালাকি ! কত খাবি খা বালিশের রক্ত। আমার পেছনে লাগা।

★ ★ ★

কোন পানশালায় জনৈক মদ্যপ মদ্যপান করতে আসে সকলের আগে, পানশালা খুলতেই।

যায় কিন্তু সবার শেষে।

কাউকে বিরক্ত করে না।

শুধু পেগের পর পেগ নিঃশেষ করে চলেন।

একদিন জনৈক সহপায়ী পানাসক্ত তাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

—আপনি প্রতিদিন সবার আগে আসেন আর যান সবার শেষে—কিসের ? দুঃখ আপনার ?

—দুঃখ কিচ্ছু নয়। আমি শুধু এই কথাটি মেনে চলি, বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দেন। তাতে লেখা রয়েছে বড় বড় অক্ষরে :

খেতেই হবে আজও জানি
ঝাঁটা পেটা বৌয়ের হাতে।
মিছেই কেন বাইরে বাড়ি
বরং থাকি সুরার সাথে।

★ ★ ★

বাসে একটি লোক মানে ধোপ দুরস্ত পোশাক পড়া লোক—অর্থাৎ ভদ্রলোক যথেষ্ট মদ্যপান করে উঠেছে। অবশ্য কাউকে বিরক্ত করেনি।

লেডিস সিটের পিছনে বসে আছে চুপটি করে।

চোখ বন্ধ।

সম্ভবত ঘুমোচ্ছে।

সামনের সীটে দুটি যুবতী বসেছিল।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গানের ছাত্রী। একটি গানের তাল নিয়ে দুজনের মধ্যে বেশ জোর বচসা হচ্ছিল।

নামটি 'আড়া-চৌতাল' একজনের মতে।

অপরজনের মতে শুধু 'চৌতাল'।

তর্ক যখন বেশ জমে উঠেছে তখন পেছনের নেশারু ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো :

—আপনারা দুজনেই ঠিক তবে আমি কিন্তু 'মাতাল'।

★ ★ ★

একদিন এক মদ্যপ এত মদ খেয়েছে যে বাড়ি ফেরার সময় আর নিজেকে সামলাতে না পেরে রাস্তার মধ্যে বেহুঁস হয়ে পড়ে গেছে। এমন সময় এল ঘোর বৃষ্টি। বৃষ্টি থামার একটু পরে একজন কনষ্টেবল ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় লোকটাকে দেখতে পেয়ে ঘাড় ধরে তুলে বললো :

—ব্যাটা ছেলে মদ খেয়ে পড়ে আছো লজ্জা করে না ? চল্ ব্যাটা থানায় চল।

—চলুন। আপনারা দেশের কর্তা। কিন্তু কর্তাবাবু যে ব্যাটা অজ্ঞান হয়ে থাকার সুযোগে আমায় পেচ্ছাব করে ভিজিয়ে গেল সে ব্যাটাকে ধরবেন না। এদিকে তো শুনি আপনাদের আইনে নাকি রাস্তায় পেচ্ছাব করা বেআইনী !!

★ ★ ★

জনৈক পানাসক্ত ব্যক্তিকে একজন সাধু ব্যক্তি ঃ

সাধু ॥ কেন এসব ছাইপাঁস খাও বলতো? কি পাও এর থেকে? এর চাইতে ঈশ্বর সাধনা কর দেখবে অনেক শান্তি।

মাতাল ॥ আপনি ঈশ্বর সাধনায় কি আনন্দ পান?

সাধু ॥ সে তোমাকে বোঝাতে পারবো না। কেবলমাত্র ঈশ্বর সাধনাতেই বোঝা যায় এতে কি আনন্দ।

মাতাল ॥ ঠিক তাই। আমিও এই কথাটাই বলতে চাইছি। আপনি ঈশ্বর সাধনা ছেড়ে দিয়ে মাতাল হলেই কেবল বুঝতে পারবেন মাতাল হবার কি আনন্দ।

★ ★ ★

জনৈক মাতাল প্রতিদিন একটা দোকান থেকে পান খেয়ে যেত। মদ খাবার সঙ্গে সঙ্গে পান খাওয়াও তার নেশা ছিল। একদিন পান-ওয়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

—আচ্ছা, মদ খেয়ে পান খেলে কি মদের গন্ধ চলে যায়? আমার তো মনে হয় না।

—কে বলেছে তোমায় যে আমি মদের গন্ধ ঢাকার জন্য আমি পান খাই?

—কেউ বলেনি। অনেকেই তো তাই খায়।

—আমি মোটেই সেজন্য পান খাই না। আমি পানের গন্ধ ঢাকবার জন্য মদ খাই। কারণ পান খাওয়া আমার নেশা। এদিকে বৌয়ের আবার পানের গন্ধ সহ্য হয় না। মদের গন্ধটাই তার বরাবরের অভ্যেস। বৌয়ের আগের সব প্রেমিকরাই মদ খেত। আমিই একমাত্র পান খাই। তাই সারাদিন পান খাবার পর বাড়িতে ফিরে মদের বোতল নিয়ে বসি।

★ ★ ★

একজন পানাসক্ত মহিলা আদালতে আনা হয়েছে। বিচারক তাকে বললেন :

—তোমাকে এজাহার দিতে হবে।

—আবার এজাহার দিতে হবে?

—কেন এর আগেও এজাহার দিয়েছো নাকি?

—অনেকবার।

—সেকি?

—যে কনস্টেবলটা আমায় ধরলো সে একবার এজাহার নিল।

—কনস্টেবল?

—যে থানায় ছিলাম তার বড় দারোগাবাবু, ছোট বাবু দুজনেই এবেলা-ওবেলা-দুবেলা এজাহার নিল। তারপর দারোয়ান এজাহার নিল।

—দারোয়ান এজাহার নিল?

—কোর্টে আসার পর উকীলবাবু এজাহার নিল।

—উকিলবাবুও নিল?

—উকিলবাবুর মহরিও আজ সকালেই একবার এজাহার নিল। কিছুক্ষণ আগে।

—মহুরী এজাহার নিল?

—তবে আর বলছি কি? অবশ্য এরা সবাই আমাকে এক বোতল করে মদ দিয়েছে এজাহার দেবার জন্য। কিন্তু আমারও তো শরীর, এই তিনদিন ধরে এতজনের কাছে এজাহার দিতে দিতে আমি ক্লান্ত। আপনাকে আমি এজাহার দেব না বলছি না। আজকের দিনটা ছেড়ে দিন। সবাই এজাহার নিল আপনিই বা বাদ থাকেন কেন। আপনি জজসাহেব আপনাকে এক বোতল মদ দিতে হবে না। আপনি এমনিই এজাহার নেবেন। তবে আজ নয় কাল। শরীরটা একটু সুস্থ হোক।

★ ★ ★

জনৈক মাতাল ও সাধারণ লোকের কথোপকথন :

সাঃ লোক ॥ কি করে মদ খেয়ে থাকতে পারেন বলুন তো?

মাতাল ॥ আপনি যেভাবে মদ না খেয়ে থাকতে পারেন।

সাঃ লোক ॥ বেশ না হয় খেলেন। কিন্তু পরিমাণমত খেতে পারেন না?

মাতাল ॥ আমার পরিমাণ যে কতটা সেটা বুঝতেই তো প্রতিদিন মদ্যপানের পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে।

সাঃ লোক ॥ সে না হয় হোল। কিন্তু মদ খেয়ে মাতাল হন কেন বলুন তো ?

মাতাল (রেগে) ॥ মদ খেলে মাতাল হয় না কোন শালা ? যে মদ খেয়ে মাতাল হয় না, হয় সে মদের বদলে জল খায় নয়তো মদ না খেয়ে মিথ্যে কথা বলে।

★ ★ ★

একজন ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে।

আসলে সে ড্রাইভার নয়, তার নিজের গাড়ি।

বাড়িতে ফিরছে তার বন্ধুকে পাশে বসিয়ে কোন এক পার্টি থেকে মত্ত অবস্থায়।

বেহেড মাতাল নয় তবে যা টেনেছে তাতে পারিপার্শ্বিকতা গুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

বৃষ্টি পড়ছে ঝম্‌ঝম্ করে।

গাড়ির ওয়াইপার কাজ করছে না।

সামনের উইণ্ডস্ক্রীন ঝাপসা হয়ে গেছে।

গাড়ি চালাতে গিয়ে সম্মুখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্য আরোহী তো ভয়ে কাঁটা।

তার বন্ধু কি করে গাড়ি চালাচ্ছে কে জানে।

কোন কারণে গাড়িটা একটু থামিয়েছে গাড়ির চালক।

অমনি তার বন্ধুটি হন্তদন্ত হয়ে বললো,

—একটু দাঁড়াও সামনের উইণ্ডস্ক্রীনটা মুছে দিয়ে আসি। তাহলে তোমার চালাতে সুবিধে হবে।

—কি হবে মুছে ?

—কেন ?

—আমার চোখের পাওয়ার মাইনাস সাত। এমনিতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—চশমা পড়। আজ পার্টিতে আসবো বলে চশমা বাড়িতে খুলে রেখে এসেছি। দেখতে ভাল লাগে না বলে।

★ ★ ★

জনৈক ধনী মাতাল।

মত্ত অবস্থায় প্রচণ্ড রেগে উনি গাড়ি চালাতেন।

একদিন পানশালা থেকে রাত্রিবেলা ফিরছেন উন্মত্তের মত গাড়ি চালিয়ে।

যথারীতি একটি গাড়ির পেছনে ধাক্কা মেরেছেন। ধাক্কা মেরে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে ড্রাইভারটির কলার ধরে তাকে সজোরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন :

—কি ব্যাপার বল তো ?

—আজ্ঞে ?

—আমি জানতে চাই এগুলো কি হচ্ছে ?

—আজ্ঞে আপনিই তো—

—হ্যাঁ! আমিই প্রশ্ন করছি। আজকে এখন ফেরার পথে আটটা গাড়ির সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগলো। আমি জানতে চাই যে শহরের সব ড্রাইভাররা যাচ্ছেতাই ড্রাইভ করতে শুরু করেছে কেন ?

★ ★ ★

একজন মাতাল রাত্রে বাড়ি ফিরেছে।

হঠাৎ তার কি মনে হোল সে তার পোষা খরগোশের ঘরের কাছে এসে ঘুরে ঘুরে কি যেন দেখতে লাগলো। সঙ্গে তাঁর চাকরও ছিল।

কারণ তাকেই তো দরজা খুলে দিতে হয়েছিল।

সে আর কাঁহাতক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাতালি কাণ্ডকারখানা দেখে। ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিল দাঁড়িয়ে থেকে।

এদিকে যেতেও পারছে না।

কারণ বাবু না শুলে সেই বা শোবে কিভাবে ?

অগত্যা সে জিজ্ঞাসা করলো :

—কি দেখছেন বাবু খরগোশের ঘরে।

বাবু ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ রে হরি ; এই ঘরে বড় খরগোশটা তো বড় দরজা দিয়ে ঢুকবে, তাই না ?

—হ্যাঁ বাবু।

—কিন্তু আর যে ছোট খরগোশটা আছে সেটা ঢুকবে কোন্ দিকে সেটার জন্য তো নও দরজা করা হয় নি।

★ ★ ★

★ কৌতুক কথা ★

★ ★ ★

★ এ সংসার খড়ের আঁটি !

(আমরা) গাধারা তাই টানি, খাটি ।

—লর্ড বাইরণ ॥

★ এ সংসারে আমরা স্বর্গত সাধুদের প্রশংসা করি, আর জীবিত সাধুদের গালাগালি দিই ।

—নাথাবেইল হর্থন ।

★ ধার দিতে, খরচ করতে আর ত্যাগ করতে এ সংসারের মত আর কোন জায়গা নেই । কিন্তু ভিক্ষার জন্যে, ধার করবার জন্যে কিংবা হঠাৎ কিছু প্রাপ্তি যোগের জন্য এ সংসার বড়ই কঠিন ।

—অজ্ঞাত ।

★ এই সংসার সিঁড়ির মত। কেউ তার ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছে, আর কেউ গড়িয়ে নীচে পড়ছে।

—ইতালীয় প্রবাদ।

★ কাজ বাগাবার জন্যে মানুষ যে মহৌষধ ব্যবহার করে—তা হচ্ছে কথা।

—রাডইয়ার্ড কিপিলিং।

★ পুরুষ নারীকে কখনও সভ্য করে তুলতে পারবে না।

—জর্জ মেরেডিথ।

★ নারী মাত্র দু'রকমের। স্বচ্ছ ও রঙীন।

—অস্কার ওয়াইল্ড।

★ নারী গীর্জায় হয় সাধু, বিদেশে হয় দেবদূতী, আর ঘরে শয়তানী।

—জর্জ উইলকিন্স।

★ মেয়েরা হয় ভালোবাসে, না হয় ঘৃণা করে। এছাড়া তৃতীয় পথ তাদের জানা নেই।

পুবিলিয়াস সাইরাস।

★ আমাদের পুরুষদের অনেক দোষ। কিন্তু নারীদের মাত্র দুটি ঃ তারা ঠিক মতো বলতে জানে না, আর ঠিক কাজ করতে পারে না।

—অজ্ঞাত।

★ চাঁদের মত নারী ধার করা আলোতেই জ্বল-জ্বল করে।

—জার্মান প্রবাদ।

★ সমুদ্র নয়, মদেই বেশী লোক ডোবে।

—ডঃ টমাস ফুলার।

★ যে মানুষ তার পুত্রকে ভালোবাসে না, জেনে রেখো, সে তার গৃহে সিংহী পুষছে এবার দুঃখের বাসা তৈরী করছে। কোন আশীর্বাদই তার পক্ষে সফল হয় না।

—জেরেমি টেলর।

★ সৌভাগ্যহীনা সুন্দরী স্ত্রী আসবাবপত্রহীন সুন্দর বাড়ীর মতই।

—টমাস ফুলার।

★ ধনী বিধবা এক চোখে কাঁদে আর এক চোখে হাসে।

—টমাস ফুলার।

★ যে লোক তিনটি সন্তানসহ কোন বিধবাকে বিয়ে করে, ঠিক জেনো

সে চারটে চোরকে বিয়ে করলো।

—জন রে।

★ মিথ্যে কথায় পাকা যদি না হও, তবে সত্যি কথাই বলা ভাল।

—জেরোম কে জেরোম।

★ নির্বোধের প্রকৃতি ধর্ম নীরবতা।

—স্যার ফ্রান্সিস বেকন।

★ চাকর এবং মুরগীকে এক বছরের জন্য রেখো।

—টমাস ফুলার।

★ খবরের কাগজ কৌতুহল জাগায়। শেষ পর্যন্ত হতাশ করে।

—চার্লস ল্যাম্ব।

★ অর্থ হচ্ছে বিবাহের অর্ধেকটা। —এরিস্টটল।

★ প্রেমিক আর মন্ত্রীদের কথার ঠিক থাকে না।

—জর্জ লিটলটন।

★ হিসেবী লোক টাকার থলি পেটের সঙ্গে বেঁধে রাখে, আর কৃপণ তার পেটটা টাকার থলের মধ্যে রাখে ভরে। — টমাস ফুলার।

★ মানুষ যন্ত্র তৈরীর জন্তু।

— ডঃ স্যামুয়েল জনসন।

★ মানুষ খাদ্যকে যেমন আন্তরিকভাবে ভালবাসে, তেমন আর কাউকে নয়। — বার্নার্ড শ।

★ যাকে ভালোবাসি, তাকে বিয়ে করতে চাই না। যাকে বিয়ে করি, তাকে ভালোবাসতে পারি না।

— টমাস মুর।

★ যে ঘৃণা করতে পারে না, সে ভালোও বাসতে পারে না।

— সুইন বার্ন।

★ ভালোবাসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কেবল উচ্চাশা।

— এলিজা কুক।

★ যারা ভালোবাসার ব্যাপারে বোকা তারাই বড় চালাক।

— সসুরো কুক।

★ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদীর সাক্ষাত পেতে হলে গির্জায় যাও। — শিলার।

★ বুদ্ধিমান প্রেমিক প্রেম করে বেশী, কথা বলে কম।

— আলফ্রেড টেনিসন।

★ যে কেউ না মরেও সৈনিক হতে পারে যেমন পারে দীর্ঘশ্বাস না ফেলেও প্রেমিক হতে। — স্যার এডুইন আর্নল্ড।

★ সব থেকে ভাল মানুষের মগজে সব থেকে বেশী ময়লা জমা থাকে। — জোনাথন সুইফট।

★ বিবাহিত জীবন পরস্পরকে সঙ্গ দান করেও — দু'টি নিঃসঙ্গ প্রাণীর উপস্থিতি। — অস্কার ওয়াইল্ড।

★ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তো বোঝেই না, স্বয়ং বক্তাও যখন নিজের বক্তব্য বোঝে না তখনই উদ্ভব হয় দর্শন শাস্ত্রের।

— ভলটেরায়।

★ সেই হচ্ছে ডাক্তার যে না জানা ওষুধ, তার থেকেও না জানা দেহটার ভেতরে নির্বিচারে ঢেলে দেয়।

— ভলটেরায়।

★ একদল আছে যারা সকালে প্রসংশা করে, রাতে করে নিন্দা, আর সব সময়ই মনে করে শেষ মতটাই ঠিক।

— আলেকজাণ্ডার পোপ।

★ খ্যাতির বর্তমান মুল্য নেই। জনপ্রিয়তার নেই ভবিষ্যৎ।

— লর্ড জেমস।

★ মানুষ যত বোকা হয় ততই তার ঔদ্ধত্য বাড়ে।

ল্যাটিন প্রবাদ।

* * *

এক জন চষে, একজন বোনে,
কোন জন ফসল তোলে
কেই বা তা' জানে। —অজ্ঞাত।

* * *

লিঙ্গ তিন প্রকার—মানুষ, মেয়েমানুষ, ভালোমানুষ।

—রে সিডনি স্মিথ।

* * * *

বয়স জিনিষটা প্রেমের মত, লুকোন যায় না।

—টমাস ডিকার।

* * * *

মেয়েদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা হল প্রেমিকের প্রেরণার উৎস হওয়া।
—মলেয়ার।

★ ★ ★

টেকোর চুলকাটা সোজা।
—টমাস ফুলার।

★ ★ ★ ★

স্বপ্ন দেখলাম জীবনটা একটা সৌন্দর্য, জেগে দেখি কর্তব্য।
—হুপার।

★ ★ ★

ভিখারীর দেউলে হবার ভয় নেই।
—জন রে।

★ ★ ★

বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় সব রাজাই কালা।
—ম্যাথু আর্নলড।

★ ★ ★ ★

আমরা কি তা' জানি। কিন্তু কি হতে পারি তা' জানি না।
—শেকস্‌পীয়র।

★ ★ ★ ★

সত্যি কথা বলা একটা তামাসা।
পৃথিবীর সব থেকে বড় তামাসা।
—বার্নাড শ'।

★ ★ ★ ★

হাতে যথেষ্ঠ কাজ না থাকলে আলস্য উপভোগ করা যায় না।
—জেরোম কে জেরোম।

★ ★ ★ ★

দেবতারা যতদিন মানুষের মত আচরণ করেছেন, ততদিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে দেবত্ব ছিল।
—শিলার।

★ ★ ★ ★

তোমার চাইতে নিকৃষ্ঠ যারা তাদের সঙ্গে বাস করতেই তোমার আনন্দ।
—ডবলিউ, এম, থ্যাকারে।

রঙ্গ এবং ব্যঙ্গ শুধু আনন্দ দায়কই নয়—কার্যকরীও।

—সিসেরো।

*   *   *

নিজে চিৎকার করলেও পরের চিৎকার অসহ্য।

—ফরাসীপ্রবাদ।

*   *   *

ভাল গৃহিণী হতে হলে হামবড়াই ভাব থাকাই দরকার।

—ডব্লিউ, এম, থ্যাকার।

*   *   *

সব সময় কেবল না না করে গেলে কোন কালেই আর বিয়ে হবে না।

—অজ্ঞাত।

★   ★   ★

অনেক জঘণ্য কাজ যা কোন পুরুষ মানুষও করতে দ্বিধা করে, তা একমাত্র মহিলারাই করতে সাহস পায়।

—ডব্লিউ. এম. থ্যাকার।

★   ★   ★

বিয়ে ভদ্রলোকে চুক্তি ছাড়া কিছুই নয়।

—জন সেলডেন।

★   ★   ★

* দেঁতো হাসি *

একজন ভদ্রলোক দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছে।

দাঁতের ডাক্তার ঘরের মধ্যে রুগী দেখছিলেন।

এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন।

অবশেষে ভদ্রলোকের পালা এল।

ডাক্তার ॥ কি ব্যাপার বলুন ?

ভদ্র ॥ আজ্ঞে আমার দাঁতের—

ডাক্তার ॥ হাঁ করুন।

ভদ্রলোক যেই হাঁ করলেন মুহূর্তের মধ্যে "সেই "ডেন্টিস্ট" ভদ্রলোকের সামনের তিনটে দাঁত টপাটপ তুলে ফেললেন। ভদ্রলোক তো অবাক !

তার চাইতেও অবাক ডাক্তার নিজে !

ডাক্তার ॥ আপনার দেখছি সাংঘাতিক অ্যানিমিয়া ! এক বিন্দু রক্ত বের হোলনা।

ভদ্র ॥ আশ্চর্য ডাক্তার তো ? বলা নেই, কওয়া নেই দাঁত তুলে ফেললেন ?

ডাক্তার ॥ কিন্তু আপনার রক্ত বেরোল না কেন ?

ভদ্র ॥ রক্ত বের হবে কি করে ? ওপরের তিনটে দাঁতই তো আমার বাঁধানো !

* * *

একজন ভদ্রলোক খুব জোরে কথা বলেন। একদিন তিনি তাঁর বন্ধুকে ফোন করেছেন।

ভদ্র (জোরে) হ্যালো, সন্দীপ নাকি ?

বন্ধু ॥ হ্যাঁ। কি ব্যাপার ?

ভদ্র ॥ শোন কালকে আমাদের যেখানে যাবার কথা ছিল।

বন্ধু ॥ তুই কোথেকে কথা বলছিস ?

ভদ্র ॥ তোর অফিসেরই কাছাকাছি একটা অফিস থেকে।

বন্ধু ॥ তবে আর মিছেমিছি টেলিফোন কোম্পানীকে পয়সা

দিচ্ছিস কেন ? তার চেয়ে ফোনটা রেখে কথা বল, আমি স্বচ্ছন্দে শুনতে পাবো।

★ ★ ★

শিক্ষক ॥ ভুতো কুকুরের সম্বন্ধে যে রচনা লিখতে দিয়েছিলাম সেটা লিখেছিস ?

ভুতো ॥ হ্যাঁ স্যার।

শিক্ষক ॥ হোঁদল, তুই লিখেছিস ?

হোঁদল ॥ হ্যাঁ স্যার।

শিক্ষক ॥ দেখি। [রচনা দেখে] এ কিরে ? তোদের দুজনের রচনাই তো একই লেখা দেখছি ! টুকে লিখেছিস নাকি ?

ভুতো ॥ তা কেন স্যার ? আসলে আমাদের দুভাই-এর তো একই কুকুর তাই বোধহয় বর্ণনাটা এক হয়ে গেছে !

★ ★ ★

তিনজন ভদ্রলোক তাঁদের স্ত্রীদের সন্তান হবার বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন ঃ

১ম ॥ সন্তানসম্ভবা হলে মায়ের মনের ওপর পারিপার্শ্বিকতার ভীষণ ছাপ পড়ে।

২য় ॥ তাই নাকি ?

১ম ॥ নিশ্চয়ই। এই তো দেখুন না, আমার স্ত্রী যখন সন্তান-সম্ভবা ছিলেন তখন যমজ বাচ্চার বিষয়ে কি একটা লেখা পড়েছিলেন। তারপর যখন তাঁর বাচ্চা হোল তখন দেখা গেল তাঁর যমজ বাচ্চা হয়েছে।

২য় ॥ ঠিকই বলেছেন।

৩য় ॥ কেন ?

২য় ॥ আমার স্ত্রী যখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন তখন তিনি একসঙ্গে তিনটে বাচ্চা জন্মানোর একটা সংবাদ সংবাদপত্র থেকে পড়েন। কি আশ্চর্য। তাঁরও একসঙ্গে তিনটে বাচ্চাই হয়। দুটো ছেলে, একটা মেয়ে।

৩য় ॥ তাই নাকি ?

২য় ॥ হ্যাঁ।

৩য় (লাফিয়ে উঠে) ওরে বাবা !

১ম/২য় ॥ কি হোল ?

৩য় ॥ আমার তো তাহলে সর্বনাশ হয়ে গেল।

১ম/২য়। কেন? কি হয়েছে?

৩য় ॥ আমার স্ত্রী তো সন্তানসম্ভবা!

১ম/২য় ॥ তাতে কি? বাচ্চা তো মেয়েদের হয়ই। এতে এত উতলা হবার কি আছে?

৩য় ॥ বাচ্চা হবার জন্য নয়। আমি ভাবছি যে দিন সাতেক আগে আমার স্ত্রী 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর' পড়ছিল। দুটো তিনটে না হয় ভাবা যায়। কিন্তু একসঙ্গে যদি চল্লিশটা···ওরে বাবারে আমার কি হবে রে!

★ ★ ★

জনৈক ডাক্তারকে কোন ভদ্রলোকের প্রশ্ন:

ভদ্র ॥ আচ্ছা, এত লাইন থাকতে আপনি এই প্রসূতি-প্রসবের লাইনে এলেন কেন? টাকার জন্য?

ডাক্তার। ঠিক তা নয়।

ভদ্র ॥ তবে।

তবে?

ডাক্তার ॥ আসলে কি জানেন আমি এর আগে অনেকগুলো লাইনে ডাক্তারি করেছি। কিন্তু সর্বদাই মনে হয়েছে যে এই রোগটা আমার হয়েছে···

ভদ্র ॥ মানে?

ডাক্তার ॥ মানে—যেমন, ক্যানসারের রুগী দেখলে মনে হোত আমার ক্যানসার হয়েছে। যক্ষার রুগীর ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে আমিই কেশে মরতাম। অর্থাৎ যেখানে যে রোগী দেখতাম, মনে হতো যে আমারও সে রোগ আছে। সব লক্ষণগুলো কেমন মিলে যেত। বাধ্য হয়ে মাতৃসদনে এসেছি।

ভদ্র ॥ তাতে সুবিধেটা কি?

ডাক্তার ॥ এই রোগটা অন্তত আমার হবে না! আমার কি বাচ্চা হবার সম্ভাবনা আছে?

* * *

কৃষ্ণগোপাল বললেন, 'রঙ্গ-রসিকতারও তো শেষ আছে—এবারের ঘটনাগুলি সব দুঃখের। বলব?'

বললাম, 'একটু ভেবে দেখুন, ঝুলি ঝেড়ে কোনো মজার কাহিনী

বেরোয় কিনা !' হো হো করে হেসে ওঠেন তিনি। বললেন, 'সেবার দাঁতের যন্ত্রণায় খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম। গালফোলা গোবিন্দর মার মতো লাগছিল নিজেকে। পড়লাম এক হোৎকা ডেনটিস্টের পাল্লায়। সে শালা একটা মিলিটারির দাঁত তুলছিল। মিলিটারিটা কাতর আর্তনাদ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। তাই না দেখে আমি তার চেম্বারের জানলা দিয়ে ঝাঁপ মারলাম। বলাবাহুল্য জানলাটা ছিল ফোকলা—গরাদ ছিল না। পড়লাম দুব্বো ঘাসের ওপর, তাই লাগেনি খুব একটা। রাতে ঘুমের ঘোরে নড়া দাঁতটা গিলে ফেলেছিলাম।

* * *

কেদারবাবু ছিলেন পোস্টমাস্টার। এন্তারগুল মারতেন ভদ্রলোক। গুলের গল্প শুনতে শুনতে কানে পুঁজ হওয়ার উপক্রম। কাটিহার স্টেশনে রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করেছিলেন, স্যার আশুতোষ ছিলেন তাঁদের প্রাইভেট টিউটর, বিবেকানন্দ নাকি তাঁর বাবার সঙ্গে বসে হুঁকো খেয়েছিলেন, কমলা নেহেরু তাঁকে একটার পর একটা জিলিপি ভেজে খাইয়েছিলেন...' একদিন তিনি যেই না বলেছেন, 'অরবিন্দ আমার মামা আর বারীণ ঘোষের সঙ্গে বসে বম বানাচ্ছি ..'আমি অমনি বলে উঠি 'জানেন, আমার মামা কে ?— হাওড়ার ব্রিজ।'

* * *

গ্রামের ছেলে গোলাম নবি। সরল-সহজ অনাড়ম্বর জীবন-চর্চায় অভ্যস্ত। কাজ করত পি. এণ্ড টি-তে। জলের মাছকে ডাঙায় তুললে যে অবস্থা হয়, কোলকাতায় এসে প্রথমটা তার সেই অবস্থাই হয়েছিল। হজম হয় না, পেট ভুটভাট করে। তার প্রতি হেড-ক্লার্কের স্নেহ ছিল অপরিসীম। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'নতুন চাক্‌রি। ঘন ঘন অফিস কামাই করা ভালো নয়। কি হয়েছে তোমার ?' গোলাম নবি বলে, 'শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।' হেড-ক্লার্ক তাকে নিয়ে গেলেন ঝানু এক এম. ডি-র কাছে। ডাক্তারবাবু পথ্যের ওপরই জোর দিলেন। সাবু খেতে হবে, সেই সঙ্গে ফল। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে পরের দিনই সে এল ডাক্তারবাবুর কাছে। আধসের সাবু সে চিবিয়ে খেয়েছে আর সেই সঙ্গে দুটি তাল।

★ ★ ★

সহকর্মীরা নবিকে চেপে ধরে, 'তুই একটা ডিয়ফোল্ড পার্কার কেন। বাজে পেনে লিখলে ভুল ইংরেজি লিখে ফেলবি—সাহেব রেগে যাবেন। হোয়াইট অ্যাওয়ে লেট-ল থেকে কলম কিনবি, সুন্দরী মেম তোর সঙ্গে হ্যাণ্ড সেক করবে আর সেই সঙ্গে এক ডজন রুমাল কিনলে মেম খুশী হয়ে তোকে চুমুও দিতে পারে।' কথাটা নবির মনে ধরে। পরের দিন ক্যাজুয়েল লিভ নিয়ে সে বাড়ি গেল। তাকে দেখে তার বাবা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'আজ কাজে যাসনি?' নবি বলে, 'ছুটি নিয়েছি।' ছুটি নিলেও যে মাইনে পাওয়া যায়, কিছুতেই সে বাবাকে বোঝাতে পারল না। অবশেষে রেগে-মেগে সে কোলকাতায় ফিরে গেল। দুবস্তা চাল সে চুরি করে এনেছিল। চাল বেচে সে ডিয়ফোল্ড পার্কার আর এক ডজন রুমাল কিনে মেমের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করেছিল।

* * *

গোলাম নবি একটাই গান জানত—'শুকতারা আকাশের গায়ে।' ফেয়ারওয়েল থেকে শুরু করে অ্যানুয়েল ফাংশন সব জায়গাতেই সে ওই গানটাই গাইত। অফিসের এক সহকর্মী তাকে বলে, 'নবি আজ ছুটির পর তোকে একবার ইডেন গার্ডেনে যেতে হবে। সেখানে শচীন দেব বর্মন তোর জন্যে অপেক্ষা করবেন। গান শুনে ভালো লাগলে তোকে রেডিয়োতে চান্স করে দেবেন।' বলা বাহুল্য একজনকে আগে থাকতেই শচীন দেববর্মন সাজিয়ে ইডেন গার্ডেনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। নকল শচীনদেব 'শুকতারা আকাশের গায়ে' শুনে বাহবা দিলেন। গোলাম নবি তো আনন্দে ডগমগা, অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর চিঠি পাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে সে। কিন্তু ভাগ্যের দোষে শক মারে খরগোশে। চিঠি আর এল না।

* * *

ঠিক দুটোর সময়, গোলাপী ঠোঁটের মদির নেশায় দাঁড়িয়েছিলাম, মেট্রোর কাছে, বোশেখী দুপুরে। অষ্টাবক্র মুনির মতন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ট্রাম-বাস ছুটছিল হু হু করে। একে একে কত যে কামিজ-পরা কিশোরী বকের মতো পা ফেলে চলে গেল তার আর অন্ত নেই। ম্যাক্সির ভ্যাপসা গরমে ঘেমে উঠেছে কত রূপসীর যৌবন—তবুও চলেছে তারা অভিসারে। কিন্তু মল্লিকার কি হলো—মারা যায়নি তো! অবশেষে এলেন মল্লিকার মা—উগ্রসাজে, রঞ্জিত চিত্তে।

মল্লিকার মাথা কনকন করেছে—অ্যাস্প্রো খেয়ে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। অগত্যা তাঁকে নিয়েই ঢুকলাম হিমায়িত মোট্রোয়। ভদ্র-মহিলা তৃষ্ণায় ছটফট করছিলেন। একটা আইসক্রীম কিনে তাঁর হাতে ধরিয়ে কেটে পড়লাম।

★ ★ ★

বিকেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। খুশীর আমেজে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দুপুরে। রঙীন রঙীন এক ঝাঁক স্বপ্ন দেখেছিলাম—মল্লিকার চোখ উঠেছে। চোখে তার কালো রঙের চশমা। ঐভাবেই শুভদৃষ্টি হলো। ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল গড়িয়ে একেবারে সন্ধ্যে। সময়-সীমা উত্তীর্ণ। কি আর করি—শুয়ে শুয়ে কড়ি গুনতে লাগলাম।

★ ★ ★

'আমরা সবাই রাজা' আমাদের এই রাজার রাজত্বে'—রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি তো শুনেছেন। আমার মেয়েকে গান শেখান যে দিদিমণি তিনি গানটির পটভূমিকা ব্যাখ্যা করছিলেন। আমি তো শুনে একে-বারে থ মেরে গেলাম—তখন দেশ শাসন করছেন বৃটিশ সিংহ। তখন ইঁটের রেললাইন দিয়ে গাড়ি চলত। ঝকঝক করে চলেছে স্টিম ইঞ্জিন। রাজ বিদ্রোহীদের এঞ্জিনের পেছনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে চলেছেন তাঁরা। একটা লোক কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে দিচ্ছে। চঞ্চল হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। মিনমিনে গলায় গেয়ে উঠলেন তিনি—

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ?]

★ ★ ★

ফিরছিলাম বনগাঁ থেকে। একজন লোক তার সহযাত্রী বন্ধুটিকে বলছে, 'আরে সেদিন কি হয়েছিল জানিস না তো। সকালে উঠে আমার ছোট ভাইটির মাথায় কেমন যেন ইস্পট ইস্পট (spot spot) হয়েছে। টিপিকালে (tropical) নিয়ে চললাম। ট্রেনে উঠলাম। গাড়ি দমদম স্টেশনে ঢোকার মুখে দেখি লাইনের কাছে লোক একবারে গিসগিস করছে। লাইনে একটা লাশ পড়ে আছে। ওরে বাবা সে কী ব্লিডিং, (bleeding)। কয়েকজন পুলিস বলছে, আমাদের সঙ্গে কর্পোরেশন corporation) করুন, আমাদের তো

ইনকোওরি করতে (Enguiry) হবে। এমন সময় ছিংগাল (Signal) হয়ে গেল। আমরা হৈ হৈ করে গাড়িতে উঠতে গেলাম, গাড়ি ছেড়ে দিল। ছোট্ট ভাই বায়না ধরল, 'দাদা থানচার (Thumps up) খাব। ইস্টল (stall) থেকে তাকে থানচার কিনে খাইয়ে পরের গাড়িতে শেয়ালদা গেলাম।'

★ ★ ★

কুড়ি নম্বর ট্রামে উঠেছি—পার্কস্ট্রীটে যাব। দেখি কেষ্টদা বসে আছেন—হাসছেন আপন মনে। তাঁকে প্রশ্ন করি, 'হাসছেন কেন?' হাসতে হাসতেই তিনি বললেন, 'অ্যাকসিডেন্ট তো লেগেই আছে। আর দুর্ঘটনা ঘটলেই খবরের কাগজওয়ালারা ফটো তোলার জন্য নির্ঘাৎ ছুটে আসবে। ফোটো তোলার সময় যে হাসতে হয়। তাই আগে থাকতেই হাসিমুখে বসে আছি।'

★ ★ ★

মেয়েটি তার বাবাকে জানায় যে, সে প্রেমে পড়েছে। বাবা জিজ্ঞেস করেন, 'ছেলেটির টাকা-পয়সা আছে তো?' মেয়েটি বলে, 'তোমরা, পুরুষরা এক ছাঁচে গড়া। ও একই কথা জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার বাবার টাকা-পয়সা আছে তো?'

★ ★ ★

* একটু হাসুন *
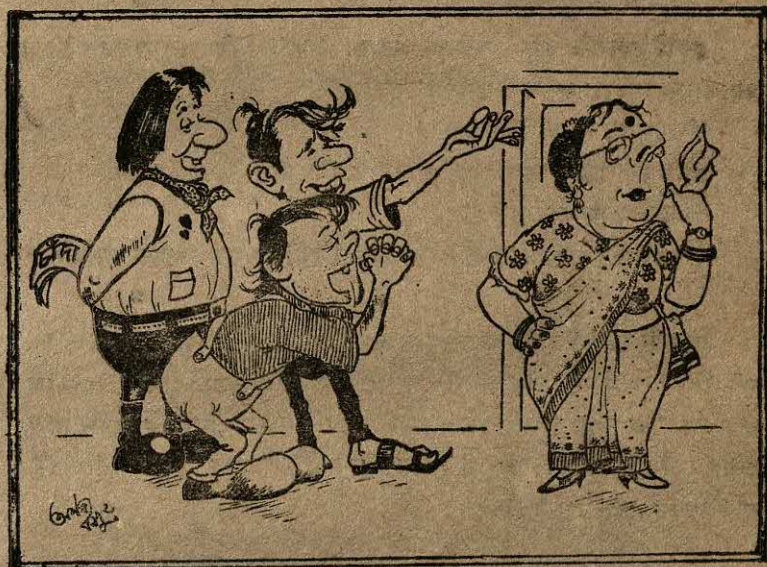
চাঁদা, দিতে হবে···দিতে হবে।

জ্যাক : আমি এমন এক লেখককে জানি একটা বই লিখতে যাঁর পাঁচ বছর লেগেছিল।

জিল : এ আর এমন কি! আমিও একজনকে জানি বৃদ্ধ কারার অন্তরালে যেদিন কাটিয়েছি। দণ্ডাদেশ (Sence) শেষ হতে তার দীর্ঘ পনের বছর লেগেছিল।

★ ★ ★

বাবা : গালিগালাজ করবার জন্যে মাষ্টার মশাই তোকে মেরেছেন ?

টমি : হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, এই গালাগাল আমি শিখলাম কি করে—কার কাছ থেকে ?

বাবা : তুই কি বললি ?

টমি : তোমার কাছে থেকে শিখেছি বলে তোমার মর্যাদা হানি করিনি। বলেছি আমাদের তোতাপাখিটার কাছ থেকে এইসব গালাগাল শিখেছি।

★ ★ ★

ছোট ছেলেটি তার বাবাকে শুধায়, 'বাবারা কি সব সময় তাঁদের ছেলেদের চাইতে বেশি জানেন ?'

'নিশ্চয়ই', বাবা উত্তর দেন।

ছোট ছেলেটি প্রশ্ন করে, 'এঞ্জিন আবিষ্কার করেছেন কে ?

—'কেন, জেমসওয়াট।'

—'জেমস ওয়াটের বাবা কেন এঞ্জিন আবিষ্কার করতে পারেনি ?

* * *

তিনটি মৌমাছি মিনুর ঘরে গুঞ্জন করছিল। মিনু বলে, 'মা, দুটি ছেলে মৌমাছি আর একটি মেয়ে মৌমাছি।' মা হাসতে হাসতে বললেন, 'কি করে বুঝলি ! মেয়েটি বলে, 'দুটি বীয়ারের বোতলের ওপর ভোঁ ভোঁ করছে, ও দুটি ছেলে মৌমাছি। আর যেটি আয়নায় বসে আছে, ওটি মেয়ে মৌমাছি।'

★ ★ ★

মাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা বল তো ট্রাউজার্স একবচন না বহুবচন ?'

ছেলেটি উত্তর দেয়, 'এটির ওপরের দিকটা একবচন, নিচের অংশ বহুবচন।'

★ ★ ★

হ্যারি : আমার ভাই অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল।

ল্যারি : আশা করি এখন সে ভালো আছে।

হ্যারি : না। তার হাত ভেঙে গেছে।

হ্যারি : ডাক্তারবাবু তোকে একটি প্রেসক্রিপশন দিয়ে বলছিলেন যাই হোক না কেন তোমাকে এই ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করতে হবে। আর একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দমকা হাওয়ায় সেটি উড়ে গেল।

ল্যারি : কিন্তু সে তার হাত ভাঙল কি ভাবে ?

হ্যারি ঃ প্রেসক্রিপশনের অনুসরণ করতে সে জানালা থেকে লাফ মেরেছিল।

★ ★ ★

সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী তাঁর স্বামীকে প্রশ্ন করেন, 'প্রতিদিন এ হেন স্বাদু নৈশহারের আয়োজন করলে তুমি খুশী হয়ে আমাকে কী দেবে ?'

—'আমার জীবনবীমা।'

★ ★ ★ ★

ফোরম্যান ঃ বিয়ে করেছি। মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য এক হপ্তা ছুটি চাই।

মনিব ঃ কিছুদিন আগেই তো কয়েক সপ্তাহের ছুটি পেয়েছিলে। তখন বিয়ে করলে না কেন ?

ফোরম্যান ঃ ছুটিটা নষ্ট করতে চাইনি বলে।

★ ★ ★

ভিক্ষুক ঃ আসলে আমি একজন গ্রন্থপ্রণেতা। 'সৌভাগ্য অর্জনের একশটি পথ' বইটি পড়েননি ? সেটি আমার লেখা।

ব্যবসায়ী ঃ তাহলে তুমি ভিক্ষে করছ কেন ?

ভিক্ষুক ঃ ভিক্ষে করাটা শত পথের একটি।

★ ★ ★

আইনজীবী ঃ তুমি বলেছ, আকুস্থল থেকে তুমি কুড়ি মিটার দূরে ছিলে। কতদূর পর্যন্ত তুমি স্পষ্ট দেখতে পাও ?

সাক্ষী ঃ প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে, দূরত্ব ৯৩০০০০০০ মাইল দূরে।

★ ★ ★ ★

হেনরি ঃ স্যার, মিশরীয়দের কি ড্যাডি ছিল ?

শিক্ষক ঃ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করছ কেন ?

হেনরি ঃ এ পর্যন্ত আমি মামি-রকথাই শুনে এসেছি।

★ ★ ★

জনৈক তরুণ ফর্মফিলাপ করছিল জনৈক সরকারী কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে। জাতীয়তা নির্দ্ধারণে সেই কর্মচারী তরুণকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি তো ইতালিয়ান তাই না ?'

—'না আমি ইংরেজ ! কারণ আমার বাবা-মা উভয়েই ইংরেজ।'

—'কিন্তু আপনি যে বললেন, আপনার জন্ম রোমে।'

—তাতে কি আসে যায় ! আপনার কুকুর যদি আস্তাবলে বাচ্চা পাড়ে তাহলে বাচ্চাগুলি কি ঘোড়ার বাচ্চা হয়ে যাবে ?

★ ★ ★

অপানারা আমায় ভোট দিন, আমি আপনাদের জন্য একটি ব্রিজ তৈরি করে দেব।' কোনো এক নেতা কোনো এক জনসভায় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

জনসাধারণ—'ব্রিজ তৈরি করবেন কি ? আমাদের এখানে তো কোনো নদীই নেই !'

নেতা বললেন, 'তাতে কি হয়েছে। প্রথমে নদী কাটব তারপরে ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হবে।'

★ ★ ★

রাতে শুতে যাবার আগে তুমি প্রার্থনা কর তো—খুকুমণি ?'—পুরোহিত একরত্তি একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মেয়েটি বলে, আমাকে প্রার্থনা করতে হয় না। আমি শুতে গেলে মা বলে—ভগবান, তোমায় অশেষ ধন্যবাদ অবশেষে বিচ্ছুটা ঘুমুতে গেল।'

★ ★ ★

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনের সেক্রেটারি প্রতিদিন দেরী করে কাজে আসতেন। বলতেন 'ঘড়িটা স্লো হয়ে গেছে।'

ওয়াশিংটন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'একটা নতুন ঘড়ি কিনে নাও আর তা নইলে আমি একজন নতুন সেক্রেটারি নিয়োগ করতে বাধ্য হব।

★ ★ ★ ★

ছোট্ট মেয়েটি দূর থেকে তার মা-কে দেখতে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে চেঁচিয়ে ওঠে, 'সীতা, সীতা।'

মা রেগে গিয়ে মেয়েকে ধমক দিয়ে বলেন, 'স্পর্দ্ধা দেখছি সীমা ছাড়িয়ে গেছে—আমাকে নাম ধরে ডাকছিস ! অসভ্য, বর্বর কোথাকার !'

মেয়েটি বলে, 'রাস্তায় তো কতো মা রয়েছেন ! তুমি বুঝবে কি করে যে তোমায় ডাকছি। বাধ্য হয়েই তাই নাম ধরে ডেকেছি।'

॥ চুটকি ॥

প্রশ্নকর্তা ঃ মনে করুন রাস্তাটি পঁচিশ ফুট চওড়া। আর আমি দশ মিনিট ধরে পথ হাঁটছি। বলুন তো আমার বয়স কত?

এঞ্জিনীয়র ঃ আপনার বয়স আটচল্লিশ।

প্রশ্নকর্তা ঃ কি করে বললেন?

এঞ্জিনীয়র ঃ এতো সহজ হিসেব। বাড়িতে আমার এক ভাই আছে। সে আধপাগলা। বয়স চব্বিশ। আর আপনি তো পুরো পাগল। আপনার বয়স তাই আটচল্লিশ।

* * *

মাষ্টার মশাই ঃ ইঁদুরের চন্দ্রবিন্দুটা কোথায় গেল ?

ছাত্র ঃ বেড়ালে নিয়ে গেছে স্যার ।

* * *

ট্রানস্লেট ইনটু ইংলিশ—রাজা দশরথের তিনজন মহিষী ছিলেন ।

ছাত্র লিখেছে—কিং দশরথ হ্যাড থ্রি ফিমেল বাফেলোস ।

* * *

জ্যোতির্ময়বাবুর ইংরেজি শেখানোর ধরণটাই ছিল অন্যরকম ! ছাত্রকে 'অ্যাস-অ্যাইনেইশান' বানান শেখাচ্ছেন এইভাবে—

গেধ্যে পর গেধ্যে
উস্‌পের হাম
তারপর লাগাও নেশন
হোগইলবা অ্যাসঅ্যাসইনেশান ॥

* * *

কিছুক্ষণ আগে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেছে । শুকদেব গেছে আম কুড়াতে । সহসা ভয় পেয়ে সে চেতনা হারায় । কি দেখেছিল সে জিজ্ঞেস করায় শুকদেব বলে, হলদে লালের ডোরাকাটা একটা প্যাট্ নাচতে ছ্যাল আর আম টুকাইতে ছ্যাল । শ্যাষে গবাগব কইব্যা আম খাইল ।'

* * *

ছোট্ট এক স্টেশনের স্টেশন মাষ্টার তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি চাইলেন । ছুটি মঞ্জুর হলো কিন্তু আর একজন স্টেশন মাষ্টার না আসা পর্যন্ত তিনি যাবেন কি করে ! এদিকে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন ! স্টেশন মাষ্টার অতঃপর ট্রাফিক ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করেন, 'স্ত্রী মারা গেছেন, সাব্‌স্টিটিউট পাঠান ।'

* * *

কোনো এক চিড়িয়াখানায় জনৈক দর্শক সিংহ আর ভেড়াকে খাঁচায় দেখে আশ্চর্য হলেন । তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এও কি সম্ভব ? আমি নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করতে পারছি নে ।' তত্ত্বাবধায়ক হাসতে হাসতে বলেন, 'প্রতিদিন একটি করে ভেড়া খাঁচায় রাখতে হয় ।

* * *

ওয়াশিংটনে ভ্রমণরত এক ভদ্রলোক তাঁর গাড়িটাকে পার্ক করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে বললেন, 'আমার গাড়িটার ওপর একটু নজর রাখবেন—আমি এখুনি আসছি।' লোকটি বোমার মতো ফেটে পড়েন বলেন, 'জানো আমি কে ? আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য এক সেনেটর।' ভ্রমণরত ভদ্রলোক বললেন, 'আমি জানতাম না। ভালোই হলো আপনাকে পুরো বিশ্বাস করা চলে।'

*   *   *

শীতের রাতের প্রায় দৃষ্টিহীন এক ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুর বাড়ির যাচ্ছিলেন গাড়ি চালিয়ে। গাড়ির কাঁচের জানলা হিমের চাদরে ঢাকা পড়েছে। ছোটখাটো দুর্ঘটনা এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে ভদ্রলোক ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলেন। বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দেন, 'কাঁচ দুটো একটু মুছে নাওনা কেন !' 'ভদ্রলোক বলেন, 'গাড়ির কাঁচ মুছে ফল হবে না ভাই, আমি বাড়িতে চশমা ফেলে রেখে এসেছি।'

*   *   *

কোনো এক লেখক মাসিক পত্রিকায় একটি লেখা পাঠান। বলা বাহুল্য সেটি অমনোনীত হয়ে ফিরে এলো। এক বছর পরে লেখাটি পুনরায় পাঠাতে সম্পাদক মহাশয় বিরক্ত হয় বলেন, 'গত বছরে যে লেখাটি অমনোনীত হয়েছিল সেটি আবার কেন ?' পাঠিয়েছেন লেখকের বক্তব্য, 'গত বছরে আপনার অভিজ্ঞতা এক বছর কম ছিল ইতিমধ্যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে তাই।'

*   *   *

সুরেশ : তোমার বোন অত চটেছে কেন ?

বিনোদ : আরে ভাই ও আমায় কোল্ডক্রিম আনতে দিয়েছিল, পরিবর্তে আমি আইসক্রিম এনেছি।

*   *   *

বস ; সুধা, তোমার টাইপিং-এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে দেখছি—প্রথম লাইনে মাত্র ছ'টি ভুল। এবার দ্বিতীয় লাইনটা দেখতে দাও।

*   *   *

ইলেকট্রিকের বিলে টাকার অংক ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে দেখে জেনারেল ম্যানেজর ক্ষুব্ধ হলেন। হেডক্লার্ককে ডেকে তিনি ধমক দিলেন। একটু চিন্তা করে হেডক্লার্ক বললেন, 'স্যার, একটা ফ্যানের নিচে পনের জন কাজ করছে। বুঝতেই পারছেন, অনেক লোক মানেই বিদ্যুতের খরচ বেড়ে যাওয়া।'

* * *

একজন ইনটারভিউ দিতে গেছে। প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, Aurora Borealis মানে কি?'—'এর মানে হলো আমি চাকরি পাবনা',—এই বলে যুবকটি চলে গেলেন।

* * *

আত্মভোলা অধ্যাপক তাঁর এক বন্ধুকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আমি শুনেছিলাম, তুমি নাকি মারা গেছ।'

'এখন দেখতে পাচ্ছ আমি মরিনি'—বন্ধু বললেন।

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'কোনটা বিশ্বাস করব বুঝে উঠতে পারছিনে। মিথ্যে বলায় তোমার জুড়ি মেলা ভার। আর যে তোমার মৃত্যু-সংবাদ পরিবেশন করেছে সে লোকটি যুধিষ্ঠিরের মতোই সত্যবাদী।'

* * *

মেয়েরা পিকনিক করবে। পাড়ার বদমেজাজী ভদ্রলোকটিকে আমন্ত্রণ জানাতে তারা ভুলে গেছে। শেষ মুহূর্তে তাঁকে বনভোজনে অংশ গ্রহণ করতে বলায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলে ওঠেন, 'বড়ো দেরি করে ফেললে। ইতিমধ্যেই আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ফেলেছি, সারা দিন যেন বৃষ্টি হয়!'

* * *

ট্রেন যখন সময় মতো চলেই না তখন কি দরকার টাইম টেবলের?—একজন বিক্ষুব্ধ যাত্রী বলে ওঠেন। স্টেশনে মাস্টার একগাল হেসে বলে ওঠেন, 'ওটি না থাকলে আপনি কিভাবে বুঝবেন কোন ট্রেনটি লেট করেছে।'

* * *

আইনের একজন ছাত্র সাক্ষ্য দিতে এসেছেন। বিচারক তাঁকে যতই প্রশ্ন করেন তিনি বলেন, 'জানিনা।' বিরক্ত হয়ে বিচারক বলেন, 'তুমি বোধ হয় ভেবেছ আইনের পরীক্ষা দিতে বসেছ!'

* * *

স্বামী ঃ প্রিয়তমা, এই ঘরের টেম্পারেচার কতো ?

স্ত্রী ঃ পনেরো ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

স্বামী ঃ তার ঘরের বাইরে ?

স্ত্রী ঃ কুড়ি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

স্বামী ঃ তাহলে আর পাঁচ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডকে ঢোকার জন্যে জানালাটা খুলে দাও।

*　　　　*　　　　*

ক্রেতা ঃ দেখুন মশায়, এই ডিমগুলি অনেক পুরানো। মনে হয় ভেতরে মুরগীর ছানা হয়ে গেছে।

বিক্রেতা ঃ ভয় নেই! সেজন্য আপনাকে বেশি দাম দিতে হবে না।

*　　　　*　　　　*

ক্রুদ্ধ চিকিৎসক ঃ আমায় যে চেকটি দিয়েছিলেন, সেটি ফিরে এসেছে।

রোগী ঃ আর সেইজন্যই তো আমার বুকে ব্যথাটা আবার চাগিয়েছে!

*　　　　*　　　　*

শিক্ষক ঃ তোমার বাবার বয়স কতো ?

ছাত্র ঃ আটত্রিশ।

শিক্ষক ঃ বেশ। আমাকে তাঁর বয়সের উপযুক্ত বাড়ির কাজ দিতে হবে তো।

*　　　　*　　　　*

কৃষতনুর প্রতি উপদেশ—'তাড়াতাড়ি খাইবেন না।'

স্থূল তনুর উপদেশ—'তাড়াতাড়ি খাইবেন না।'

*　　　　*　　　　*

যাত্রী ঃ আমার দুর্ভাগ্য যখনই আমি সমুদ্রপথে ভ্রমণ করি আমি কিছু না কিছু হারাই।

স্টিউয়ার্ড ঃ কী হারান ?

যাত্রী ঃ স্থলভাগ আর চোখে পড়েনা।

*　　　　*　　　　*

আপনার বয়স কতো ? মনে রাখবেন শপথ-বাক্য পাঠ করছেন।
—'একুশ বছর এবং কয়েক মাস', তরুণী উত্তর দেন।
বিচারক পুনরায় শুধান, 'কয়মাস ?'
—'একশ এবং চার'।

* * *

বিজ্ঞতা মধুরতম সুরার মতো আর তা অধিকাংশ সময়ে পুরানো বোতলেই মেলে।

* * *

একদিনে রোম তৈরি হয়েছিল কিন্তু হিরোসিমা এক দিনেই ধ্বংস হয়েছিল।

* * *

দূরদর্শন যেন চোখের জন্য চিউয়িংগাম।

* * *

একরত্তি মেয়েটির বাবা ফ্লুয়েতে শয্যাশায়ী। বাবার ব্যবহার্য থালা বাসন জীবাণুমুক্ত করার জন্য মা-কে গরম জলে ফোটাতে দেখে ছোট্ট মেয়েটি বলছে, 'তার চেয়ে বাবাকে গরম জলে ফোটাও না কেন !'

* * *

মেডিক্যাল অফিসার ঃ জল পরিশোধনের জন্য কি কি ব্যবস্থা করেছেন ?
কর্মচারী ঃ জল ফুটিয়ে পরিস্রাবণ করা হয়।
মেডিক্যাল অফিসার ঃ খুব ভালো কথা।
কর্মচারী ঃ কিন্তু স্যার নিরাপত্তার জন্য আমরা জলের পরিবর্তে বীয়ার পান করি।

* * *

ডিস্ট্রিক্ট অফিসার ট্যুরে গিয়েছিলেন। ষাট কিলোমিটারের জন্য তিনি ভ্রমণ ভাতা চেয়েছেন। হিসাবরক্ষক বললেন, 'দূরত্বটা আটান্ন কিলোমিটার—ষাট কিলো মিটার হতেই পারে না।' তর্কাতর্কি, চিঠি লেখালেখি চলতে লাগল। একদিন হিসাবরক্ষক একটা ভারি পার্শেল পেলেন। পার্শেল খুলে তিনি ষাট কিলোমিটার লেখা একটা মাইল স্টোন পেলেন।'—সত্যবাদিতার প্রমাণ !

* * *

বাবা ঃ স্কুলে তোমার কেমন কাটছে, পিটার ?

পিটার ঃ খুব ভালো বাবা। ফুটবল খেলায় আমি সেণ্টার ফরোয়ার্ড আর পড়াশুনোর ক্ষেত্রে আমি রাইট ব্যাক।

* * *

থিয়েটার সবেমাত্র শেষ হয়েছে ! উজ্জল আলোগুলো নিভে গেছে। সকলেই বাড়ি যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে। এমন সময় দেখা গেল এক ভদ্রমহিলা তখনও বসে আছেন। ম্যানেজার জিজ্ঞেস করেন, 'নাটক শেষ হয়ে গেছে, নায়ক মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ি যাচ্ছেন না কেন ?' 'আহা, নায়কের তুলনা হয় না, কতো ভালো তিনি। তাঁর শবযাত্রায় যোগ দেব বলে বসে আছি।'

* * *

শিক্ষক মহাশয় ঃ একই সময়ে দু'টি ঘটনা ঘটেছে - এমন একটা উদাহরণ দিতে পার ?

জনৈক ছাত্র ঃ আমার বাবা আর মায়ের একই দিনে বিয়ে হয়েছিল।

* * *

শিক্ষক মহাশয় ঃ সকলেই জানেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বিল টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন। বলতে পার, তাঁর সহকারী মিঃ ওয়াটসন কি করেছিলেন ?

ছাত্র ঃ ফোনের বিল পরিশোধ করেছিলেন।

* * *

খদ্দের ঃ পাকা চুলের জন্যে কিছু আছে কি ?

দোকানদার ঃ আন্তরিক শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নেই।

* * *

উমা ঃ আমার ভাই অ্যাপেনডিসাইটিসে ভুগছে।

কমলা ঃ খুবই কষ্ট পাচ্ছে তাই না ?

উমা ঃ আদৌ কষ্ট পাচ্ছে না। আসলে অ্যাপেনডিসাইটিস বানানটা সে কিছুতেই মুখস্থ করতে পারছে না।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'অপারেশন করতেই হবে। এখন প্রশ্ন হলো, আপনার কাছে অপারেশনের টাকা হবে তো ?' রোগী বলে, যদি আমার কাছে টাকা না থাকে তাহলেও কি অপারেশন অপরিহার্য ?'

* * *

'আপনার চিকিৎসায় উপকৃত হয়েছি, ডাক্তারবাবু।'

—কিন্তু আমি তো আপনার চিকিৎসা করিনি।

আপনি আমার কাকার চিকিৎসা করেছিলেন আর আমি তাঁর উত্তরাধিকারী।

* * *

জনৈক যুবক ইণ্টারভিউ। দিতে এসে প্রশ্নকর্তার হাতে একটি কার্ড তুলে দেয়া বলে,। স্কুলে শেষ পরীক্ষার প্রোগ্রেস-রিপোর্ট। প্রশ্নকর্তা বিস্ফারিত নেত্রে সেটি দেখলেন। মনে হচ্ছিল তিনি বুঝি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবেন। সেটিতে লেখা ছিল, 'Veri good at sums, riteing, jografy, histery and spellam.'

[উইস্‌ডাম পত্রিকার সৌজন্যে]

* * *

॥ কয়েক গরস (গ্রাস) রস ॥

॥ অচল টাকা ॥

জনৈক মহিলা।

বাড়িতে বড্ড বেড়ালের অত্যাচার। কোত্থেকে দুটো বেড়াল এসে বাসা বেঁধেছে। দূর করে দিলেও যায় না!

সেই মহিলা একজন লোক ঠিক করলো যে গিয়ে বেড়াল দুটোকে দূরে কোথাও ফেলে আসবে।

লোকটা তো বেড়াল নিয়ে একদিন চলে গেল।

ঐ মহিলা যাবার সময় একটা টাকাও মজুরি স্বরূপ দিয়ে দেয় ঐ লোকটিকে।

পরদিন—

লোকটি এসে বললো :

—মা আপনি কাল যে টাকাটা দিয়েছিলেন সেটা অচল ছিল।

মহিলা উত্তর দিলেন :

—তা বাপু তুমি যে কাল বেড়াল দুটো নিয়ে গিয়েছিলে সেটাও তো ফেরত এসেছে।

*　　　*　　　*

॥ চোখের ব্যামো ॥

(কুমীর হিজবিজবিজকে) ॥ এই মামলার তুমি কি জানো ?

হিজবিজবিজ ॥ একজন লোককে আসাম থেকে ধরে আনা হয় বলে আসামী তাকে। একজন সাক্ষী থাকে তাকে পয়সা দিতে হয়। আর একজন বিচারক থাকে সে খালি বসে বসে ঘুমোয়।

প্যাঁচা ॥ মোটেই আমি ঘুমোচ্ছি না। আমার চোখের ব্যামো আছে।

হিজিবিজবিজ ॥ এ পর্যন্ত আমি যতজন বিচারক দেখেছি তাদের সব্বার চোখে ব্যামো আছে। ['হ য ব র ল' ঃ সুকুমার রায়]

* * *

॥ ঘন দুধই কারণ ॥

১ম ॥ এটা তোমাদের বেড়াল ?

২য় ॥ হ্যাঁ। কেন বলতো ?

১ম ॥ না, তোমাদের বাড়ির সবাই এত লম্বা আর বেড়ালটা এত ছোটখাটো, এত বেঁটে কেন ?

২য় ॥ আমরা বেড়ালকে কৌটোর ঘন দুধ খাওয়াই তো তাই।

* * *

॥ বিদেশী ভাষা ॥

একটি কুকুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল।

ইচ্ছে লেখাপড়া শিখে বড় হবে।

বেশ কয়েকবছর পর সে ফিরে এল স্বস্থানে।

তখন অন্য কুকুরেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ

—বিশ্ববিদ্যালয়ে কি শিখলে ?

—বিদেশী ভাষা শিখলাম।

ঐ কুকুরটির উত্তর।

—একটু বল তো !

কুকুরটি বলল ঃ

—মিঁউ ! মিঁউ !

* * *

॥ কবিতা ॥

কবি ॥ সম্রাট আমি একটা কবিতা এনেছি আপনাকে শোনানোর জন্য।

রাজা ॥ কেন ?

কবি ॥ শুনে ভাল লাগলো আপনি পুরস্কার দেবেন।

রাজা ॥ বেশ। বল, শুনি।

কবি ॥ বেড়াল দুধ খাচ্ছে।

রাজা ॥ সে কি? এ একটা কবিতা হলো?

কবি ॥ কেন সম্রাট?

রাজা ॥ এর চরণ কোথায়?

কবি ॥ কেন, কবিতার বেড়ালেরই তো চার চরণ রয়েছে।

রাজা ॥ ইয়ে-তা এর তো একটা রস থাকবে!

কবি ॥ কি রস?

রাজা ॥ ঐ যাকে বলে কাব্যরস।

কবি ॥ কেন, বেড়ালের দুধের মধ্যেই তো রস রয়েছে।

রাজা ॥ না, না, আমি বলছি এর তো কোন অর্থই নেই।

কবি ॥ মহামান্য সম্রাট, আমি দরিদ্র কবি। আমি অর্থ পাবো কোথায়? অর্থ সে যা দেবার সে তো আপনিই আজ আমায় দেবেন। সেই আসাতেই তো আসা।

* * *

॥ পেট্রল না থাকার জন্য ॥

এক ভদ্রমহিলা।

তাঁর একটি বেড়াল একবার প্রাচীর থেকে পড়ে গিয়ে চোখ উল্টে অজ্ঞান হয়ে যায়।

ভদ্রমহিলার বড় আদরের বেড়াল।

ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি তার ড্রাইভারকে একটা কিছু করতে বললেন। যাতে বেড়ালটা জ্ঞান ফিরে পায়।

ড্রাইভার দিশে না পেয়ে হাতের সামনে পেট্রলের টিন পেয়ে সেখান থেকে কিছুটা পেট্রল বেড়ালটির গলায় হুড়হুড় করে ঢেলে দিল।

বেড়ালটি হঠাৎ চোখ খুলে ভয়ংকর চীৎকার করে সারাবাড়ি দাপাদাপি করে, বারকয়েক ঘুরপাক খেয়ে হঠাৎ একটু পরে দড়াম করে ছিটকে পড়ল উঠোনে।

ভদ্রমহিলা এতক্ষণ পুরো ঘটনা অবাক হয়ে দেখছিলেন।

বেড়ালটা পড়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করতেই তিনি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন :

—কি হল ওর ?

ড্রাইভার জবাব দিল ঃ

— পেট্রল ফুরিয়ে গেল। আর একটু পেট্রল ভরে দিতে হবে।

* * *

॥ বেড়ালের চোখ ফোটা ॥

শিক্ষক ॥ একটা যুক্ত যৌগিক বাক্য রচনা করো।

ছাত্র ॥ আমাদের বাড়িতে একটা বেড়ালের কাল চারটে বাচ্চা হয়েছে এবং সেই চারটে বাচ্চাই জানে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীই আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

দিন কয়েক পর প্রশাসনের একজন লোক স্কুল পরিদর্শনে এসে একই ক্লাসে ঢুকেছেন।

পরিদর্শক ॥ যুক্ত যৌগিক বাক্যের একটা উদাহরণ দাও।

ছাত্র ॥ আমাদের বাড়িতে একটা বেড়ালের দিন কয়েক হোল চারটে বাচ্চা হয়েছে এবং সেই চারটে বাচ্চাই জানে যে প্রধানমন্ত্রীই আমাদের সমস্ত সর্বনাশের কারণ।

প্রশাসক-পরিদর্শক তো রাগে গুম হয়ে পরিদর্শন না করেই ফিরে গেলেন।

শিক্ষক খুবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ছাত্রকে রেগে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

শিক্ষক ॥ কি ব্যাপার বলতো ?

ছাত্র ॥ কিসের স্যার ?

শিক্ষক ॥ এর আগে তুমি বেড়ালবাচ্চাগুলো সম্পর্কে যা বলেছিলে আজ তার উল্টো বললে কেন ?

ছাত্র ॥ সেদিন যে বেড়ালবাচ্চাগুলোর চোখ ফোটেনি স্যার। এখন ওদের চোখ ফুটেছে তো তাই অন্য রকম জানতে পেরেছে।

* * *

॥ ভালো খবর খারাপ খবর ॥

ডাক্তার ॥ মি. রায় আপনার জন্য দুটো খবর আছে। একটা ভালো খবর আর একটা খারাপ খবর।

রোগী ॥ বলুন।

ডাক্তার ॥ বলব তো বটেই। কোন্‌টা আগে বলব ভাবছি।

রোগী ॥ খারাপটাই আগে বলুন।

ডাক্তার ॥ খারাপ খবরটা হোল—আপনার দুটো পা-ই কেটে ফেলতে হবে।

রোগী ॥ অ্যাঁ?

ডাক্তার ॥ এরপর ভালো খবর—

রোগী ॥ এরপর আর কি এমন ভালো খবর থাকতে পারে?

ডাক্তার ॥ আছে। আপনার পাশের বেডের ভদ্রলোক আপনার স্যাণ্ডেলটা কিনে নবেন বলেছেন।

*　　　*　　　*

হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ॥

ডাক্তার (স্ত্রীকে) ॥ আজকের অপারেশনের এই পাঁচহাজার টাকা রাখো।

স্ত্রী ॥ দাও।

ডাক্তার ॥ আর একটু হলেই টাকাটা হাতছাড়া হয়ে যেত!

স্ত্রী ॥ কেন?

ডাক্তার ॥ একেবারে শেষ মুহূর্তে করলাম তো।

স্ত্রী ॥ তাতে কি?

ডাক্তার ॥ আর একটু হলেই আর অপারেশান করতে হোত না। সব্বোনাশ হোত!

স্ত্রী ॥ মারা যেত বুঝি?

ডাক্তার ॥ না, না।

স্ত্রী ॥ তবে?

ডাক্তার ॥ অপারেশান ছাড়াই ভালো হয়ে যেত। টাকাটা হাতছাড়া হোত না?

*　　　*　　　*

॥ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ॥

রোগী ॥ ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার ॥ এখন কেমন?

রোগী ॥ আগে অন্যান্য উপসর্গ, মানে, কাশি, বুকে সর্দি বসা, এসব আর তেমন নেই। কিন্তু নিশ্বাস নিতে গেলে হাঁফ ধরাটা আর কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না।

ডাক্তার ॥ ভাববেন না। নিঃশ্বাসের ব্যাপারটা শীগ্গিরই বন্ধ করে দেব।

* * *

॥ চামচের বড় অভাব ॥

কিশোর ॥ ডাক্তারবাবু বড্ড কাশি হয়েছে।

ডাক্তার ॥ এই সিরাপটা দিনে চার চামচ করে খাবে।

কিশোর ॥ আজ্ঞে—[কি যেন ভাবে]

ডাক্তার ॥ কিছু বলবে ?

কিশোর ॥ আজ্ঞে ডাক্তারবাবু আমাদের বাড়িতে যে তিনটের বেশি চামচ নেই !

* * *

॥ মাত্র দু'মিনিট ॥

রোগী (কোঁকাতে কোঁকাতে) ॥ ডাক্তারবাবু আমাকে আগে দেখুন দয়া করে। আমি আর এক মিনিটও বাঁচবো না !

ডাক্তার ॥ দু'মিনিট বসুন দেখছি।

* * *

॥ মনে পড়ে যায় ॥

রোগী ॥ ডাক্তারবাবু ভাল করে দেখুন, বুকে বড় কষ্ট।

ডাক্তার ॥ দেখছি তো। আপনাকে দেখতে দেখতে আমার অমূল্যবাবুর কথা মনে পড়ছে।

রোগী ॥ কোন্, অমূল্যবাবু ? যিনি জনডিসে মারা গিয়েছিলেন ?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ।

রোগী ॥ তবে কি আমার জনডিস হোল ?

ডাক্তার ॥ না, না, আপনার জনডিস হয়নি।

রোগী ॥ তবে ?

ডাক্তার ॥ অমূল্যবাবুও আপনার মত ভিজিট না দিয়ে দিয়ে আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে গিয়ে মারা গেল। তাই ভাবছি—

*　　　*　　　*

॥ হিন্দী শেখা সহজ কাজ ॥

শিক্ষক ॥ শ্রীকান্ত হিন্দী ট্রানস্লেশন শিখে এসেছে ?

ছাত্র ॥ হ্যাঁ স্যার।

শিক্ষক ॥ বেশ বল, দশরথের চার ছেলে।

ছাত্র ॥ দশরথকা চৌবাচ্চা।

*　　　*　　　*

॥ যেটা বলা সহজ ॥

হিন্দী পরীক্ষা হচ্ছে।

জনৈক ছাত্রকে হিন্দী শিক্ষক প্রশ্ন করেছেন ঃ

—তোমার এক বন্ধু এসেছে তাকে তুমি কলকাতা দেখাতে নিয়ে যাবে। তাকে কি কি দেখাবে হিন্দীতে বল।

ছাত্র জবাব দিল ঃ

—হ্যম উসকো রাজভবনকে লে যায়েগা, জাদুঘরমে লে যায়েগা, চিড়িয়াখানা লে যায়েগা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল লে যায়েগা ···

—উঁহু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ইংরেজী কথা। ওটার হিন্দী বল।

শিক্ষক বাধা দিলেন।

ছাত্র তো অকুল পাথারে পড়লো।

ভিক্টোরিয়ার হিন্দী আবার কি ?

অবশেষে সে বললো ঃ

—নেহি, হাম উসকো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল নেহি দেখায়েঙ্গে। হাম উসকো পরেশনাথ মন্দিরমে লে যায়েগা।

*　　　*　　　*

॥ গলা থেকে পয়সা ॥

এক বাচ্চা ছেলে হঠাৎ একটা পয়সা গিলে ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল পড়ে গেল।

নানা মুনির নানা মত।

কেউবা এ্যালোপ্যাথি করতে বলে।

কেউ বা হোমিওপ্যাথি।

আবার কেউ বা কবিরাজী।

কি করলে যে ভালো হবে সেটা কেউই বুঝতে পারছে না।

সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এক ভদ্রলোক।

তিনি বাচ্চাটাকে ধরে তার পা দুটে ওপরে তুলে মাথাটা নীচের দিক করে ধরলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পয়সা ঠং করে মেঝেতে পড়লো।

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

সবাই ভদ্রলোককে খুব বড় ডাক্তার মনে করে যথারীতি ভিজিট দিতে গেলে ভদ্রলোক বললেন ঃ

—ভিজিট নেবো কেন আমি কি ডাক্তার নাকি ?

—তবে ?

—আমি তো ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের লোক। লোকের গলা থেকে পয়সা বের করাই তো আমার কাজ।

* * *

॥ বোল্‌তা বোল্‌তা ॥

জনৈক বাঙালী।

বিহারের কোন একটি জায়গায় বেড়াতে গেছে।

একদিন তার ছেলেকে বোলতাতে কামড়ায়।

ফলস্বরূপ কিছুক্ষণের মধ্যে মুখচোখ ফুলে উঠলো।

তাই দেখে ছেলেটির মা শংকিত হয়ে স্বামীকে ডাক্তার ডাকতে পাঠায়।

ভদ্রলোক তো এখন ভাল হিন্দী বলতে পারেন না।

ফলে তিনি ডাক্তারকে কিছুতেই বোঝাতে পারেন না যে আদপে ঘটনা কি।

অবশেষে বাধ্য হয়ে ডাক্তারখানায় উপবিষ্ট এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—ভাইসাব, হামলোক তো বোল্‌তাকে বোল্‌তা বোল্‌তা হ্যায়, আপলোক বোল্‌তাকো কেয়া বোল্‌তা হ্যায় ?

*　　　　*　　　　*

॥ টাকার চেয়ে দামী ॥

১ম ॥ পৃথিবীতে সব চেয়ে দামী কি ?

২য় ॥ টাকা ।

১ম ॥ বিশ্বাস করি না ।

২য় ॥ তবু এটাই সত্য ।

১ম ॥ টাকার চেয়েও দামী জিনিষ আছে ।

৩য় ॥ অবশ্যই । তবে সেগুলো জোগাড় করতেও টাকা লাগে ।

*　　　　*　　　　*

॥ কুকুরের রাগের কারণ ॥

একজন ভদ্রলোক ।

তিনি বেড়াতে এসেছেন ।

চা-বিস্কুট, মিষ্টি একটি থলায় সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

পাশে একটা কুকুর খালি ঘেউঘেউ করছে ।

ভদ্রলোক বার দুই বিস্কুট দিলেন ।

কুকুরটির কোন ভ্রুক্ষেপ নেই ।

চীৎকার করেই চলেছে ।

ভদ্রলোক পাশের ছোট্ট বাচ্চাটাকে বললেন ঃ

—তোমাদের কুকুরটা এত চীৎকার করছে কেন ?

—আপনাকে ওর থালায় খেতে দিয়েছে তো তাই ।

ওর থালায় কাউকে খেতে দেখলে ও ভীষণ রেগে যায় ।

*　　　　*　　　　*

ছনুবাবুর কবিতার আসর·······।

রসের ছর্‌রা

॥ বঙ্গসংবাদ ॥

শুনতে পেলুম বঙ্গে গিয়ে,
আছে নাকি সব রঙ্গ নিয়ে।
কাজ চলছে পাতাল রেলে,
চড়বে কেউ তার ভাগ্য হলে।

পাতাল রেলের কাজের খবর ?
মন্দ নয় সে খবর জবর।
মাটি জমে হচ্ছে পাহাড়,
কলকাতারই বাড়ছে বাহার।
হচ্ছে সে তো তিলোত্তমা,
খানা খন্দের নেই কো কমা।
ক্ষণে ক্ষণেই ট্রাফিক বন্ধ,
সঙ্গী আছে বাংলা বন্ধ।
মিনি ম্যাক্সির ছড়াছড়ি,
উঠতে বাসে হুড়োহুড়ি।
বাদুড়ঝোলা চলছে বাস,
দেখলে পরে হচ্ছে ত্রাস।
চতুর্দিকেই খোঁড়াখুঁড়ি,
উঠছে মাটি ঝুড়ি ঝুড়ি।
মিছিল, মিটিং চমৎকার,
'লাগছে ভাল'—অমত কার ?
লবণ হ্রদে হচ্ছে 'হোপ',
সংস্কৃতি কি হচ্ছে লোপ ?
নয় কো 'অপ' এ 'সংস্কৃতি',
যারা বলে তারা মন্দমতি।
একদলেতেই দলাদলি,
আড়াল হলেই কোলাকুলি।
মন্ত্রীরা সব দেশের দাদা,
এ ওর গায়ে ছোঁড়েন কাদা।
যা থেকে এবার খবর পেলে,
একে কি কেউ মন্দ বলে ?

[সুকুমার রায় যদি এখন কলকাতা দেখতেন]

* * *

শাড়ী আর মশারির তফাৎটা কে জানে ?
নারী আর আনাড়ির তফাতটা যে চেনে।
মোড়ে মোড়ে রেপসিডে ভাজা হয় পেঁয়াজী,
পক্ষাঘাতে পড়ে যাবে হায় কে আজি ?

*　　　　*　　　　*

সি. এম. ডি. এ দিচ্ছে ডাক—
রাস্তা ঘাট সব নিপাত যাক।
খানা খন্দ বজায় থাক।
কনট্রাকটার সব অর্থ পাক।

*　　　　*　　　　*

চলছে এখন গঙ্গাদূষণ,
শহরতলীর বাড়ছে ভূষণ।
রাস্তা জুড়ে গর্ত-কাটা,
পড়ছে মানুষ গোটা গোটা।
চলছে না কো গাড়ি ঘোড়া,
কারণ ?　সারা রাস্তা খোঁড়া।
দেখলে মনে হচ্ছে ধন্দ,
বছর জুড়েই বাংলা বন্ধ ?

*　　　　*　　　　*

প্রফেসর ভ্যাটাচারিয়া,
প্রফেসারি তার ছাড়িয়া,
বসিলেন অতি কেয়ারে,
প্রিন্সিপ্যালের চেয়ারে
তারপর হায় তারপরে
পড়ি ইউনিয়ন খর্পরে,
ভেউ ভেউ কাঁদি কহিলা,
শোন হে পুরুষ মহিলা,

নতুন এ পদ লভিয়া
আমার হয়েছে হাইড্রোফোবিয়া।

*   *   *

পথের বাজার সস্তা দাম
কিলো কিনলে সাতশো গ্রাম
চলছে অনেক ভেল্কি চাল
ঠোঙা পাল্টে রাবিশ মাল।

*   *   *

সীমান্তে কি গলবে বরফ
চলছে তার-ই চিন্তা।
শান্তি-সূত্র যা ভারতের
মানবে কি রে চীন তা॥

*   *   *

রুই কাতলা পঁচিশ টাকা,
ট্যাংরা কেজি বিশ;
মাছের অসুখ জেনেশুনে
পান করি যে বিষ।

*   *   *

টি. ভি-র সামনে হা-পিত্যেশ
সিরিয়ালের জন্যেই!
সন্ধে থেকে ছেলে মেয়ের
পড়ার দিকে মন নেই!

*   *   *

কোন্ মাছটা ভাল হবে
কোন্ মাছটা মন্দ;
পচা মাছে রোগের প্রকোপ
মাছের বাজার বন্ধ।

কোন্‌টা জলে খেলে বেড়ায়
কোন্‌ মাছেতে গন্ধ—
টাটকা এবং জ্যান্ত মাছে
নেই তো কোন ধন্দ ?

* * *

মালিক করেন লক-আউট
নেতা ডাকেন হরতাল।
বছরেতে ছয়টি মাস
পেটে বাজে করতাল।

* * *

ভাতে মাছে বাঙালি
মাছ খেতে সাধ বড়।
রুগী মাছ, লাল দাগ
দেখলেই কেটে পড়।
লাভ আর নেই আজ
শাক দিয়ে মাছ ঢেকে।
তাই আজ মাছ বাদ
বাঙালির মেনু থেকে।

* * *

ট্রাফিক জ্যামে আটকে গিয়ে
রোগী সমেত অ্যাম্বুলেন্স ;
হাসপাতালে যাবার আগে
স্বর্গে গেল রোগীর সেন্স।

* * *

হলে গিয়ে দেখতে ছবি
পেতাম কতো কষ্ট,
শুধু শুধু কাজের সময়
হতো কত নষ্ট।

ভিডিওতে হয় না সেটা
নেই হ্যারাসের লেশ।
তার ওপরে 'সেক্সি ছবি'
দেখতে লাগে বেশ।

*   *   *

পূজা সংখ্যা চল্লিশ টাকা,
ইচ্ছে থাকলেও পকেট ফাঁকা।

*   *

আসছে পুজো, হচ্ছি কুঁজো,
কেনাকাটার চাপে,
গায়ের চেয়ে গায়ের জামা
কিনছি বড় মাপে।
সাজ পোষাকে টেক্কা দিতে
করছি টাকার শ্রাদ্ধ,
সাধ মেটানোই আসল কথা
নাই বা থাকুক সাধ্য।

*   *

টেম্পারামেন্টটাই বিটকেল,
যখন-তখন তার খিটকেল।
হঠাৎ যে কি কখন খেয়ালে,
বলে আমি চড়বোই দেয়ালে।
তারেই বলে প্রেম
যখন থাকেনা future-এর চিন্তা
থাকে না কো shame।

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

*   *

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি liesure মাফিক বাসিও।
আমি সারাদিন রেঁধে বসে আছি
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সারাদিন তব লাগিয়া
রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া।
তুমি নিমেষের স্বরে প্রভাতে এসে
দাঁত বের করে হাসিও।

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

*　　　　*　　　　*

কৃষ্ণের আপন রূপ বর্ণনা ঃ
কৃষ্ণ বলে, 'আমার রাধে বদন তুলে চাও।'
রাধা বলে, 'কেন মিছে আমারে জ্বালাও
মরি নিজের জ্বালায়।'
কৃষ্ণ বলে, 'রাধে দুটো প্রাণের কথা কই।'
রাধা বলে, 'এখন তাতে মোটেই রাজী নই
সর ধোঁয়ায় মরি।
কৃষ্ণ বলে, 'রাধে আমায় বলে মোহন বেণু।'
রাধা বলে, 'ওহো! শুনে আমি মরে গেনু
আমায় ধরো ধরো।'

....

কৃষ্ণের রাধার রূপ বর্ণনা ঃ
কৃষ্ণ বলে, 'রাধে তোমার কিবা চারু কেশ।'
রাধা বলে, 'হাঁ হাঁ কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ
সেটা বলতেই হবে।'
কৃষ্ণ বলে, 'রাধে তোমার কি রূপেরই ছটা।'
রাধা বলে, 'কৃষ্ণ আমার চোখ দুটো যে কটা
নইলে আরো সুন্দর।'

কৃষ্ণ বলে, 'রাধে এমন বর্ণ দেখিনি তো কভু।'
রাধা বলে, 'আজ তো সাবান মাখিনি তো তবু
নইলে আরো সাদা।'

[সংক্ষেপিত ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

*　　　　*　　　　*

॥ বাংলায় এম. এ. ॥

জনৈক যুবক।

বাংলায় এম, এ, পাশ করে দীর্ঘদিন বেকার।

বহু অ্যাপ্লিকেশন করে, উমেদারি করে। কিছুই হয় নি।

তারপর ফেড আপ হয়ে ডিসিশন নিয়েছে, যে কোন চাকরিই তার সামনে আসুক না কেন সে করবে।

হঠাৎ একদিন বিজ্ঞাপন দেখে যে চিড়িয়াখানার একটা বাঁদর হঠাৎ মারা গেছে। নতুন বাঁদর না আসা পর্যন্ত সেখানে বাঁদরের পোষাক আর মুখোস পড়ে লাফালাফি করতে হবে। মাইনে পাঁচশ টাকা।

ছেলেটি মরিয়া হয়ে তাতেই অ্যাপ্লিকেশন করলো।

ভগবানের দয়ায় চাকরিটা হোল।

যদিও অ্যাপ্লিকেশন পড়েছিল চারশো।

যাই হোক—

ছেলেটি যথারীতি জয়েন করে লাফালাফির কাজ শুরু করে দিল সেদিন থেকেই।

একটা ছুটির দিনে

প্রচুর দর্শক এসেছে।

ছেলেটি মহানন্দে দর্শকদের খেলা দেখাচ্ছে।

সেদিন একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে লাফাতে গিয়ে।

পাশে ছিল বাঘের খাঁচা।

লক্ষ্য করে নি।

সজোরে গিয়ে বাঘের খাঁচার মধ্যে পড়েছে।

আর যায় কোথায়।

বাঘ তো আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে দর্শকেরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

কি ঘটে! কি ঘটে!

বাঘটা ধীর পায়ে বানরবেশী ছেলেটার দিকে এগোচ্ছে। প্রাণভয়ে ছেলেটা বাঘের খাঁচার পেছনে কৃত্রিম পাহাড়টার গায়ে নিজেকে সেটে রেখেছে।

বাঘটা গিয়ে 'হুমমে' করে বানরটার কাঁধের ওপর থাবা তুলে ঘাড়ের কাছে মুখটা নামিয়ে আনলো তড়িৎ বেগে।

দর্শকেরা চোখ বুজে ফেললো!

কে দেখতে চায় বাঁদরের ছিন্নভিন্ন দেহ?

বাঘটা কাঁধের কাছে মুখ এনে বানরের কানে কানে বললো :

—ভয় নেই। আমিও বাংলায় এম, এ,।

* * *

॥ ভাত খাওয়া মানে ভাল থাকা ॥

একজন লোক গেছে কোন একটি জায়গায়।

সেখানে স্টেশনে নামার পর থেকে সে শুনছে একে অন্যকে বলছে 'ভাত খেয়েছেন তো?'

বার কয়েক শুনে সে ভাবলো এটাই এখানকার ভদ্রতা।

অতঃপর তার পরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়ে সে প্রথম প্রশ্ন করলো :

—ভাত খেয়েছেন তো?

পরিচিত লোকটি তো অবাক।

—কি ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ এই বিকেলে ভাত খাবো কেন?

আসলে সেই দেশে ভারী ম্যালেরিয়াব উৎপাত। ভাত খাওয়ার অর্থ হোল জ্বর ছেড়েছে তো।

তো সে লোকটা বুঝবে কি করে?

* *

॥ রং নাম্বার ॥

একজন ডাক্তার রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে আছেন এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো ফোনের বেল।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে ধরলো।

—হ্যালো?

—হ্যালো, এটা কি 358374?

—না, এটা তিন পাঁচ আট তিন সাত চার।

—সরি, রং নাম্বার। কিছু মনে করবেন না।

* * *

॥ কেবল স্টিল ফোটোগ্রাফারই পারে ॥

অভিনেতা (পরিচালককে)॥ এমন একটা ছবি তুলুন তো আমাকে নিয়ে, যা দেখে লোকে 'আহা', 'আহা' করবে।

পরিচালক॥ আপনি আমাকে না বসে কোন স্টিল ফোটোগ্রাফারকে বলুন তিনি তুলে দেবেন। আর সেটা আপনার মৃত্যুর পর কোন মোড়ের মাথায় টাঙিয়ে দিলেই সবাই দেখে 'আহা', 'আহা' করবে।

* * *

॥ নিতান্তই vowel-এর ব্যাপার ॥

আই. এ. এম-এর ইন্টারভিউ হচ্ছে।

মেয়েদের।

জনৈক তরুণ অফিসার প্রত্যেকটি মেয়েকে একই প্রশ্ন করেছে ঃ

—বুকের ও দুটো কি?

প্রত্যেকটি মেয়ে লজ্জায় মাথানীচু করে ইন্টারভিউর যের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে।

শেষ মেয়েটিও যখন পারলো না।

তখন তরুণ অফিসার বললেন ঃ

—এই সামান্য ব্যাপারটা পারলেন না? Book-এর 'o' দুটো হোল vowel।

* * *

॥ শয়তান কে ? ॥

জনৈক পাদরী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন পার্কে বক্তৃতা দিচ্ছেন। অনেকেই সেখানে এসেছে। শুনছেও উদগ্রীব হয়ে। রাস্তা দিয়ে যেতে কোন একজন লোক দাঁড়িয়ে গড়ে পাদরীর বক্তৃতা শুনছিল।

পাদরী তখন বক্তব্য প্রায় শেষ করে এনেছে।

তিনি কথা বলতে বলতে হঠাৎ লোকটার মুখের দিকে চেয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন ঃ

—'…এবং শয়তান তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল ঃ

—হ্যা, আপনি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন বটে।

* * *

॥ নিজের বলতে কিছু নেই ॥

বাসে ঠাসাঠাসি ভীড়।

গেটে লোক ঝুলছে।

অফিস টাইম।

একজন লোক ছুটতে ছুটতে এল বাসের হ্যাণ্ডেল ধরবে বলে।

একজন লোক বললো ঃ

—দাদা একদম জায়গা নেই। পা পর্যন্ত দিতে পারবেন না।

—যা হোক করে দিয়ে দেব।

—পারবেন না। বলছি তো! আপনি বরং পরের বাসে আসুন না। কষ্ট হবে না।

—সবই তো পরের বাস! নিজের বাস আর কোনটা? নিজের বাস থাকলে কি আর এত কষ্ট করে যাই!

* * *

॥ কতদাম হতে পারে ! ॥

চিতল মাছ খুব দামী মাছ।

বিশেষ করে পেটির মাছ।

একটা পরবের দিনে জনৈক ভদ্রলোক পাঁচকেজির একটি মাছ (চিতল) নিয়ে চলেছেন রাস্তা দিয়ে।

অপর একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন ঃ

— দাদা মাছটা কত করে কেজি নিল?

যেতে যেতেই জনৈক ভদ্রলোক উত্তর দিলেন ঃ

—আশি!

—আসুন! কিন্তু দামটা বললে আপনার কি এমন ক্ষতি হোত, শুনি?

* * *

॥ বড় ব্যবসাদার কে? ॥

জনৈক মাড়োয়াড়ী ভারী চাঁদা দেবার সুবাদে কোন সংস্থার পঁচিশে বৈশাখের কবি প্রণামে সভাপতি হয়েছেন এবং গলায় মালা পড়ে আসন জাঁকিয়ে বসেছেন। এমন সময় তাঁর বলবার পালা এল।

তিনি উঠে বক্তৃতা শুরু করলেন।

দুচার সেকেন্ড বলার পর ঃ

—এই রোবি ঠাকুর যে কোত্তবড় বেওসাদার ছিলেন তা কেউ জানেনা। হামাদের লোকে বেওসাদার বলে কিন্তু রোবি ঠাকুর শুধু কুছু কাগজ আর কালি কিনে লিখে ছাপিয়েছেন। আর লক্ষ লক্ষ টাকা পিটেছেন। তাহলে বলুন কে বড় বেওসাদার?

* * *

॥ সবটাই চাহিদা অনুযায়ী ॥

প্রেমিক-প্রেমিকার এক আবেগ ঘন মুহূর্ত্তের কথোপকথন।

প্রেমিক ॥ শুক্লা তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না।

প্রেমিকা ॥ আমিও না।

প্রেমিক ॥ তুমি আমাকে সত্যি ভালবাসো শুক্লা?

প্রেমিকা ॥ সত্যি ভালবাসি গো।

প্রেমিক ॥ ঠিক কতটা ভালবাস বলতো?

প্রেমিকা ॥ ঠিক কতটা তোমার চাই বলতো?

* * *

॥ জীবনের ভারসাম্য ॥

বার্ণাড শ।

সব্বাই চেনে।

এই শ 'কে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিল ঃ

—আচ্ছা, আপনাকে তো কখনও হাসতে দেখিনি আমরা কেউ। আপনি কি তবে হাসেন না ?

—কে বলেছে হাসি না ?

—তবে দেখিনা কেন ?

—আপনাদের দেখিয়ে হাসতে হবে নাকি ? তবে হাসি। ঠিক যতক্ষণ গম্ভীর থাকি ততথণই হাসি।

—মানে ?

—মানে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখি। এই ভারসাম্য বজায় রাখা শিখেছি আমি আমার জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে।

—কি রকম ?

—আমার ছেলেবেলায় আমি জেঠামশায়ের বাড়ি থাকতাম। জেঠামশায়ের একটা ছোট্টখাট্টো ল্যাবরেটরী মত ছিল। একদিন জেঠামশায় একটা দূরবীন কিনে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি ছেলেমানুষ। দূরবীন দিয়ে আকাশ দেখবার লোভ সামলানো যায় ! কিন্তু এরপর থেকে জেঠামশায় প্রতিদিন বের হবার সময় দরজা বন্ধ করে দিয়ে যান ? এদিকে আমিও তক্কে তক্কে থাকি, কোনদিন কি জেঠামশায় তালা দিতে ভুলবেন না ! তো একদিন জেঠামশায় ভুলে তালা না দিয়ে বেরিয়ে গেছেন ! আমিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে গেলাম। গিয়ে দূরবীনে চোখ রাখলাম।

দূরবীনটা জানালা বরাবর রাখা !

ও বাবা !

দূরবীণে চোখ রাখতেই দেখি সমুদ্রপারে স্নানরতা অর্ধনগ্না যুবতী নারীদের মেলা !

আমি তো লজ্জায় মাথা নীচু করলাম !

মাথা নীচু করতেই দেখি দূরবীণের সামনে বাইবেল খোলা !

তখন আমার কাছে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হোল !

—কি ব্যাপার ?

—বুঝলেন না ? অর্ধনগ্না নারীদের দেখে জ্যাঠামশায় যে পাপ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে বাইবেল পড়ে পুণ্য করে সেই পাপ খণ্ডন করতেন।

—সুতরাং জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা কত দরকার ভাবুন তো।

*   *   *

॥ আপেল ভার্সেস কমলা ॥

ছেলে ॥ বাবা এই অংকটা একটু দেখিয়ে দেবে ?

বাবা ॥ কেন দেবো না ?

ছেলে ॥ তোমার অসুবিধে হবে না তো ?

বাবা ॥ দূর পাগলা ? অংকে তো আমি বরাবরই ফার্স্ট হতাম।

ছেলে ॥ তাহলে তো তুমি পারবেই।

বাবা ॥ নিশ্চয়ই পারবো। কই ? দেখি বলতে !

ছেলে ॥ তোমার প্যাকেটে পঁচিশটা কমলালেবু আছে পঁচিশজন ছাত্রকে ভাগ করে দিতে হবে। তুমি ভাগ করতে গিয়ে দেখলে দশটা পড়ে গেছে। বাকীটা কিভাবে ভাগ করবে ?

বাবা (চুপ করে রইলেন) ॥ এই ব্যাপার !

ছেলে ॥ খুব কঠিন, না বাবা ?

বাবা ॥ না, না এমন কিছু কঠিন নয়। ঐ কমলালেবুটাকে গোলমেলে।

ছেলে ॥ কেন ?

বাবা ॥ আমাদের বেলায় অংকগুলো আপেল দিয়ে থাকতো।

ছেলে ॥ তাতে কি সুবিধে ? অংক তো একই !

বাবা ॥ সুবিধেটা হোল এই যে, আপেল তো খুব বেশি পচে না। তাই পঁচিশ বা পঞ্চাশটা আপেল পুরোটাই থাকতো। ভাগ করতে কোন কষ্ট হোত না।

*   *

॥ সবই টানাটানির ব্যাপার ॥

রথযাত্রার দিন।

উৎসবের দিন।

উৎসবের দিনে বাঙালীদের বাচ্চা-কাচ্চা। বুড়ো-বুড়ি, ছোঁড়া-ছুঁড়ি সবারই একটু স্বাধীনতা দেয়া থাকেই।

তো একটা কিশোর ছেলে আড়ালে সিগারেট খাচ্ছে দেখে পাড়ার একজন বয়স্ক লোক গিয়ে ধরেছে।

—কি রে, গুলটে? সিগারেট টানছিস?

—কি করবো! বাবা ভিড়ের মধ্যে রথ টানতে নিষেধ করেছেন তো! তাই ফাঁকায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি!

*　　　*　　　*

॥ অমিলের জন্যই মনে পড়ে ॥

প্রেমিক ॥ বিশাখা, তুমি যে অমিতের এত গল্প আমার কাছে সর্বদা কর, তুমি বোধহয় অমিতকে ভুলতে পারনি, তাই না?

প্রেমিকা ॥ বাড়িতে আমার কিছু অমিতকে মনে পড়ে না। তোমাকে দেখলেই মনে পড়ে।

প্রেমিক ॥ কেন? আমার সঙ্গে বুঝি অমিতের খুব মিল?

প্রেমিকা ॥ না তো!

প্রেমিক ॥ অমিলের জন্যইত মনে পড়ে। অমিতকে যেমন সুন্দর দেখতে তুমি তেমনি—!

*　　　*　　　*

॥ ফিফটি ফিফটি ॥

মণিব ॥ এই রামু, বাথরুমে গিয়েছিলাম, তখন টেবিলের ওপর দশটা টাকা পেয়েছিস?

চাকর ॥ না, তো!

মণিব ॥ দেখ আমাকে টুপী পড়াবিনা। বাড়িতে কেউ নেই। টাকা যাবে কোথায় ? দে শিগ্‌গির !

চাকর ॥ যাকগে, চীৎকার চেঁচামেচি করবেন না। আপনিও পাঁচটাকা ছাড়ুন আমিও পাঁচটাকা ছাড়ি। দুজনেরই ক্ষতি হোক। ফিফটি-ফিফটি।

*　　　*　　　*

॥ কেবল ডাক্তারই পারে ॥

জনৈক ॥ নমস্কার, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ॥ নমস্কার !

জনৈক ॥ ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার চিকিৎসার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

ডাক্তার ॥ কিন্তু আপনার কোন চিকিৎসা করেছি বলে তো মনে করতে পারছি না !

জনৈক ॥ না, আমাকে নয়। আপনি আমার কাকার চিকিৎসা করেছেন !

ডাক্তার ॥ কে আপনার কাকা ?

জনৈক ॥ আজ্ঞে স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাস !

ডাক্তার ॥ স্বর্গীয় ?

জনৈক ॥ হ্যাঁ। তিনি আপনার হাতেই মারা গেলেন। সেইজন্য আমার কাকার অফুরন্ত টাকার মালিকানা পেলাম।

*　　　*　　　*

॥ ফেরত এলে কি আর করা ॥

ডাক্তার ॥ রোগীকে আমার চিকিৎসাবাবদ যে চেকটি দিয়েছেন সেটা ফেরত এসেছে ব্যাংক থেকে।

রোগী ॥ কি আশ্চর্য !

ডাক্তার ॥ কেন টাকা না থাকলে তো চেক ফেরত আসবেই।

রোগী ॥ না, আমি অন্য ব্যাপারে বলছি !

ডাক্তার ॥ কি ব্যাপারে ?

রোগী ॥ আপনি আমার যে রোগটা সারিয়েছিলেন, সেটাও আমার কাছে ফেরত এসেছে। কি অসুবিধা হচ্ছে বলুন তো ?

* * *

॥ ডাক্তারের ভুল হয় না ॥

রোগী ॥ ডাক্তারবাবু, টাইফয়েডের চিকিৎসায় আমার রোগ তো সারল না। আমার ক্যানসার হয় নি তো ?

ডাক্তার ॥ একথা কেন বলছেন ?

রোগী ॥ আমাদের পাড়ার নারুবাবুকে ডাক্তার টাইফয়েড বলে চিকিৎসা করলো কিন্তু সে বেচারি ক্যানসারে মারা গেল।

ডাক্তার (রাগে) ওসব নারু-ফারু ছাড়ুন তো ! আমি যদি কারো টায়ফয়েডের চিকিৎসা করি তবে সে টাইফয়েডেই মারা যায় ! ওসব ভুল আমার হয় না, হুঁ !

* * *

॥ ইম্‌ট্যান্ট ছিল না ॥

সবে মাত্র ডাক্তারি পাশ করেছে, দু বন্ধু গেছে দুই গ্রামে। সরকারি চাকরি নিয়ে, পাশাপাশি গ্রাম।

একবার একটি গ্রামে কলেরা শুরু হয়েছে মহামারীরূপে। এক বন্ধু ছুটে গেছে অপর বন্ধুর কাছে। পাশের গ্রামে।

১ম বন্ধু ॥ কি রে ? তুই হঠাৎ ?

২য় বন্ধু ॥ অজয় কলেরার ট্রিটমেন্টটা কিরে ?

১য় বন্ধু ॥ সে কি ? জানিস না ?

২য় বন্ধু ॥ না। কলেরা তো তোদের বেলায় ইম্পর্টান্ট ছিল আমাদের বেলায় ইম্পর্টান্ট ছিল টাইফয়েড। তাই কলেরা তো আমরা কেউই পড়িনি।

* * *

রাজনীতি রসনীতি
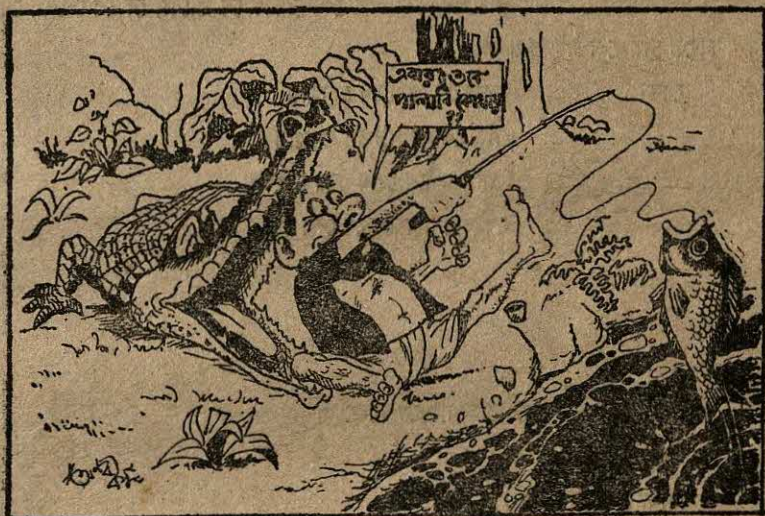
॥ পলিটিক্সের অর্থ ॥

ক্যাডার ॥ আমি আর পার্টিতে আসবো না দাদা।

নেতা ॥ কেন ?

ক্যাডার ॥ বাবা বলেন পলিটিক্স করা খারাপ।

নেতা ॥ কেন ?

ক্যাডার ॥ তা জানি না।

নেতা ॥ দূর বোকা খারাপ হবে কেন ? একটু কৌশল করতে হয় এই যা !

ক্যাডার ॥ তাহলে বাবা বলেন কেন ?

নেতা ॥ তা তো জানি না ভাই।

ক্যাডার ॥ পলিটিক্সের অর্থ কি ?

নেতা ॥ পোলাইট ট্রিক্স (Polite tricky) পলিটিক্স (Politics) বুঝলি কে বোকা। মৃদু কৌশল। সেটা কি খারাপ ?

*　　*　　*

॥ কোন্ দল দেশসেবা করে ॥

ক্যাডার ॥ আমাদের দলের এত ভাগ কোন্‌দিকে যে যাবো, কে যে দেশের সেবা করতে চায় বোঝাই যায় না।

নেতা ॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ কংগ্রেস ?
(রা) জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে যে দেশ।'

*　　*　　*

॥ নেতা কেন চেঁচায় ॥

বাবা ছেলেকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে।

ছেলে ॥ বাবা ও কে ?

বাবা ॥ উনি নেতা।

ছেলে ॥ ওনার কি হয়েছে ?

বাবা ॥ কিছু হয় নি তো !

ছেলে ॥ তবে অমন চেঁচাচ্ছেন কেন ?

বাবা ॥ ওদের চেঁচাতে হয়। ওনারা নেতা তো, তাই ! নেতাদের না চেঁচালে ভোটে জেতা যায় না।

*　　*　　*

॥ নেতা কয় প্রকার ॥

কিছুদূর যাবার পর আবার পুত্রের প্রশ্ন ঃ

ছেলে ॥ বাবা নেতা কত রকমের হয় ?

বাবা ॥ চার রকমের! প্রবীণ নেতা, যুব নেতা, কিশোর নেতা আর শিশু-নেতা।

ছেলে ॥ কি হলে নেতা হয়।

বাবা ॥ শিক্ষা না থাকলেও চলে তবে সব নেতাদেরই অভিনেতা হতে হয়।

* * *

॥ যেটা সুবিধে সেটাই করা উচিত ॥

একটা ছেলে কলেজে ভর্ত্তির জনৈক মন্ত্রীর চিঠি চাইতে গেছে। মন্ত্রী তাকে ডেকে বললেন ঃ

মন্ত্রী ॥ কি নাম?

ছেলে ॥ আমার?

মন্ত্রী ॥ হ্যাঁ। কি নামে চিঠিটা তৈরী হবে সেটা লিখতে হবে না?

ছেলে ॥ আজ্ঞে আমার নাম, বিদ্যোদয়প্রসাদ বসুরায় চৌধুরী।

একটু পরে মন্ত্রী রেকমেণ্ডেশান লেটার ছেলেটির হাতে তুলে দিল। ছেলেটা চিঠিটা দেখে বললো ঃ

ছেলে ॥ এ কি স্যার আপনি আমার নামের জায়গায় লিখেছেন রাণু ঘোষ। কিন্তু আমার নাম তো—

মন্ত্রী ॥ জানি। তবে আমি ঐ নামের বানানটাই জানি। তাই আমি সমস্ত সার্টিফিকেট ঐ এক নামে করি। আর তোমার নাম তো—

* * *

॥ বাণ্টু সুন্দর হলেন ॥

বাণ্টুর ভারী সুন্দরের প্রতি ঝোঁক।

সুন্দর হলেই হল। সে সাপ হোক আর ব্যাংই হোক।

বাপ্পির চোখ দুটো সুন্দর।

নাকটা সুন্দর।

ঠোঁটটা সুন্দর।

গায়ের রংটা সুন্দর। দাঁতের এক পাশে গজদাঁত আছে, সেটা সুন্দর।

সুতরাং সব কটাই বাণ্টুর মাঝে মাঝেই দরকার হয়।

বিশেষ করে কোথাও বেড়াতে যেতে হলেই তিনি বাপ্পির কাছে সোজা চলে এসে বলেন :

—এই যে বাপ্পিবাবু মামাবাড়ি যাচ্ছি, আপনার চোখদুটো দেবেন, প্রতিবারই বান্টুদেবী উত্তর পান :

—ও মা আমিও যে জ্যাঠাইমার বাড়ি এখুনি যাচ্ছি। কি করে দেব ?

এইভাবে কখনও নাক চেয়ে কখনও ঠোট চেয়ে, কখনও বা গায়ের রং চেয়ে বান্টু-দেবী প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

মনের মধ্যে ভারী অভিমান ছিল বান্টুদেবীর।

একদিন মনে মনে রেগে বান্টুদেবী বাপ্পিবাবুকে গিয়ে বললেন :

—আপনার ঐ পাশের গজদাঁতটা দেবেন ?

—আজ আবার কোথায় যাবেন বান্টুদেবী ?

—কোথাও যাবো না। বাগানে বড় জঙ্গল হয়েছে বাগানটা কোপাবো, কোদাল পাচ্ছিনা কিনা !

* * *

॥ বান্টুর-বাপ্পির বাজার গমন ॥

বাপ্পি ॥ কোথায় যাচ্ছেন বান্টু দেবী ?

বান্টু ॥ বাজারে। বাজার করতে।

বাপ্পি ॥ বেশ বেশ।

বান্টু ॥ আপনি কোথায় চললেন বাপ্পিবাপু ?

বাপ্পি ॥ আমিও বাজারেই যাচ্ছি। বাজার করতে।

বান্টু ॥ বাঃ ! আমাদের কি মিল। তা কোন বাজারে যাচ্ছেন ?

বাপ্পি ॥ জগুবাবুর বাজারে বাজার করতে। আপনি ?

বান্টু ॥ আমি যাচ্ছি আনন্দবাজারে বাজার করতে। জগুবাবুর বাজার থেকে ওখানে দাম অনেক সস্তা।

* * *

॥ মুশকিলে পড়েছেন বাণ্টু দেবী ॥

বাণ্টুর ভীষণ মন খারাপ।

জানালার ধারে চুপ করে আছেন।

কত লোক আসছে যাচ্ছে। চোখেই পড়ছে না বাণ্টুদেবীর।

এমন সময় বাপ্পিবাবুর আগমন ঃ

—কি ব্যাপার বাণ্টুদেবী মুখ যে একেবারে শুকনো।

—আর বলবেন না বাপ্পিবাবু, বড় ঝামেলা যাচ্ছে।

—কি হোল ?

—আপনার মুখটা দু'চার মিনিটের জন্য ধার দেবেন ?

—কেন বলুন তো ?

—আর বলবেন না, এমন মুশকিল—

—কি হোল বলবেন তো ?

—মা তো সন্তোষী মার পুজা করেন⋯ ⋯

—জানি তো।

—তাহলে জানেন নিশ্চয়ই যে পুজা শেষে প্রসাদটা গরুকে খাইয়ে দিতে হয়।

—শুনেছি। তা আমার মুখ দিয়ে কি হবে ?

—এখন আমি এই অসময়ে গরু কোথায় পাই বলুন তো ? বলছিলাম গরুকে খাওয়ানোও যা আপনাকে খাওয়ানোও তাই, যদি দয়া করে মুখটা বাড়িয়ে দেন তো—

* * *

॥ জ্ঞান ছড়ালেন বাণ্টু বাপ্পি ॥

বাপ্পি ॥ কুজ্ঝটিক বানান জানেন বাণ্টুদেবী ?

বাণ্টু ॥ যন্নবাতি মানে জানেন বাপিবাবু ?

বাপ্পি ॥ হৃষিকেশ কোথায় জানেন ?

বাণ্টু ॥ কলুটোলা কোথায় বলুন তো ?

বাপ্পি ॥ শাজাহানের নাম শুনেছেন ?

বাণ্টু ॥ তিতুমীরের নাম জানেন ?

বাপ্পি ॥ নিউটন কে ?

বাণ্টু ॥ আর্কিমিডিস কে ?

বাপ্পি ॥ আমব্রেলা বানান কি ?

বান্টু ॥ পাইন অ্যাপল বানান কি ?

বাপ্পি ॥ না আপনার জ্ঞান খুবই কম।

বান্টু ॥ নাঃ আপনিও দেখছি কিছুই জানেন না।

* * *

॥ কবিতা লিখলেন বান্টু-বাপ্পি ॥

বান্টু ॥ কি ব্যাপার বাপ্পিবাবু ? মুখ এত শুকনো কেন ?

বাপ্পি ॥ শুকনো কেন থাকবো ? আমি ভাবছি !

বান্টু ॥ কি ভাবছেন ?

বাপ্পি ॥ কবিতা।

বান্টু ॥ সে কি ?

বাপ্পি ॥ জানেন বান্টুদেবী, রবীন্দ্রনাথ আমার বয়স থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন ?

বান্টু ॥ তাই বুঝি ?

বাপ্পি ॥ নিশ্চয়ই।

বান্টু ॥ তা কবিতা লেখা বুঝি খুব কঠিন ?

বাপ্পি ॥ ভীষণ। দেখছেন না, আমার কেমন মুখ শুকিয়ে গেছে। কেবল একটা লাইন লিখেছি আর মেলাতে পারছি না।

বান্টু ॥ কি লিখেছেন বলবেন ?

বাপ্পি ॥ মেয়েদের দ্বারা ওসব হয় না। শুনে কি করবেন ?

বান্টু ॥ তবু শুনি না।

বাপ্পি ॥ আপনি বড় জেদী। শুনুন—খুসখুসে কাশি। ঘুষঘুষে জ্বর—পরের লাইনটা যে কি হবে ?

বান্টু ॥ এ আর এমন শক্ত কি ?

বাপ্পি ॥ এ আপনার তরকারি কাটা নয় বুঝলেন ? রীতিমত মাথা খাটা—

বান্টু ॥ বুঝেছি, বুঝেছি। দেখুন না পারি কিনা ! খুসখুসে কাশি। ঘুষঘুষে জ্বর। বাপ্পিবাবু। তাড়াতাড়ি মর—কেমন হোল ?

* * *

॥ বাণ্টু বাম্পির নাম বিভ্রাট ॥

বাম্পি ॥ বুঝলেন বাণ্টুদেবী আপনার নামটা যেন কেমন !

বাণ্টু ॥ কেন ?

বাম্পি ॥ শুনলেই মনে হয় আপনি বেঁটে। বেঁটে থেকে বাণ্টু হয়েছেন।

বাণ্টু ॥ আমারও তাই মনে হয়। তবে আপনার নামটাও খুব আহামরি নয়।

বাম্পি ॥ কেন ?

বাণ্টু ॥ বাম্পি শুনলেই মনে হয় তাম্পিমারা প্যাণ্ট পড়ে বাজারে চলেছেন।

* * *

॥ বাণ্টু বাম্পিকে ক্রিকেট বোঝালেন ॥

বাণ্টু ॥ বুঝলেন বাম্পিবাবু কাল ঐ আপনার ক্রিকেট খেলা দেখলাম।

বাম্পি ॥ আমি তো প্রতিদিনই দেখছি।

বাণ্টু ॥ কি যে দেখেন তা তো বুঝি না।

বাম্পি ॥ কেন ?

বাণ্টু ॥ আমার তো খুবই খারাপ লাগলো।

বাম্পি ॥ সে কি ?

বাণ্টু ॥ হ্যাঁ।

বাম্পি ॥ আপনি ঠিক ক্রিকেট খেলাই দেখেছেন তো বাণ্টুদেবী ? নাকি অন্য কিছু ?

বাণ্টু ॥ না, না ঐ এক ঘণ্টার খেলা হচ্ছে না—

বাম্পি ॥ একদিনের—

বাণ্টু ॥ ঐ হোল।

বাম্পি ॥ আপনি দেখেন নি আমি বলতে ব্যধ্য হচ্ছি।

বাণ্টু ॥ দেখুন, বক্‌বক্‌ করবেন না। এ তো ছিরির খেলা সেটা আবার আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে গলির মধ্যে আতার বাবার ছাতার বাঁটভাঙ্গা দিয়ে খেলেন। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

বাম্পি ॥ দেখুন বাণ্টু দেবী—

বাণ্টু ॥ বাম্পিবাবু।

বাপ্পি ॥ হ্যাঁ, দেখুন ক্রিকেটকে গালাগাল দেবেন না বলে দিলাম।

বাপ্পি ॥ আপনি ক্রিকেটের কি বোঝেন ?

বাণ্টু ॥ কাল বুঝলাম। ঐ তো একদিকে একটা ছেলে নার্স থাকে সাদা আলখাল্লা পড়ে, খালি বারবার হাত তোলে আর নামায়। বাবা বললেন ভ্যাম্পায়ার। কালে কালে কত হোল। নার্সদের নাম নাকি ভ্যাম্পায়ার ! থাকগে, মাঠময় কতকগুলো মেথর দৌড়াদৌড়ি করছে মাঠ পরিস্কার না করে। আর একটা নার্স-ছুঁড়ি ভ্যাম্পায়ারকে দেখলাম মাঠের আরেকদিকে। একটা লোক খালি বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাথা লক্ষ করে বার বার একজনকে মারছে। তাকে ঐ ভ্যাম্পায়ারটা কিছুই বলছে না। যেই আর একটা লোক একটা ছোটো চওড়া কাঠ দিয়ে বলটাকে মারতে যাচ্ছে অমনি মেথরগুলো চীৎকার করে উঠছে হাউস দেখ মানে বাড়িটা দেখ। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাম্পায়ার না কি যেন, সে একটা আঙুল তুলে বাড়িটা দেখাচ্ছে। আমি তো আকাশের দিকে চেয়ে বাড়ি-টাড়ি কিছুই দেখতে পেলুম না। আমার মনে হয় ঐ ছোটো কাঠ হাতে লোকটাকে স্বর্গে যেতে বললো। তার মানে লোকটাকে মরতে হবে। কেন ? বালাই ষাট বাড়িতে বাচ্চাকাচ্চা বউ মা রয়েছে সে মরবে কেন ? মরতে হয় ঐ ভ্যাম্পায়ারটা মরুক। ছোটো কাঠ হাতে লোকটা খুব দুঃখ পেয়েছে, ওপর দিকে মানে আকাশে বাড়ি দেখানোর জন্য। কেমন চোখ ছল ছল করে চলে গেল ! আর মেথরগুলো কি নাচছে আনন্দে ! এই আপনার ক্রিকেট।

* * *

॥ বাণ্টু বাপ্পির সব্জী চর্চা ॥

বাণ্টু ॥ কি করছেন বাপ্পিবাবু সাত সকালে ?

বাপ্পি ॥ কাল থেকে ঠিক করেছি বাগান করবো।

বাণ্টু ॥ খুব ভালো।

বাপ্পি ॥ সব্জী ফলাবো।

বাণ্টু ॥ তারপর কব্জি ডুবিয়ে খাবেন। তাই তো ?

বাপ্পি ॥ নিশ্চয়ই। সব্জী খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, জানেন ?

বাণ্টু ॥ তা আর জানি না। কি কি ফলাবেন ?

বাপ্পি ॥ অনেক রকম—বাঁধাকপি, আঙুর, কমলালেবু, আলু সব।

বাণ্টু ॥ বাঁধাকপি বড় হলে পাড়তে গাছে উঠবেন না। নীচ থেকে আঁকশি দিয়ে পাড়বেন। ভালগুলো খুব পলকা হয় তো!

বাপ্পি ॥ সে তো বটেই। তবে আলু কিন্তু গাছে উঠে গাছ ঝাঁকি দিয়ে পাড়তে হবে তাই না?

বাণ্টু ॥ হ্যাঁ নীচে একজন থাকবে, সে না হয় আমিই থাকবো। পটল গাছে পটল ফুরিয়ে গেলে গাছটা আমায় দেবেন তো।

বাপ্পি ॥ কি করবেন গাছ দিয়ে?

বাণ্টু ॥ পটলের কাঠ দিয়ে ভাবছি আমার পড়ার টেবিলটা করবো।

বাপ্পি ॥ নেবেন'খন। পেঁয়াজ গাছটা বাগানের কোনায় করতে হবে। নইলে ওর গোড়া খুব বড় তো অনেকটা জায়গা নিয়ে নেবে।

বাণ্টু ॥ আলু পেঁয়াজের কথা হলেই আমার ডিমের কথা মনে পড়ে। আমি না হয় আলু কুড়বো, পেঁয়াজও আঁকশি দিয়ে পেড়ে নেব! ডিম পাড়বে কে? আপনি?

* * *

॥ চোখের ব্যামো ॥

কোন রাজনিতিক পার্টির সাধারণ সভা হচ্ছে। সেদিন সেখানে একজন নতুন ছেলে এসেছে।

সে পার্টিতে যোগ দিতে চায়।

সভা অনেকক্ষণ চলেছে।

সভার সভাপতি একজন প্রবীণ নেতা।

তিনি বসে বসে ঢুলছেন।

জনৈক যুবনেতা নতুন ছেলেটিকে প্রশ্ন করছে।

যুবনেতা ॥ তুমি আগে কোন পার্টি করেছো?

ছেলে ॥ না।

যুবনেতা ॥ পার্টি সম্বন্ধে কিছু জানো?

ছেলে ॥ সব জানি?

যুবনেতা ॥ কি জানো শুনি?

ছেলে ॥ কি লোক নিয়ে একটা পার্টি হয়। তাদের ক্যাডার বলে। মাঝে মাঝে ক্যাডাররা কল-কারখানা বন্ধ করে দেয়। মাঝে মাঝে কি যেন সব দিতে হবে, দিতে হবে। বলে চীৎকার করে করে। অনেক সময় এই সমস্ত ক্যাডাররা পেট ঝাঁকিয়ে চা-জলখাবার বিড়ি সিগারেটের পয়সা সংগ্রহ করে। আর একজন বয়স্ক নেতা থাকে সে খালি বসে বসে ঘুমোয়।

প্রবীণ নেতা। মোটেই আমি ঘুমোচ্ছি না, আমার চোখের ব্যামো আছে।

ছেলে ॥ এ পর্যন্ত আমি যতজন নেতা দেখেছি সবার চোখের ব্যামো আছে।

*　　　*　　　*

॥ তফাৎ কোথায় ? ॥

প্রশ্ন ॥ নেতা ও অভিনেতার মধ্যে তফাৎ বা মিল কোথায় ?

উত্তর ॥ নেতা ও অভিনেতা দুজনকেই অভিনয় জানতে হয়—এটাই মিল। আর অমিল হোল অভিনেতাদের শুধু অভিনয় জানতে হয়। নেতাদের রাজনীতি ও অভিনয় দুই-ই জানতে হয়।

*　　　*　　　*

॥ শেকল ছাড়াও অনেক কিছু হারানোর আছে ॥

নেতা (কোন চাষীকে) ॥ বুঝলে ভাই, দিন সমাগত। কৃষি বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

চাষী ॥ হ্যাঁ।

নেতা ॥ সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে।

চাষী ॥ হ্যাঁ।

নেতা ॥ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে সামিল হতে হবে।

চাষী ॥ হ্যাঁ।

নেতা ॥ লড়াই-এর ডাক এসে গেছে।

চাষী ॥ হ্যাঁ।

নেতা ॥ তোমাদের শেকল ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই কিন্তু জয় করবার জন্য রয়েছে সারাটা পৃথিবী।

চাষী ॥ এই রে !

নেতা ॥ লাফিয়ে উঠলে কেন ? কি হোল ?

চাষী ॥ আপনি ঐ হাইর‍্যে যাবার কথা বললেন না ?

নেতা ॥ হাইর‍্যে ?

চাষী ॥ হ্যাঁ গো বাবু। তাইতেই মনে পড়লো। পটলির মায়ের কানের দুলটা আর গরুর গলার শেকলটা হাইর‍্যে গেছে। পটলির মা মেরে শ্যাষ করি ফ্যালাবে। আমি চলি।

* * *

॥ রাজনীতির ছর্‌রা ॥

টিপ্ টিপ্ ! টুপ্ টুপ্ !
নেতাদের বহুরূপ !
দুম দাম ! ঢিস্ ঢাস্
নেতাদের হাতে রাম !
দুদ্দুড় ! দুদ্দাড় !
মরে যতো ক্যাড্ডার !
শন্ শন্ ! গন্ গন্ !
ভোট দেয় জনগণ !
ফিস্ ফিস্ ! ফিস্ ফিস্ !
খায় নেতা বড় ডিশ্ !

* * *

॥ সবই দেওয়া হয়েছে ॥

স্ত্রী ॥ তুমি আমাকে সারাজীবন কিছুই দিলেনা।

স্বামী ॥ এ কথা বলছো কেন ?

স্ত্রী ॥ একটা বাড়ি চেয়েছি, দাওনি।

স্বামী ॥ না।

স্ত্রী ॥ গাড়ি চেয়েছি—

স্বামী ॥ দিইনি।

স্ত্রী ॥ টি ভি চেয়েছি—

স্বামী ॥ দিইনি।

স্ত্রী ॥ ফ্রীজ চেয়েছি—

স্বামী ॥ দিইনি ।

স্ত্রী ॥ গয়না চেয়েছি—

স্বামী ॥ দিইনি ।

স্ত্রী ॥ পয়সা চেয়েছি—

স্বামী ॥ দিইনি ।

স্ত্রী ॥ তাহলে ? তুমি কি দিলে বল ?

স্বামী ॥ কেন ? এগুলো না পাবার যন্ত্রণা দিলাম । ওগুলো দিলে তো এটা পেতেনা ! সবই তো দেয়া হোল প্রীতি তোমাকে !

* * *

॥ যথেষ্ট রয়েছে ॥

স্ত্রী ॥ কেরোসিন নেই কিন্তু বলে দিলাম । যা আছে বড় জোর দুদিন চলবে ।

স্বামী ॥ দেশলাই ?

স্ত্রী ॥ দেশলাই থাকবেনা কেন ?

স্বামী ॥ তেল কতটা আছে ?

স্ত্রী ॥ এক লিটার মত ।

স্বামী ॥ তবে যথেষ্ট আছে

স্ত্রী ॥ কি বলছো ? কদিন যাবে ?

স্বামী ॥ আমি তা বলিনি । ওটা তোমার গায়ে ঢালার পক্ষে যথেষ্ট ! তুমি গায়ে ঢেলে দাও । আমি না হয় দেশলাটা জ্বালিয়ে দেব খন ।

* * *

ডাক্তার ঘ্যাঁচা বাবু

॥ প্রতিজ্ঞাপত্র ॥

জীবন বীমা কোম্পানীর কয়েকটি নমুনা প্রশ্ন নীচে দেওয়া হইল।

১) মহাশয়, বালক, যুবক না বৃদ্ধ? যদি তিনের মধ্যে এক হন তাহলে কতদিন ধরে ঐ অবস্থার মধ্যে আছেন?

২) মহাশয়ের কি কোন পূর্বপুরুষ ছিল? যদি থাকিয়া থাকে তাহলে পরিমাণে কত?

৩) মহাশয় কি কখনও আত্মহত্যা করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন তাহলে কতবার করিয়াছেন?

*　　*　　*

॥ ভেরিওয়েল ॥

কটিএ গ্রামের লোক এক সাহেবের কাছে কাজ করিত। তাহার মাত্র তিনটি ইংরেজী কথা জানা ছিল। একদিন সাবেবের কিছু জিনিসপত্র চুরি যাওয়াতে সাহেব তাহাকে জিজ্ঞেস করিলেন, "তুমি আমার জিনিসপত্র নিয়েছ ?" তার উত্তর ভৃত্যটি উত্তর দিল, "ইয়েস"। তখন সাহেব বলিল, "তাহলে ফেরৎ দাও"। ভৃত্যটি উত্তর দিল, "নো"। সাহেব তখন বলিল, "তোমাকে পুলিসে দিব"। ভৃত্যটি উত্তরদিল "ভেরিওয়েল"।

* * *

॥ ন্যায়শাস্ত্র ॥

গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন্যায় শাস্ত্র কাহাকে বলে ?"
শিষ্য উত্তর দিল, "নয়কে হয় আর হয়কে নয় করার শাস্ত্রকে ন্যায়শাস্ত্র বলে।"

* * *

॥ শুক্‌তুনী ॥

একচটীতে চারজন পথিক রাত্রিবাস করতে একসাথে থাকলেন। রাত্রিকালে একজন প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাশয়ের নিবাস ?" তিন জানালেন, "মূলাজোড়।" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস্ করতে তিনি জানালেন, "পলতা।" তৃতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি জানালেন, "বেগুনে"।

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ৪র্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, "তিন মিলে যা হয় আমার নিবাস সেখানে !' অর্থাৎ শুক্‌তানী !"

* * *

॥ কবর ॥

একজন মেম্ স্বামীর মৃত্যুর আগে শ্বামীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ? যতদিন কবর না শুকাবে ততদিন তিনি বিয়ে করবেন না।

একদিন বিকেলবেলা তাকে পাখা দিয়ে কবরে হওয়া দিতে দেখে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে বসে কি করছেন ?"

মেম্ উত্তর দিলেন, 'হাওয়া দিয়ে কবর শুকাচ্ছি। আজ সন্ধায় আমার বিয়ে যে !"

* * *

✶ চুটকি থেকে রঙ্গ ✶

॥ এক চামচ চার বার ॥

এক ভদ্রলোক বড্ড বেশি চিনি খেতে ভালোবাসতেন এবং ওর বয়সের লোকেদের সমাজে বেশি চিনি খাওয়াটা দৃষ্টিকটু ব্যাপার। তাই সামাজিক অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠানে ভদ্রলোক বেশ অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেন। সেদিন ঐ রকম এক অনুষ্ঠানে গেছেন। বহু বিশিষ্ট মানুষ এসেছেন। চা পরিবেশন করা হয়েছে। এবার চিনি দেবার পালা। সবাই এক চামচ, আধ চামচ করে চিনি নিচ্ছেন। ভদ্রলোকের যেই চিনি নেবার পালা এলো উনি বললেন, এক চামচ চার বার।

* * *

এক নেতার স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, কারণ তাঁর বাচ্চা হবে। এদিকে ঐ নেতা নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় স্ত্রীর কোন খবর নিতে পারেননি। নির্বাচনের ঝামেলা মিটে গেলে উনি নার্সিং হোমে ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, "খবর কি?" এক নার্স জানাল, "আপনার স্ত্রীর একসঙ্গে তিনটি মেয়ে হয়েছে। তারা সবাই সুস্থ আছে," খবরটা শুনেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, হতেই পারে না। আমি আবার গণনার দাবি করছি।

* * *

একটা বোকা লোক ফুটবল খেলা দেখতে এসে দেখে কতোকগুলো লোক একটা বল নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর তাই দেখে কিছু লোক লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, হাত পা ছুঁড়ছে। ওদের এসব কাজ কারবার দেখে বোকা লোকটার কৌতূহল হল, ব্যাপারটা কি জানতে হবে। ও এক দর্শকের কাছে জানতে চাইল কি হচ্ছে দাদা? দর্শকটি শান্ত স্বরে বলল, ফুটবল খেলা হচ্ছে। সবাই গোল করার চেষ্টা করছে। বোকা লোকটা অন্য সবাইকে বোকা মনে করে নিজের মনে মনে বলল, লোকগুলো কি বোকা দেখ, বলটা গোল থাকতে আবার

বললেন, এটা যে দেখছেন, "এটা হলো তৃণভূমিতে বিচরণরত গরুর ছবি।" এক দর্শক বললেন, "কিন্তু ঘাস কোথায়? ঘাস তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।" দর্শক লোকটি যেন বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেছে এমনি ভাব দেখিয়ে শিল্পী বললেন, "যেখানে গরু থাকে সেখানে কি আর গরুতে ঘাস বাড়তে দেয়। ও ঘাস সব গরুতে খেয়ে ফেলেছে।" আর এক দর্শক বললেন, "কিন্তু আপনার গরুটিই বা কোথায়? গরুও তো দেখতে পাচ্ছি না।" দর্শকগুলো যেন সত্যিই বোকা এমনি ভাব দেখিয়ে হাসতে হাসতে শিল্পী বললেন, "ঘাস খাবার পর কি আর কোন গরু সে মাঠে থাকে। সে গরু এখন অন্য মাঠে ঘাস খেতে চলে গেছে।"

* * *

॥ চাষার সভ্যতা ॥

চাষারা গুরুজনদের নাম ধরে না ডেকে অমুক পালের ছেলে, তমুক ঘোষের নাতি এমনিভাবে পরিচয় দেয়। এটাকেই ওরা সভ্যতা বলে জানে। হরেণ চাষা গ্রামের আড্ডাখানায় যাতায়াত করে নতুন সভ্য হয়েছে। ও এভাবে কথা বলতে শিখেছে। একদিন ওর বাড়িতে শ্বশুরমশাই এলেন। শ্বশুরের সঙ্গে ওর একটু ভদ্রতা করার ইচ্ছে হলো। শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, কিগো শ্বশুরের পো কতোক্ষণে আশা হলো?

* * *

॥ ঘোড়া রোগেই গরু মরেছে ॥

এক বৃদ্ধা রমণী বৃন্দাবনে যাবার সময় তাঁর দুগ্ধবতী গরুটি এক প্রতিবেশী মহিলার জিম্মায় রেখে যান। বৃদ্ধার অবর্তমানে ঐ মহিলা স্বপরিবারে বেশ সুখেই গরুর দুধ পান করছিলেন। মাস ছয়েক পরে ঐ বৃদ্ধা বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলেন। বৃদ্ধার ফিরে আসার খবর পেয়ে ঐ মহিলা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গরুটা বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিলেন। পরের দিন বৃদ্ধা এসে গরুটা চাইলে ঐ মহিলা শোকাতুর মুখে বললেন, "সে গরু তো মরে গেছে মা, তুমি ছিলে না, তাই তোমাকে জানাতে পারি নি।" মহিলার কথা

বৃদ্ধার বিশ্বাস হলো না। উনি প্রমাণ চাইলেন। তখন মহিলা প্রমাণ দেবার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাকে ভাগাড়ে নিয়ে গেলেন। ভাগাড়ে মরা গরুর হাড় পাঁজরা দেখিয়ে বললেন, "ঐ দেখুন ঐ ঐটা আপনার গরুর পাঁজরা, ঐটা আপনার গরুর ঠ্যাং" ইত্যাদি। এমনি ভাবে দেখাতে দেখাতে একটা মুখের কঙ্কাল দেখালেন। ওটা দেখে বৃদ্ধা বললেন, "আরে এটা তো দেখছি একটা ঘোড়ার মুখ!" প্রতিবেশী মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "মা ঐ ঘোড়া রোগেই তো আপনার গরু মরেছে।"

* * *

রমেন ঃ বউ মারা যাবার পর থেকে তুমি দেখছি বড্ড বেশি করে খরচ বাঁচাতে শুরু করেছ। ব্যাপারটা কি?

কাজল ঃ ওটাই আমার বউয়ের শেষ ইচ্ছে ছিল।

রমেন ঃ কি করে জানলে?

কাজল ঃ মারা যাবার সময় আমার বউ চিৎকার করে বলছিল, বাঁচাও, বাঁচাও।

* * *

স্বামী ঃ বর্তমান সময়ে নারী পুরুষের কাছে কি প্রত্যাশা করে?

স্ত্রী ঃ পুরুষ মানুষটির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

* * *

সেদিন কুমকুম আর ওর স্বামী গল্প করছিল। কথায় কথায় কুমকুম বলল, "আমার মার কথা খুব মর্মস্পর্শী।" ওর স্বামী অমনি শাশুড়ির প্রশংসা করে বলল, "আর কর্ণস্পর্শীও বটে!"

* * *

স্বামী হাতে রূপোর কাপ নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে স্ত্রীর কাছে এলে স্ত্রী খুশি হয়ে বলল, "এই কাপটা তুমি দৌড় প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলে!"

স্বামী হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ পুরস্কারই বটে, দৌড়ে প্রথম হয়েছি আমি, দ্বিতীয় হয়েছে এক পুলিশ আর তৃতীয় হয়েছে এই কাপের মালিক।

* * *

শ্যামবাবু হরপ্রসাদবাবুর কাছে জানতে চাইলেন, রবিবারের ছুটির দিনটা আপনি কিভাবে কাজে লাগান ?

হরপ্রসাদবাবু বললেন, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্ত্রীর ফরমাস খেটে।

* * *

পথ চলতি এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলেন, "দাদা হাসপাতালটা কোন্ দিকে হবে ?" ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক বলতে পারছি না, তবে কোন গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে একটু রক্তপাত ঘটান, ঠিক হাসপাতালে পৌঁছে যাবেন।"

* * *

বিচারক ঃ তোমার অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় এবারকার মতো তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তবে ভবিষ্যতে আর কখনো এমন অপরাধ করো না।

অপরাধী ঃ না স্যার, ভবিষ্যতে অন্য অপরাধ করব।

* * *

ছেলে ঃ মা আমি একটা আইসক্রিম খাবো।

মা ঃ খাসনা সোনা, ঠাণ্ডা লাগবে।

ছেলে ঃ কিছু হবে না মা, কোট পরে খেয়ে নেব।

* * *

"খুব সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করা উচিত, না কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করা উচিত ?" অমল কমলকে জিজ্ঞেস করল।

কমল বলল, "খুব সুন্দরী মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত, তবে সে ক্ষেত্রে ভয় থেকে যায় কেউ না আবার বউ নিয়ে ভেগে পড়ে।"

* * *

আপনি কি ধরনের ফিল্মে আমাকে চিত্রপট লিখতে দিতে রাজি আছেন ?

নির্বাক ফিল্মে।

* * *

—আচ্ছা বলুন তো বি. এল. ওয়ার্ড. টি. ভি আবিষ্কার করেছিলেন কেন ?

—আপনারা স্বপরিবারে যাতে রামায়ণ, মহাভারত টি. ভি. সিরিয়াল দেখতে পারেন সে জন্য।

*　　　　*　　　　*

চোর বাড়ির মালিককে ঃ অন্য কিছু না, আমি তোমার বউয়ের গয়না খুঁজছি।

বাড়ির মালিক চোরকে ঃ আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও না, কিছুতেই বলে না কোথায় গয়না রেখেছে।

*　　　　*　　　　*

বিচারক ঃ মিথ্যে বললে তোমার স্থান কোথায় হবে তুমি জানো?

অপরাধী ঃ জানি হুজুর, নরকে।

বিচারক ঃ আর সত্যি বললে?

অপরাধী ঃ আপনাদের জেলখানায়।

*　　　　*　　　　*

অতিথি বাড়ির বাচ্চাকে ঃ তোমার নাম কিগো খোকা?

বাচ্চা ঃ বিল্লু।

অতিথি ঃ এ তো তোমার ডাক নাম। তোমার স্কুলের নাম কি?

বাচ্চা ঃ গোবিন্দপুর কামিনীদেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

*　　　　*　　　　*

মেয়ের বাবা মেয়ের প্রেমিককে বলল, আমি চাই না আমার মেয়ে চিরকাল একটা গাধার সঙ্গে জীবন কাটাক।

মেয়ের প্রেমিক উত্তরে বলল, সে জন্যই তো আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

*　　　　*　　　　*

কারখানায় এক যুবতী কর্মী ঢিলে-ঢালা পোশাক পরে আসায়, ঐ কারখানার ওয়ার্কশপ ম্যানেজার মেয়েটিকে বললেন, দিদিমণি এরকম ঢিলে-ঢালা পোশাক পরে দয়া করে কারখানায় আর কোনদিন আসবেন না। তাহলে কোনদিন মেশিনের মধ্যে আপনার পোশাক পেঁচিয়ে আপনি মারা পড়বেন।

মেয়েটি মুখ শুকনো করে বলল, কি করব বলুন স্যার, আমি

আবার বেশি টাইট পোশাক পরে এলে আপনার কারখানার অন্য কর্মীরাই যে মেশিনের মধ্যে চলে যাবার ভয়।

*　　　　　*　　　　　*

এক অত্যন্ত মোটা শরীরের বাবা তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে ঃ খোকা, তুমি যখন আমার বয়সী হবে তখন কি করবে ?

ছেলে বলল, রোগা হবার চেষ্টা করব বাবা।

*　　　　　*　　　　　*

বিয়ের পর বউয়ের হাতে স্বামী প্রথম রান্না খাচ্ছে। তরকারিতে প্রচুর ঝাল হয়েছে। এতো ঝাল খাওয়া স্বামীর অভ্যাস নেই। অথচ বউয়ের কাছে সেটা এখন স্বীকার করতেও সে চায় না। তাই বউ যখন জানতে চাইল, 'তরকারিটা কেমন হয়েছে ?' তখন স্বামী বলল, 'ভালোই।' বউ বলল, 'তাহলে আর একটু দি ?' স্বামী বলল, 'না, না, বেশি ভালো আমি আবার সহ্য করতে পারি না।

*　　　　　*　　　　　*

॥ হাতির বাচ্চা ও গাধার বাচ্চা ॥

একটা লোক একা একা প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটা ট্রেনের ফাঁকা কামরায় এক অত্যন্ত মোটা লোককে একা বসে থাকতে দেখে তার মজা করার ইচ্ছে হলো। জানলার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে লোক-টাকে বলল, "এ কামরাটা কি কেবল হাতির বাচ্চাদের জন্য রিজার্ভ করা ?" মোটা লোকটা বলল, "না, গাধার বাচ্চারাও এ কামরায় ঢুকতে পারে।"

*　　　　　*　　　　　*

এক ভীত সন্ত্রস্ত ভাড়াটিয়া—দাদা, শুনলাম এই বাড়িতে নাকি ভূত থাকে। কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে এতো রাত্রে আপনারা এমন-ভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান কোন্ সাহসে ?

পথচারীর দল ঃ কথাটা কতোটা সত্যি বলতে পারবো না। কারণ এই চার পাঁচ মাস হলো সবে আমরা মরেছি।

*　　　　　*　　　　　*

এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর প্রশংসা করে বললেন, আমার বউ খুব

ভালো। ভীষণ সঞ্চয়ী। আমার বাতিল টাই দিয়ে ওর ব্লাউজ তৈরি করে নেয়।

* * *

এক অল্প শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর গুণের প্রশংসা করে বলছিলেন, আমার বউ খুব ভালো। একবার যে ভুল করে সে ভুল আর দুবার করে না। তবে, নিত্য নতুন ভুল করতে তার জুড়ি মেলা ভার।

* * *

লটারির টিকিট কিনে ব্যানার্জিবাবু তার স্ত্রীকে বললেন, "যদি প্রথম পুরস্কারটা আমাদের টিকিটেই লেগে যায়, তাহলে কি হবে?"

"আমাদের প্রতিবেশী হার্টফেল করবে।" মুচকি হেসে ওঁর স্ত্রী বললেন।

* * *

স্বামী ঃ ঈশ্বর, অনেক হয়েছে এবার আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও।

স্ত্রী ঃ না ঈশ্বর, আমার সব আল্হাদ পূরণ হয়েছে। তুমি ওর আগে আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও।

স্বামী ঃ তাহলে ঠিক আছে ঈশ্বর, আমার অনুরোধ আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।

স্বামী ঃ আচ্ছা তোমার আক্কেল বলিহারি যাই! ঐ সাহেবটা তোমার দু'গালে ঠোঁটে পর পর চুমু খেয়ে গেল, আর তুমি একবারও ওকে বারণ করলে না!

স্ত্রী ঃ কি করে বারণ করব? আমি কি ইংরিজি জানি, না কি ও আমার বাংলা কথা বুঝতে পারবে?

* * *

শ্যামা ঃ বলতো, বিয়ের সময় বর গাধায় না চেপে, ঘোড়ায় চেপে আসে কেন?

রাধা ঃ কারণ, কনে একসঙ্গে দুটো গাধা দেখে আবার যাতে ভড়কে না যায় সে জন্য।

* * *

শিক্ষক ঃ আমাদের দেশের কোন্ নেতার পরিবার সব থেকে বড়?

ছাত্র ঃ মহাত্মা গান্ধীর, কারণ উনি আমাদের রাষ্ট্রপিতা।

* * *

এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষক ছাত্রদের কাছে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, কে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন ?

এক ছাত্র ঃ হোয়াট ?

শিক্ষক ঃ ঠিক বলেছ, পুরো নাম জেমস হোয়াট।

* * *

এক ছাত্রের রচনার খাতা দেখে বিরক্ত শিক্ষক ছাত্রটিকে বললেন, তোমার লেখার মান এতো নিচু দেখে আমি সত্যিই বিরক্ত হচ্ছি। তোমার বাবাকে আমায় রিপোর্ট করতেই হবে।

ছেলেটি তখন বলল, রিপোর্ট করে কি হবে স্যার, রচনাটা আমার হয়ে যে বাবাই লিখে দিয়েছেন।

* * *

স্বপন মাস্টার ঃ মা বাবার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?

ছাত্র ঃ এক থেকে পাঁচ তারিখ পর্যন্ত বাবা ; তারপর থেকে বাকি কটা দিন মা।

* * *

এক বাসযাত্রী তার পাশের যাত্রীকে খুবই বিরক্ত, অসন্তুষ্ট দেখে বললেন, "দাদা কি ব্যাপার আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে ?"

ভদ্রলোক বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একঘণ্টা ধরে আপনি যেটাকে নিজের পা মনে করে চুলকোচ্ছেন সেটা আসলে আমার পা।

* * *

একটা ছোট্ট ছেলে তার মায়ের কোলের আরো ছোট্ট ভাইকে দেখিয়ে মাকে বলল, মা, "আমার এই ভাই কোথা থেকে এসেছে ?"

ওর মা বলল, "ভগবানের কাছ থেকে।"

"তাহলে তো আমার এ ভাইটা বড় বোকা মা, অতো ভালো ভগবানকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে এলো।"

* * *

দীপঙ্করদার ম্যালেরিয়া হয়েছে। ডাক্তার ওকে কুইনিন খেতে বললেন। কিন্তু কুইনিন বড্ড তেঁতো। তাই দীপঙ্করদার মা যতো-

বারই ওকে কুইনিন খেতে দেয় ততোবারই ও ফিরিয়ে দেয়। শেষে বাধ্য হয়ে দীপঙ্করদার মা সন্দেশের মধ্যে কুইনিনের বড়ি পুড়ে ওকে সন্দেশ খেতে দিচ্ছি বলে ওর টেবিলে রেখে আসে। ঘণ্টা কয়েক পরে ওর মা খালি ডিস আনতে গিয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, "কিরে সন্দেশগুলো সব খেয়ে নিয়েছিস তো?" ভাবলেন এবার চালাকি করে বুঝি তাঁর জিত হয়ে গেল। কিন্তু ছেলের উত্তর শুনে তাঁকে যথার্থই হতাশ হতে হলো। ছেলে বলল, হ্যাঁ মা সন্দেশকটা খেয়েছি। ওগুলো বেশ ভালো ছানার সন্দেশ ছিল। মাঝে মাঝে এমন দু'একটা সন্দেশ দিয়ো। তবে সবকটা সন্দেশের ভেতরটা কেমন তেঁতো, তেঁতো। ওগুলো আমি খুঁটে খুঁটে ফেলে দিয়েছি।

*　　*　　*

খদ্দের: আমার তো আপনার হোটেলে আজ থেকে এক হপ্তা আগে আসা উচিত ছিল।

হোটেল ম্যানেজার হাত কচলাতে কচলাতে: আজ্ঞে সে তো আপনাদের দয়া। সে তো আপনাদের দয়া।

খদ্দের: দয়া নয়। তাহলে অন্তত টাটকা খাবারটা পেতাম, এক সপ্তার বাসি খাবার খেতে হতো না।

*　　*　　*

এক জননেতা নির্বাচনী ভাষণ দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে চাকরকে বললেন, "এই হরেন আমার গা, হাত, পাটা একটু টিপে দে তো। বড্ড ব্যথা করছে।" "চাকর বলল, বাবু চেঁচিয়ে তো আপনার গলাটা বেশি ক্লান্ত। যদি বলেন তো গলাটা টিপে দিতে পারি।"

*　　*　　*

বাবা: তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও? চোখের না দাঁতের ডাক্তার?

ছেলে: দাঁতের ডাক্তার বাবা।

বাবা: কেন, দাঁতের ডাক্তার কেন?

ছেলে: চোখ তো আমাদের দুটো করে আর দাত এক একজনের বত্রিশটা করে। সুতরাং দাঁতের ডাক্তার হয়েই বেশী পয়সা আসবে।

*　　*　　*

প্রথম ভিখিরি ঃ তুই যে লটারির টিকিটটা কিনলি তাতে যদি প্রথম পুরস্কার ওঠে তাহলে তুই কি করবি ?

দ্বিতীয় ভিখিরি ঃ প্রথমেই একটা স্কুটার কিনবো। আর হেঁটে হেঁটে ভিক্ষে করে পারা যায় না।

* * *

একটা লোক এক মুদির দোকানে এসে বাইশ টাকার জিনিস কিনল। লোকটার কাছে তখন কুড়ি টাকা ছিল। ও কুড়ি টাকা দিয়ে মালটা নিয়ে বলল, একটু পরে এসে দু টাকা দিয়ে যাচ্ছি।

ঠিক চার ঘণ্টা পরে লোকটা এসে দু টাকা দিয়ে বলল, এই যে বাকি টাকাটা। দোকানদার হাতের ঘড়ি দেখে বলল, দু টাকা ফেরত দিতে আপনি চার ঘণ্টা লাগালেন। ভাগ্যিস আপনাকে বারোটাকা ধার দিইনি। তা'হলে আপনি চব্বিশ ঘণ্টা লাগিয়ে দিতেন।

* * *

হোটেল ম্যানেজার ঃ বলুন রাত কেমন কাটল ?

যাত্রী ঃ খুব ভালো। আপনার হোটেলের মশা এমন শক্তিশালী যে আমায় প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস খাটে কিছু ছারপোকা ছিল! ওরা আমায় টেনে ধরে না থাকলে রাতে আমাকে হয়তো অন্য কোথাও পেতেন।

* * *

মা ঃ বাবলু, ট্রেনের মধ্যে একদম দুষ্টুমি করবি না, শান্ত হয়ে বসবি। দুষ্টুমি করলে মার খাবি!

বাবলু ঃ মা, তুমি যদি আমায় মারো তাহলে আমি টিকিট কালেক-টরকে আমার আসল বয়স বলে দেব।

* * *

"প্রেম বিচার মানে না, অন্ধ" একটি উক্তি।

"বিবাহ চোখ খুলে দেয়" একটি প্রতিউক্তি।

* * *

এক গ্রাহক নাপিতকে ঃ আরে ভাই চুল কাটতে গিয়ে তুমি তো আমার একটা কান কেটে ফেললে।

নাপিত ঐ গ্রাহককে ঃ চিন্তা করবেন না, কান কাটার পারিশ্রমিক আমি আপনার কাছ থেকে নেব না।

*　　　　*　　　　*

এক মহিলা ভীড় বাসের মধ্যে উঠেই চিৎকার করতে শুরু করে দিলেন। 'উঃ! শরীরটা বড্ড খারাপ করছে, আমাকে একটু বসতে দেবেন! প্রায় প্রত্যেক যাত্রীই ওর এ কথা শুনতে পান কিন্তু কেউই জায়গা ছেড়ে দেন না। শেষে এক অতি রোগা ভদ্রলোক তাঁর সিট ছেড়ে উঠে ঐ মহিলাকে বসতে বলে বলেন, 'আপনি বরং আমার জায়গায় বসুন।'

দুঃখের বিষয় মহিলাটির পক্ষে ঐ জায়গায় বসা সম্ভব হলো না, কারণ জায়গাটি তাঁর দেহের আয়তনের চার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

*　　　　*　　　　*

জনৈক নেতার নামে কবিতার বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে জেনে নেতা খুশিতে গদগদ হয়ে বললেন, "যাই হোক, আপনি আপনার কবিতার বইটা আমাকে উৎসর্গ করলেন কেন?"

কবি বললেন, "ছেঁদো জিনিস ছুঁচো লোককেই উৎসর্গ করা ঠিক নয় কি!"

*　　　　*　　　　*

খোকন ঃ জানিস আমি আগে যেখানে কাজ করতাম, সেখানে আমার ওপরে পঞ্চাশজন কাজ করত। এখন যেখানে কাজ করি সেখানে আমার নিচে পঞ্চাশজন কাজ করে।

ওপু ঃ তাহলে তো, অল্পদিনেই তুই খুব উন্নতি করে ফেলেছিস।

খোকন ঃ আরে, না বন্ধু, আগে আমার অফিস ছিল একতলায়, এখন আমার অফিস তিনতলায়।

*　　　　*　　　　*

রুগী ঃ ডাক্তারবাবু আপনার ফিস বড্ড বেশি।

ডাক্তার ঃ রোজ ওষুধ খেতে এসো, কিছু কনসেশন করে দেব।

*　　　　*　　　　*

এক পকেটমার বাসের মধ্যে এক ভদ্রলোকের পকেট মেরে পালিয়ে যাবার সময় ভদ্রলোকের খেয়াল হলো লোকটা তাঁর পকেট মারতে

এসেছিল। উনি তাই পকেটমার লোকটাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, এই তোমার লজ্জা হয় না, ভেবেছ আমরা চোখ বুঁজে বাসের মধ্যে রয়েছি?

পকেটমার লোকটা অমনি পালটা রোক দেখিয়ে বলল, লজ্জা আমার না, আপনার হওয়া উচিত। পকেটে একটা পয়সা না নিয়ে বাসে উঠেছেন।

* * *

একবার এক ভারতীয় যাত্রী এক বিদেশী বিমানে করে আমেরিকা যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক মোটেই ইংরেজি জানেন না। কিন্তু তাঁর পয়সা প্রচুর, ঐ পয়সার জোরেই তিনি যাচ্ছিলেন। যাই হোক, প্লেনে উঠে উনি বারবার গা ঝাঁকাচ্ছিলেন। ভাবখানা এমন, যেন কখন প্লেন ছাড়বে। তাই দেখে ঐ প্লেনের যাত্রী এক ইংরেজ বললেন, 'ওয়েট প্লিজ।' ভদ্রলোক ভাবলেন সাহেব বুঝি তাঁর ওজন জানতে চাইছেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, এক মণ বারো কেজি।

* * *

এক জুতোর দোকানদার নিজেকে খুব চালাক মনে করতো। তার দোকানে জুতো কিনতে এসে কোন জুতো পছন্দ করলে দোকানদার তার কর্মচারীদের বলত, এই বাবুকে কটা জুতো দে তো!

কথাটা খদ্দেরদের বড্ড কানে লাগত। কিন্তু কিছু করার উপায় ছিল না।

একদিন একটা লোক জুতো কিনতে এসে এক জোড়া জুতো পছন্দ করে ফেলল। দোকানদারকে তার পছন্দের জুতোটা দেখালে দোকান-দার আগের মতো বলল, "এই বাবুকে জুতো দে তো! আর জুতোর দাম পঞ্চাশ টাকার এক পয়সা কম হবে না।"

দোকানদারের কথার ধরন এই নতুন খদ্দেরেরও মোটেই ভালো লাগল না। ও বলল, "চল্লিশ টাকায় হয় দাও, নাহলে বলো জুতো খুলি।"

* * *

সিনেমা হলের মালিক মোদো মাতালকে : কিরে কাল রাতে তো মদের নেশায় আমার হলের খুব দাম হাঁকছিলি। এখন ঠাণ্ডা মাথায় বলতো ঠিক কি দিবি।

মোদো মাতাল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে : বাবু মদের নেশায় কাল কি বলেছিলাম তা আমার এখন আর মনে নেই। দয়া করে একটা টাকা যদি দেন, তাহলে আবার মদ খেয়ে এসে নতুন করে দর হাঁকতে পারি।

* * *

** গাবলু সোনার জোক্‌স **

এক : জানো, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখি যে আমি গরম জলের হ্রদে পড়ে গেছি।

দুই : মাঝে মাঝে গরম জলে স্নান করা ভাল-নয়তো তোমার গায়ে যা দুর্গন্ধ।

*　　　　*　　　　*

প্রথম ছাগল : আমি ঘাসের সঙ্গে ভুল করে একটা সিনেমার রিল খেয়ে ফেলেছি।

দ্বিতীয় ছাগল : তাই নাকি, কেমন লাগল খেতে ?

প্রথম ছাগল : দুঃখের সিনেমা ছিল।

*　　　　*　　　　*

এক সমাজসেবক তার ছোট বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করতে আসে।

পলি : বাবা, আমরা এইখানে কিসের জন্য এসেছি ?

সমাজসেবক : আমরা সবাইকে সাহায্য করতে এসেছি।

বাচ্চা মেয়েটি অন্য সেবকদলের লোকজনের প্রচুর সমাগম দেখে অবাক হয়ে বলল : তাহলে অন্যরা কিসের জন্য এসেছে ?

*　　　　*　　　　*

কোন্ জিনিস উড়তে পারে কিন্তু চলতে পারে না ?

এরোপ্লেন।

*　　　　*　　　　*

স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিভিন্ন গ্রামের স্কুলে যায় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা করে।

জনৈক মেডিকেল অফিসার একটি বাচ্চা ছেলেকে প্রশ্ন করেন—তোমার নাক বা কান নিয়ে কোন অসুবিধে হয়।

ছাত্র ঃ হ্যাঁ, গেঞ্জি খোলার সময় আটকে যায়।

* * *

প্রথম ব্যক্তি ঃ রিম, আমি যে টিয়াপাখীটা পাঠিয়েছিলাম, সেটা কি রকম লাগল ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ দারুণ সুস্বাদু ছিল !

প্রথম ব্যক্তি ঃ সে কি, আমি ওটা ৫০০্ দিয়ে কিনেছি, আর জানো, ওই পাখীটা সাতটা বিভিন্ন বিদেশী ভাষা বলতে পারত।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ তাহলে যখন আঁচ দিলাম তখন কিছু বলল না কেন ?

* * *

দুটি স্কুলের বাচ্চা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে—

প্রথম বাচ্চা ঃ জানিস, আজ আমাদের ক্লাসের দেওয়াল ঘড়িটা হঠাৎ নিজে নিজে দেওয়াল থেকে পড়ে যায়। আর ঠিক পাঁচ মিনিট আগে পড়লে দিদিমণির ঘাড়ে পড়ত।

দ্বিতীয় বাচ্চা ঃ ওই ঘড়িটা সবসময় পাঁচ মিনিট দেরীতে চলতো !

* * *

দিদিমণি ঃ জিমি, তোমার হাতের লেখা সাংঘাতিক।

জিমি ঃ যদি আমি ভালো করে লিখি, তাহলে দেখবেন আমার বানানগুলো আরো সাংঘাতিক !

* * *

ডাক্তার জনৈক রোগীকে বলছেন ঃ আপনি স্মৃতি, স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। আমার ফি ৫০ টাকা এবং আমার অ্যাডভান্স চাই।

* * *

সিনেমা শুটিংয়ের সেটে এক অভিনেতাকে মারা যাবার দৃশ্য অভিনয় করতে হবে। তাঁর অভিনয় দেখে পরিচালক খুশী হয় না। বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলল ঃ "দৃশ্যটা বোঝার চেষ্টা কর। খুবই নাটকীয়—তাই বলছি, প্রাণ দিয়ে মর !"

* * *

জনৈক ভদ্রমহিলা ঃ হ্যালো, হ্যালো, কে কথা বলছেন, কে বলছেন আপনি ?

জনৈক ভদ্রলোক : কি বলতে চান আপনি—আমার এত সময় নেই আন্দাজ করে বলার কে কথা বলছেন। আপনি বলুন আপনি কে?

* * *

মা : উইলি, তুমি রোজ রাত্রে প্রার্থনা করে তবে শোও তো।

উইলি : না মা, প্রতি রাত্রে করি না কারণ কখনো কখনো আমার ঈশ্বরের কাছে কিছুই চাওয়ার থাকে না। শুধু য়েদিনগুলো অনেক হোম ওয়ার্ক থাকে আর সব শেষ হয় না, শুধু সেইদিনগুলি প্রার্থনা করি যে পরদিন স্কুলে দিদিমণি যেন আমাকে শাস্তি না দেয়।

* * *

একটি বাচ্চা রাত্রে শোবার আগে হাতজোড় করে প্রার্থনা করছিল। তার মা বলল, "জোরে বল, আমি শুনতে পাচ্ছি না।"

"আমি তোমাকে কিছু বলছি না।" মেয়েটির উত্তর।

* * *

একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে চিড়িয়াখানার বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার দেখাতে গাইড তাঁকে একটি ক্যাঙ্গারুর খাঁচার সামনে নিয়ে বলল, "এ হল একজন অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী।"

ভদ্রমহিলা চোখ কপালে তুলে বললেন, "সর্বনাশ, আমার নাত্নী চিঠি লিখেছে যে সে একজন অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীকে বিয়ে করেছে—তা-হ-লে।"

* * *

মা : ডেনিস, তুমি যখন মাইকেলের বাড়ীতে ডিনার খেতে যাবে তখন সবসময় কাটা চামচ দিয়ে খাবে, বুঝেছ?

ডেনিস : সব খাবার কাটা চামচ দিয়ে খাব?

মা : হ্যাঁ, নিশ্চই।

ডেনিস : এমনকি স্যুপও!

* * *

দিদিমণি : যদি আমি তোমাকে দুটো বিড়াল এবং চারটে কুকুর দিই, তাহলে সবশুদ্ধ কটা জন্তু তোমার কাছে হল?

ছাত্র : ন'টা।

দিদিমণি : কি করে ন'টা হল?

ছাত্র ঃ কারণ আমার কাছে আগে থাকতেই একটা খরগোশ, একটা টিয়াপাখী আর একটা গিনিপিগ আছে।

* * *

এক ঃ বল তো কোন্ রাজা মাথায় সবচেয়ে বড় মুকুট পরত ?

দুই ঃ যে রাজার সবচেয়ে বড় মাথা ছিল।

* * *

জনৈক ভদ্রলোক এক রেস্টুরেণ্টে খেতে গিয়ে খাবারের পরিমাণ দেখে বেয়ারাকে বলল ঃ আগে অনেক বেশী দিতে—এখন খাবারের পরিমাণ তোমরা অনেক কমিয়ে দিয়েছ।

বেয়ারা সপ্রতিভ উত্তর দিল, "রেস্টুরেণ্টটা একটু বড় করা হয়েছে তাই খাবারগুলো আপনার কম-কম মনে হচ্ছে—আসলে ওটা আপনার চোখের ভুল, পরিমাণ একই আছে।"

* * *

জনৈক ভদ্রলোক ঃ এতটুকু দিয়েছেন ? গতকাল এই একই খাবার একই দামে পরিমাণে অনেক বেশী ছিল।

ম্যানেজার ঃ গতকাল আপনি কোথায় বসেছিলেন ?

জনৈক ঃ ওই জানলার ধারে।

ম্যানেজার ঃ সেইজন্য। আসলে জানলার ধারে যারা বসে আমরা তাদের বেশী করে দিই যাতে রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা প্লেটের খাবার দেখে ভাবে এই রেস্টুরেণ্ট অনেক বেশী পরিমাণে খাবার দেওয়া হয়।

* * *

বাবা ঃ দুষ্টু ছেলে, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে তুমি ভাল হয়ে থাকবে কিন্তু তুমি তা করোনি—তাই না ?

ছেলে ঃ না বাবা।

বাবা ঃ আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তুমি যদি কথা না শোন তাহলে তোমাকে ধরে খুব মারব। বল, কিছু বলার আছে ?

ছেলে ঃ আছে বাবা—যেমন আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখিনি, তুমিও তোমার প্রতিজ্ঞা রেখো না।

* * *

তিন বন্ধু গল্প করছে।

প্রথম বন্ধু : আমি রোজ মাংস খাই, আমি সবাইয়ের থেকে বেশী শক্তিশালী।

দ্বিতীয় বন্ধু : আমি রোজ মাছ খাই, সেইজন্য আমি ভাল সাঁতার কাটতে পারি।

তৃতীয় বন্ধু : আমি রোজ ডিম খাই, কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটাও ডিম পাড়তে পারিনি।

*　　　　*　　　　*

প্রথম ভদ্রমহিলা : আমি ফুটবল একদম পছন্দ করি না।

দ্বিতীয় ভদ্রমহিলা : কেন ?

প্রথম ভদ্রমহিলা : কারণ প্রত্যেক খেলার পর আমার স্বামীকে সেবা করতে করতে আমার জীবন বেরিয়ে যায়।

দ্বিতীয় ভদ্রমহিলা : কেন, উনি খেলেন বুঝি !

প্রথম ভদ্রমহিলা : তা নয়, প্রত্যেক খেলার পর, ওঁ টনসিল ফুলে গলাব্যথা হয় চেঁচানোর জন্য !

*　　　　*　　　　*

বিনি : আজকের তারিখ কত রে, টিনি ?

টিনি : জানি না। ওই তো টেবিলের উপরে খবরের কাগজ আছে, দেখে নে না।

বিনি : ওটা কালকের কাগজ।

*　　　　*　　　　*

ঈশ্বর আমাদের জীবনের খাতয় লেখবার পেন্সিল হাতে দিয়েছেন বটে, কিন্তু দাগ তোলবার রবারটি রেখেছেন নিজের হাতে।

*　　　　*　　　　*

কোন কোন মেয়ে বনেদী বংশের পুরুষদের পছন্দ করলেও বেশীর ভাগ মেয়েরাই পছন্দ করে নতুন বড়লোক হওয়া পুরুষদের।

*　　　　*　　　　*

★★ রসের গন্ধ না গন্ধের রস ★★

ডাক্তারবাবুর চেম্বার।

একজন রোগী ঢুকলো হন্তদন্ত হয়ে।

রোগী : ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার : বলুন।

রোগী : আজ্ঞে আমার—

ডাক্তার : একি আপনার গা দিয়ে তো সাংঘাতিক বাজে গন্ধ বের হচ্ছে।

রোগী : তাই বুঝি ?

ডাক্তার : হ্যাঁ।

রোগী : তাহলে ঠিকই আছে।

ডাক্তার : কি ঠিক আছে ?

রোগী : আমাদের পাড়ার ডাক্তারও ঐ একই কথা বললো।

ডাক্তার : তাহলে আবার আমার কাছে এলেন কেন ?

রোগী : আজ্ঞে ঐ ডাক্তারের কথা যাচাই করতে।

* * *

বোকা পাঁঠার গায়ে নাকি বীভৎস গন্ধ।

সবাই তাই বলে।

জনৈক ব্যক্তি এ কথার প্রতিবাদ করে বলে :

অসম্ভব এর চাইতেও গায়ে গন্ধওয়ালা প্রাণী নিশ্চিত আছে। প্রমাণ করার জন্য একটা পরিষ্কার ঘরে একটা বোকাপাঁঠা বন্ধ করে এক এক করে নানা জাতের মানুষ পশু পাখীকে ঢুকিয়ে দেয়া হোল।

সবাই ঢুকছে আর গন্ধ সহ্য করতে না পেরে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে। অবশেষে একজন সর্দারজী ঘরের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বোকাপাঁঠাটি ছিটকে বেরিয়ে এল। কথিত আছে সর্দারজী'রা নাকি কস্মিনকালেও স্নান করে না।

* * *

প্রেমিক-প্রেমিকা নিভৃতে গল্প করছে।

সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে।

রাত্রিও আগত প্রায়।

দুজনের মধ্যে অন্ধকারের আবেশে যৌবনের ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো খুব স্বাভাবিক ভাবেই।

শুরু হোল আলিঙ্গন ইত্যাদি।

প্রেমিক কিছুতেই প্রেমিকাকে চুম্বন করতে চাইছে না।

অথচ খুবই উত্তেজনাময় মুহূর্ত।

চুম্বনও অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

একসময় লজ্জার মাথা খেয়ে প্রেমিকা বলেই ফেললো ঃ

তুমি আমাকে তোমার ঐ সুন্দর ঠোঁট দুটো দাও! প্রিয়ে আমি আমার সব তোমায় দিতে পারি। তোমারও সব আমি নিতে পারি। কিন্তু তোমার দাঁতের পায়োরিয়া কি করে নেব বল? দুর্গন্ধের চোটে যে তখন থেকে বমি বন্ধের ট্যাবলেট চিবিয়ে চলেছি অন্ধকারে—লক্ষ্য করেছো?

* * *

॥ সদ্য নিয়ে আসা ॥

রেস্তোরাঁতে জনৈক ভদ্রলোক গেছেন কফি খেতে। একটু পরে যথারীতি ওয়েটার এসে কফি দিয়ে গেছে। ভদ্রলোক দু'চার চোক খেয়ে বেয়ারাকে ডেকে পাঠালেন। বেয়ারা এলে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—আচ্ছা, এটা কেমন কফি?

—কেন স্যার?

—খাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কি? কি বলছেন?

—ঠিকই বলছি। কফি থেকে কেমন যেন মাটি-মাটি গন্ধ বেরোচ্ছে।

—ও! এই কথা! সে তো হবেই!

—কেন?

—এই মাত্র ক্ষেত থেকে তুলে আনা হোল কি না, তাই। আমাদের এখানে সব টাটকা পাবেন।

* * *

।। চাহিদা প্রচুর কিন্তু জিনিষ কম ।।

কোন রেস্তোরাঁতে জনৈক ভদ্রলোক খেতে গিয়েছেন। চিকেন আর তন্দুরির অর্ডার দিতে বেয়ারা খাবার দিয়ে চলে গেছে! খেতে গিয়ে ভদ্রলোকের চক্ষু চড়কগাছ। দেখে একটা ইঁদুর ঝোলের মধ্যে ভাসছে। দুর্গন্ধে টেকা দায়! ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডাকলে বেয়ারা ছুটে এল।

ভদ্রলোক ঃ এটা কি হয়েছে?

বেয়ারা ঃ কোন্‌টা স্যার?

ভদ্রলোক ঃ এই যে খাবার!

বেয়ারা ঃ কেন স্যার? এ তো ফ্রেশ খাবার!

ভদ্রলোক ঃ ফ্রেশ খাবার? ঝোলে মরা ইঁদুর ভাসছে দুর্গন্ধে টেকা দায়!

বেয়ারা ঃ বেশি চীৎকার করবেন না স্যার। সবাই শুনে ফেলে যদি চাইতে শুরু করে তবে দিতে পারবো না। অনেকেই চায় তো, দিতে পারি না। আপনার ভাগ্য ভাল পেয়ে গেছেন।

*　　　*　　　*

।। স্বমহিমায় উজ্জ্বল ।।

কোন নামকরা পারফিউম কোম্পানির ম্যানেজার জনৈকের ইণ্টারভিউ নিচ্ছেন সেল্‌স্‌ম্যানের জন্য।

ম্যানেজার ঃ আপনি ইণ্টারভিউ দিতে এসেছেন?

জনৈক ঃ হ্যাঁ স্যার।

ম্যানেজার ঃ মনে হয় না।

জনৈক ঃ কেন স্যার?

ম্যানেজার ঃ আপনি আপনার নিজের পারফিউম সম্বন্ধেই সচেতন নন্‌।

জনৈক ঃ একথা কেন বলছেন?

ম্যানেজার ঃ আপনি আমাদের এখানে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছেন অথচ অন্য কোম্পানির সেণ্ট মেখে?

জনৈক ঃ কিন্তু স্যার!

ম্যানেজার ঃ আপনার উচিত ছিল আমাদের খুশি করার জন্য আমাদের কোম্পানীর সেণ্ট-ই মেখে আসা। তার বদলে আপনি

একটা দুর্গন্ধযুক্ত সেণ্ট গায়ে মেখে এসেছেন যার গন্ধে ভূত পালায়।

জনৈক ঃ কিন্তু এ তো—

ম্যানেজার ঃ যে কর্মকর্তাকেই খুশি করতে পারে না সে আবার জিনিষ বেচবে কি ভাবে? তার ওপর আবার গায়ে অমন দুর্গন্ধ মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

জনৈক ঃ স্যার গায়ে দুর্গন্ধ মাখতে পারি। কিন্তু জেনে রাখুন আমার চাকরি না হবার কারণ আপনারাই।

ম্যানেজার ঃ মানে?

জনৈক ঃ মানে হোল যে, এতক্ষণ যে দুর্গন্ধ আমার গা থেকে পাচ্ছিলেন সেটা আপনাদের কোম্পানিরই সেণ্টের গন্ধ। আপনাদের খুশি করার জন্যই নিজের কণ্ট হওয়া সত্ত্বেও গায়ে মেখে এসেছিলাম।

* * *

মানুষকে 'মানুষ' করাটাই মানুষের পক্ষে শক্ত কাজ।

* * *

কোন ব্যাপারে ব্যর্থ হওয়া মানে পরাজয় নয়—এটা অভিজ্ঞতা বাড়াবার উপায়।

* * *

একই সঙ্গে দুজন রমণীকে ভালবাসতে পারার মত বড় দিল থাকা ভাল—কিন্তু তা পরীক্ষার জন্য চেণ্টা না করাই ভাল।

* * *

অনেক রকম কাজ-কর্ম করে চরিত্র তৈরী করতে হয়, আর একটি মাত্র কাজেই সে চরিত্র ধূলিসাত হয়ে যেতে পারে।

* * *

আশাবাদী তাকেই বলে যে মনে করে তার জুতোটা যদি ছিঁড়েই যায় তো খালি পায়েই ফিরবো।

* * *

সোনা সর্বশক্তিমান।

—স্কীলার।

*　　　*　　　*

ঠাকুরদা কি ছিলেন তা জেনে কি হবে? নাতি কি হবে তা নিয়েই মাথা ঘামানো উচিত।

—প্রবাদ।

*　　　*　　　*

যে লোক কৃতার্থ করে, তাকে ঘৃণা করেই ইংরেজ জাতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

—ড্যানিয়েল ডিকো।

*　　　*　　　*

একটা কোন সাহসের কাজ করলেই হিরো হওয়া যায় না।

—ওয়াল্ট হুইটম্যান।

*　　　*　　　*

যার ট্যাঁকে টাকা থাকে না—তার মুখে মধু থাকে।

—রোলাণ্ড ওয়াটকিনস্।

*　　　*　　　*

নিজেকে অন্যের চেয়ে বেশি চালাক মনে করাটাই ঠকবার নিশ্চিত উপায়।

—লা রোচিফোকল্ড।

*　　　*　　　*

কাজ করার চেয়ে সমালোচক হওয়া অনেক সোজা।

—বেঞ্জামিন ডিসরেলী।

*　　　*　　　*

ভেড়া মরলে কাক আগে শোক প্রকাশ করে, তারপর তারা ভূরি-ভোজ শুরু করে।

—পর্তুগীজ প্রবাদ।

*　　　*　　　*

গাঁটকাটা সহজ লাভের ব্যবসা। কারণ যেই কাজ শেষ অমনি নগদ প্রাপ্তি।

—জন রে।

*　　　*　　　*

যোগ্যতা না থাকলেও অনেক সময় খ্যাতি পাওয়া যায়। কারণ অযোগ্য লোকেরাই তো খ্যাতি দেবার মালিক।

—টমাস ফুলার।

* * *

ওগো প্রিয়ে ফেলো নাকো আর দীর্ঘশ্বাস,
চিরদিনই চলেছে পুরুষের প্রতারণা, মিথ্যে আশ্বাস।
এক পা তীরেতে রাখে, অন্য পা সমুদ্রের বুকে,
তীর কিম্বা সমুদ্র—কোনখানে স্থির নাহি থাকে।

—শেক্সপীয়র।

* * *

শিশুরা এবং মাতালরাই সত্যি কথা বলে।

—ড্যানিল প্রবাদ।

* * *

অন্ধকারে সব রং-ই এক রকম লাগে।

—স্যার ফ্রান্সিসবেকন।

* * *

স্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা দরকার যাতে সেটা উপভোগ করা যায়।

—এডমণ্ড বার্ক।

* * *

মেয়েদের চোখের জলই নীরব বক্তা।

—ফ্লেচার ও বিউমণ্ট।

* * *

সবচেয়ে বেঁটে মেয়েরা সবচেয়ে লম্বা লোককে ভালবাসে।

* * *

ভূতও মেয়েদেরই মত। কিছু না বললে আগে কথা বলে না।

—হেঃ রিচার্ড বারহাম।

* * *

পার্টি বা দল হচ্ছে সামান্য কিছু লোকের সুবিধের জন্য অনেক লোকের পাগলামি।

—জোনাথন সুইফ্‌ট্‌।

* * *

বুড়ো হবার আগে চিন্তা ভালভাবে বাঁচার। বুড়োবয়সের চিন্তা ভালভাবে মরার।

—সেনেকা।

* * *

ধৈর্য হচ্ছে গাধার গুণ।

—জর্জ গ্রেন ভিল।

* * *

সৌন্দর্যের যেটা ভাল দিক সেটা ছবিতে আঁকা যায় না।

—স্যার ফ্রান্সিস বেকন।

* * *

নাস্তিকতাটা মানুষের মুখের কথা, মনের কথা নয়।

—স্যার ফ্রান্সিস বেকন।

* * *

নগ্নতাই সৌন্দর্যের সব চেয়ে ভাল পোষাক।

—বি, ডি, ফ্লেচার

* * *

সৌন্দর্য হোল গরম কালের পাকা ফলের মত। খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়।

—স্যার ফ্রান্সিস বেকন।

* * *

সৌন্দর্যের পাতা সুন্দর হতে পারে কিন্তু ফল বড় তিক্ত।

—টমাস ফুলার।

* * *

সৌন্দর্যের শক্তি আছে কিন্তু অর্থ সর্বশক্তিমান।

—জন রে।

* * *

পুরুষ আদেশ করবে আর নারী তা পালন করবে। না হলেই বিশৃংখলা।

—আলফ্রেড টেনিস।

* * *

পুরুষ মানুষ শিকারী এবং মেয়েমানুষ শিকার।

—আলফ্রেড টেনিসনন।

* * *

গরীবেরা উৎপন্ন করে এবং ধনীরা খায়।

—জন রে।

* * *

আমি যখন একজন ভিক্ষুক, তখন আমি কুৎসা রটাবো যে—ধনী হওয়টাই সবচাইতে পাপের। এবং ধনী হবার পর আমার প্রথম কাজ হবে এই বলা যে—ভিক্ষা করার মত দোষের আর কিছু নেই।

—শেক্সপীয়র।

* * *

প্রত্যেক পাখীরই তার নিজের ডিমে তা দেয়া উচিত।

—জন রে।

* * *

চুপ করে থাকাই কুৎসার সবচেয়ে ভাল উত্তর।

—বেন জনসন।

* * *

গাধার মাথায় সাবান ঘষা মানে সাবানটাকেই নষ্ট করা।

—টমাস ফুলার।

* * *

সোনার বোঝা পিঠে চাপালেও গাধা, গাধাই থাকে।

—টমাস ফুলার।

* * *

গাধা মদ বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু পান করে জল।

—টমাস ফুলার।

* * *

রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন এমনই একজন সৎ লোক যাঁকে বিদেশে পাঠানো হয় তাঁর দেশের জন্য মিথ্যে কথা বলতে।

—স্যার হেনরি উটন।

* * *

উপদেশ ছাড়া অন্য কিছুই লোকে উদারভাবে দান করে না।

—লা রোচেফোফল্ড।

* * *

যা দুর্বোধ্য তাই-ই প্রশংসিত।

—টমাস ফুলার।

* * *

নেংটি ইঁদুরের পক্ষে তার নিজের ছায়া হাতির ছায়ার মত বিশাল দেখবার চিন্তা করা ভুল।

—টমাস ফুলার।

* * *

বক্তার বক্তৃতায় যখন কোন গভীরতা থাকে না, তখনই তা লম্বা হয়।

—মন্টেস্কু।

* * *

শিক্ষিত অসভ্য অন্যান্য অসভ্য লোকের চাইতে খারাপ।

* * *

কুকুর যাদের দেখে ঘেউ ঘেউ করে তারা সবাই চোর নয়।

—হন রে।

* * *

টাকা হারালে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সাহস যদি হারায় তাহলে অনেক ক্ষতি।

—ডাচ প্রবাদ।

* * *

তাকেই আমরা গৃহ বলি যেখানে গৃহকর্তা যা খুশি বলতে পারেন অথচ কেউ তার কথা কানে তোলে না।

* * *

ঘর-সংসার সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে হলে গৃহিণীর উচিত স্বামীকে বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে না দেওয়া।

* * *

স্কুলের সিঁড়ির ধাপে সহজে ওঠা যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়িতে অনেকেরই পা হড়কায়।

* * *

★ মুখরোচক ★

॥ মাপ-ই আসল বিচার ॥

বিচারক ঃ তুমি পরপর সাতটা খুন করেছ ?

খুনী ঃ হ্যাঁ স্যার।

বিচারক ঃ জানো, এর শাস্তি কি ?

খুনী ঃ হ্যাঁ স্যার, সাতখুন মাপ।

*　　*　　*

॥ যে কোন সময় দাম বাড়তে পারে ॥

একটা দোকানে চার্টঃবোর্ডে লেখা আছে ঃ

হট টি ঃ ৫০ পঃ।

কোল্ড টি ঃ ৭৫ পঃ।

দুই বন্ধু সেই দোকানে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিয়েছে। যথাসময়ে চা এসেও গেছে।

দুজনেই চা খেতে শুরু করেছে।

প্রথম বন্ধু সাধারণভাবেই পান করছে।

কিন্তু দ্বিতীয় বন্ধু হুশ্ হুশ্ করে চা খেয়ে নিচ্ছে। যেন এক্ষুণি ট্রেন মিস হয়ে যাবে।

১ম ঃ কি হে অত তাড়াতাড়ি করছো কেন ?

২য় ঃ আঃ কথা বোল না, তাড়াতাড়ি খেতে দাও।

১ম ঃ কেন ?

২য় ঃ দেখছ না গরম চা ৫০ পয়সা আর ঠাণ্ডা চা ৭৫ পয়সা ?

১ম ঃ তাতে কি ?

২য় ঃ আঃ! বুঝছো না কেন ? চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই ৭৫ পয়সা দিতে হবে।

*　　*　　*

॥ কষ্ট করার দরকার নেই ॥

দু'বন্ধুর কথোপকথন :

১ম : শুনছো ?

২য় : কি ?

১ম : রেডিওতে অ্যানাউন্সার নেবে।

২য় : তাই নাকি ?

১ম : হ্যাঁ। ভাবছি একটা দরখাস্ত দেব।

২য় : তোমার গলার আওয়াজ তো কয়েক মাইল দূর থেকেই শোনা যায়। কষ্ট করে আর রেডিওতে কাজ নেবে কেন ?

* * *

॥ প্রশ্নটা একই ॥

পিতা-পুত্রের সংলাপ :

পিতা : পাপু, ফ্রিজে একটাও রসগোল্লা নেই।

পুত্র : হ্যাঁ, বাবা।

পিতা : অথচ চারটে রসগোল্লা ছিল।

পুত্র : তা ছিল।

পিতা : অথচ বাড়িতে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

পুত্র : হ্যাঁ বাবা।

পিতা : তাহলে রসগোল্লা গেল কোথায় ?

পুত্র : ঠিক এই কথাটাই আমি তো তোমাকেও জিগ্যেস করব ভাবছি বাবা।

* *

॥ নিরর্থক ॥

দুই ভদ্রলোক।

দুজনের মধ্যে ভীষণ গোলমাল। সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

একদিন :

১ম : দেখুন একদম বাজে কথা বলবেন না।

২য় : আপনি বলবেন না।

১ম : আমার যা রাগ হচ্ছে আপনার ওপর কি বলবো, ইচ্ছে করছে—ইচ্ছে করছে—

২য় : কি ইচ্ছে করছে ?

১ম ঃ ইচ্ছে করছে আপনার দুপাটি দাঁতই ঘুষি মেরে খুলে ফেলি।

২য় ঃ নিরর্থক কষ্ট করবেন কেন ? আমিই খুলে দিচ্ছি।

১ম ঃ মানে ?

২য় ঃ আমার দাঁত তো বাঁধানো দাঁত।

* * *

॥ পরের জন্যই চিন্তা ॥

দুজন ভদ্রলোক—

১ম ঃ জানেন, একটু আগেই একটা ভুল করে ফেললাম।

২য় ঃ কি ব্যাপার ? কি ভুল করেছেন ?

১ম ঃ ভুল করে একটা উচ্চিংড়ে খেয়ে ফেলেছি।

২য় ঃ তাতে কি আছে ? কোন চিন্তা নেই।

১ম ঃ চিন্তা নেই ?

২য় ঃ না, না। বাড়িতে গিয়ে ওষুধ খেয়ে নেবেন, ঠিক হয়ে যাবে।

১ম ঃ আরে, আমি কি নিজের জন্য ভাবছি ?

২য় ঃ তবে ?

১ম ঃ আমি ভাবছি উচ্চিংড়ের জন্য। সে তো বেচারী না খেতে পেয়ে মরবে !

* * *

॥ বর্তমানই প্রমাণ ॥

দুই বন্ধুর কথোপকথন—

১ম ঃ জানিস নির্মল, কাল থেকে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

২য় ঃ কেন ?

১ম ঃ ডারউইনের থিয়োরীটা পড়ে।

২য় ঃ কি সে থিয়োরী ?

১ম ঃ তুই জানিস না ?

২য় ঃ মনে নেই।

১ম ঃ আমাদের পূর্বপুরুষেরা বাঁদর ছিল।—তা সেই তথ্যটা জানার পর থেকেই আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।

২য় ঃ কিসের চিন্তা ?

১ম ঃ আমরা আবার ভবিষ্যতে বাঁদর হয়ে যাব না তো ?

২য় ঃ বলা যায় না, তবে—

১ম ঃ কি তবে ?

২য় ঃ তোকে দেখলে কেউ আর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবে না। ভাববে শুরু হয়ে গেছে ফের বিবর্তন।

* * *

॥ সন্ধি হলেই হয় ॥

কাকা-ভাইপো সংবাদ—

ভাইপো ঃ কাকু একটা ইংরিজির মানে বলে দেবে ?

কাকা ঃ নিশ্চয়ই দেব। আমি না বললে তুমি জানবে কি ভাবে—শিখবে কি ভাবে ? বল কি জানতে চাও ?

ভাইপো ঃ অ্যাকাউন্ট্যান্ট মানে কি ?

কাকা ঃ অ্যাকাউন্ট মানে হিসেব আর অ্যান্ট মানে হল পিঁপড়ে। দুটো মিলিয়ে মানে হয় অর্থাৎ সন্ধি করে—হিসেবের পিঁপড়ে।

* * *

॥ গাছের নীচেই ভাল ॥

মাষ্টারমশাই স্কুলে পড়াচ্ছেন—

মাষ্টারমশাই ঃ স্যর আইজাক নিউটন কেন বিখ্যাত ?

ছাত্ররা ঃ জানি না স্যার।

মাষ্টারমশাই ঃ তাহলে শোন। স্যার আইজাক নিউটন একদিন বসেছিলেন গাছের নীচে। হঠাৎ গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন যুগান্তকারী তত্ত্ব—মাধ্যাকর্ষণ শক্তি !

জনৈক ছাত্র ঃ স্যার কাল থেকে কি তাহলে আমরা গাছের নীচেই বসবো ?

* * *

॥ ক্ষতি কি ? ॥

মাষ্টার মশাই ও ছাত্র সংবাদ ঃ

মাষ্টার মশাই ঃ বুবুন জলচর প্রাণী কাদের বলে ?

ছাত্র ঃ যারা জলে বাস করে।

মাষ্টার মশাই ঃ বাঃ ! উদাহরণ দাও !

ছাত্র ঃ আজ্ঞে নৌকো।

* * *

॥ জিনিষটা কবেকার ? ॥

কোন রেস্টুরেণ্টের ম্যানেজারকে জনৈক ভদ্রলোক গিয়ে খারাপ খাবারের জন্য পাকড়াও করেছেন—

ভদ্র : এ কি কাটলেট ?

ম্যানে : কেন ?

ভদ্র : এত শক্ত যে খাওয়াই যাচ্ছে না।

ম্যানে : হতেই পারে না।

ভদ্র : আমি কি মিথ্যে কথা বলছি ?

ম্যানে : তা বলছি না। কিন্তু কি করে সম্ভব ?

ভদ্র : অসম্ভবের আছেটা কি ?

ম্যানে : আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আমরা এই খাবার বানাচ্ছি। আর আজ—

ভদ্র : হ্যাঁ, আজ আমাকে সেই পঁচিশ বছর আগেকার কাট-লেটটাই দেওয়া হয়েছে, সে খবর কি রাখেন ?

* * *

॥ বিরুদ্ধাচরণ ॥

বাবা : দেখো বুবুন। তুমি কি হতে চাও ?

বুবুন : তোমার কি ইচ্ছে ?

বাবা : আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপার নয়। তোমার ইচ্ছেটা কি ?

বুবুন : আমি—

বাবা : ভাল করে ভেবে চিন্তে-বল। তোমার ঠাকুর্দা ডাক্তার ছিলেন। আমিও ডাক্তার। তুমি তাহলে কি হবে ?

ববুন : উকিল।

বারা : কেন ?

বুবুন : রুগিদের হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা লড়তে চাই।

* * *

॥ যার যা কাজ ॥

দু'বন্ধুর সংলাপ—

১ম : কি হে সুনীল তোমার নামে শুনছি ?

২য় : কি শুনছো ?

১ম ঃ বিরাট অভিযোগ।

২য় ঃ কি অভিযোগ ?

১ম ঃ তুমি নাকি তোমার পাওনাদারদের বাড়িতে টাকা চাইতে এলেই কামড়ে দাও ?

২য় ঃ ভুল শুনেছো। আমি কেন কামড়াবো ?

১ম ঃ তাই বল, আমি ভাবলাম—

২য় ঃ ওটা তো আমার কুকুরটাই করে।

* * *

জনৈক পৌরপিতা অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান স্থানীয় এলাকাতে নতুন শ্মশান তৈরী হওয়াতে উদ্বোধন করতে গেছেন। তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশ—

কারা বলে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় কোন অগ্রগতির কাজ করে না ? আজ তারা এসে দেখে যাক্। কোথায় তারা ? আমাদের এলাকায় শ্মশান ছিল না শ্মশান করে দিয়েছি। সবার সুবিধের জন্য। তারা কত দূরে কষ্ট করে পোড়াতে যেত! কথা দিচ্ছি আপনাদের আগামী পৌর নির্বাচনে যদি আমাকে রাখেন তবে আমি ঘরে ঘরে শ্মশান করে দেব। কথা দিলাম!

* * *

॥ খুব কম হলো ? ॥

মাতা-কন্যা সংবাদ।

পরীক্ষার খাতা বেরিয়েছে শুনে মায়ের প্রশ্ন—

মা ঃ খুকী তুই অংকে কত পেয়েছিস ?

খুকী ঃ খুব ভাল।

মা ঃ কেমন ভাল ?

খুকী ঃ দাদার থেকে মাত্র তিন নম্বর কম।

মা ঃ দাদা কত পেয়েছে অংকে ?

খুকী ঃ তিন পেয়েছে।

* * *

॥ কে পাগল ? ॥

দুই পাগলের কথাবার্তা—

১ম ঃ এই শোন্।

২য় ঃ কি বল্ ।

১ম ঃ একটা প্রশ্ন বলবো ?

২য় ঃ বল্ ।

১ম ঃ উত্তর দিতে পারবি ?

২য় ঃ হ্যাঁ ।

১ম ঃ আমার হাতের মুঠোয় কি ?

২য় ঃ হ্যাঃ ! এ আর এমন কি শক্ত !

১ম ঃ তবু বল্—

২য় ঃ হাওড়া ব্রীজ ।

১ম ঃ এ মা, তুই নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছিস আগে থেকে ।

* * *

॥ শেষ ইচ্ছে ॥

বিচারক ঃ তোমার অপরাধ অত্যন্ত গর্হিত ।

আসামী ঃ হ্যাঁ হুজুর ।

বিচারক ঃ এর কোন ক্ষমা নেই ।

আসামী ঃ হ্যাঁ হুজুর ।

বিচারক ঃ তোমার প্রাণদণ্ড দিলাম ।

আসামী ঃ বেশ হুজুর ।

বিচারক ঃ তোমার শেষ ইচ্ছে কি ?

আসামী ঃ আজ্ঞে হুজুর, আমি মুক্তি পেতে চাই ।

* * *

॥ সময়মত হয়নি ॥

দেনাদার-পাওনাদার সংবাদ—

পাওনাদার ঃ কি ব্যাপার বলুন তো ?

দেনাদার ঃ কিসের ?

পাওনাদার ঃ এই যে, টাকা দিচ্ছেন না !

দেনাদার ঃ দেব তো বলেছি ।

পাওনাদার ঃ রোজই তো বলেন কাল শোধ দেব । কিন্তু দেন না তো কোন দিনই । গতকাল আমাকে আসতে বলেছিলেন । সেই-জন্য আমি একদিন বাদ দিয়ে এসেছি ।

দেনাদার ঃ ভুল করেছেন ?

পাওনাদার ঃ কেন ? আজ টাকাটা দেবেন না ?

দেনাদার ঃ আপনার গতকাল আসার কথা ছিল তাই আপনি গতকালই আসবেন।

* * *

॥ হাসা উচিত ॥

কোন এক রেস্তোরাঁতে ঢুকেছেন একজন ভদ্রলোক।

অর্ডার দিলেন একবাটি স্যুপের।

যথাসময়ে ওয়েটার স্যুপ নিয়ে এল।

ভদ্রলোকের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এখন ভদ্রলোক স্যুপটা চামচ দিয়ে তুলে মুখে দিতেই গা গুলিয়ে উঠলো।

ভীষণ খিদে পেয়েছিল ভদ্রলোকের।

মাথা গরম হয়ে গেল !

তবু মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওয়েটারকে ডাকলেন।

ওয়েটার আসতে তাকে ঠাণ্ডা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—ভাই, এই স্যুপটা তো খুব মজার !

—তাহলে স্যুপ খেয়ে হাসছেন না কেন ?

ওয়েটারের পাল্টা প্রশ্ন !

* * *

॥ কর্তব্য ভোলা ঠিক নয় ॥

ডাক্তার ও রোগী মুখোমুখি ঃ

ডাক্তার ঃ ব্যস, আপনি ঠিক হয়ে গেছেন। এবার আপনি কাজে যোগ দিতে পারেন।

রোগী ঃ বাঃ ! তাহলে যাই ?

ডাক্তার ঃ সে কি ? আমার—ইয়ে—

রোগী ঃ আসলে কি জানেন। আমি মাঝে মাঝেই সব ভুলে যাই। এখন কি করবো বলতে পারেন ?

ডাক্তার ঃ এখন আপনার একটাই কাজ—আমার ভিজিট দেওয়া।

* * *

॥ মাঝে যা থাকে ॥

ছাত্রের বয়স খুবই কম।

বছর সাত হবে।

মাষ্টারমশাই তাকে হাতে কলমে কাজ শেখাবেন।
তাতে নাকি বাস্তব অভিজ্ঞতা বাড়ে।
বাগানে নিয়ে গেছেন পরিবেশ পরিচয় দিতে।
ঘুরতে ঘুরতে একটা ফুল গাছের কাছে এসে দাঁড়ালেন।
তারপর ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন ঃ
—আচ্ছা টুকুন বল তো, ফুলের মাঝখানে কি থাকে ?
—মৌমাছি স্যার।

* * *

॥ নদীতে অসুবিধে কোথায় ॥

কোন শিল্পীর কাছে গেছেন একজন ভদ্রলোক একটা ছবি তৈরী করার বিষয়ে কথা বলতে—

ভদ্র ঃ আচ্ছা আপনি ছবি আঁকেন ?
শিল্পী ঃ হ্যাঁ।
ভদ্র ঃ আপনারা যে কোন সাইজ এঁকে দেন ?
শিল্পী ঃ নিশ্চয়ই। কি সাইজ বলুন ?
ভদ্র ঃ লাইফ সাইজ ছবি তৈরী করেন ?
শিল্পী ঃ নিশ্চয়ই। ওইটেই তো আমাদের বিশেষত্ব।
ভদ্র ঃ ঠিক আছে, আমাকে হুগলি নদীর একটা ছবি করে দেবেন।

* * *

॥ উনুনই আসল জায়গা ॥

বন্ধু ঃ কি করছো ?
লেখক ঃ গল্প লিখছি।
বন্ধু ঃ কিসের গল্প ?
লেখক ঃ প্রেমের।
বন্ধু ঃ ভাল। আমি তাহলে চলি।
লেখক ঃ আরে বোস না। তোমাকে শোনাই।
বন্ধু ঃ আমি ওসব ভাল বুঝি না।
লেখক ঃ পড়লেই বুঝবে। তবে একটা মুশকিল হয়েছে।
বন্ধু ঃ কি মুশকিল ?
লেখক ঃ গল্পটা তিরিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোটামুটি এগিয়েছি। মনে হয় ভালই লিখেছি।

বন্ধু ঃ তা বেশ তো। এখানে অসুবিধে কি হোল?

লেখক ঃ এবার এটা কি করে শেষ করি বল তো?

বন্ধু ঃ ও এই ব্যাপার? এ তো সোজা।

লেখক ঃ তুমি বলতে পারবে?

বন্ধু ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসার সময় দেখলাম তোমার স্ত্রী উনুন ধরাচ্ছে। এতক্ষণে ধরে গেছে। ওর মধ্যে দিয়ে দাও।

* * *

॥ কবে নেবে তবে? ॥

কাকা-ভাইপো সংবাদ—

কাকা ঃ ছিঃ বুবুন তুমি এত খারাপ?

বুবুন ঃ কেন কাকু?

কাকা ঃ এসব তো ছোটলোকের ছেলেরা করে।

বুবুন ঃ কি হয়েছে বল না?

কাকা ঃ তুমি এত ছোট বয়সে বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করেছ?

বুবুন ঃ তাহলে আমি কবে নেব কাবু? তোমার মত বড় হলে?

* * *

॥ বেশি নেবার কারণ আছে ॥

কোন প্রাইভেট অফিস লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে—
যথারীতি ইণ্টারভিউ হচ্ছে।
জনৈক দরখাস্তকারীকে ইন্টারভিউ বোর্ডের একজনের প্রশ্ন—

—আপনার কোন পূর্ব–অভিজ্ঞতা আছে?

—না।

—আপনি কত মাইনে চান?

—দু'হাজার টাকা।

—সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। ওর কমে পারবো না।

—আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই। অথচ আপনি এত টাকা মাইনে চাইছেন। আপনাকে কি করে নেব?

—কেন নেবেন না? অভিজ্ঞতা নেই বলেই তো আমি বেশি টাকা মাইনে চাইছি।

—কেন ?

—কারণ, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য অন্যদের চেয়ে আমাকে অনেক বেশি খাটতে হবে। সেই জন্যই মাইনে বেশি দিতে হবে। আমি কি বলছি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয় ?

* * *

।। ক্লান্তির জন্য ।।

সকালবেলা।

অনেক বেলা হয়ে গেছে।

ছেলে তখনও ঘুমোচ্ছে।

মা এসে রেগে ছেলেকে বললো ঃ

—এই খোকা, ওঠ্, ওঠ্—এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিস কেন ? দশটা বেজে গেল !

—ঘুমোচ্ছি না তো !

—তবে ?

—সারা রাত ঘুমিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তো, তাই একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছি। কম ধকল তো যায় নি !

* * *

।। ঝুঁকি নেওয়া মানে ।।

রোগীর আত্মীয় ঃ ডাক্তারবাবু !

ডাক্তার ঃ বলুন।

আত্মীয় ঃ তাহলে অপারেশন করাই ঠিক হোল ?

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ।

আত্মীয় ঃ আমার মনে হয় গোলমাল হচ্ছে।

ডাক্তার ঃ গোলমাল ? মানে ?

আত্মীয় ঃ গোলমাল মানে—আপনি কিন্তু খুব ঝুঁকি নিচ্ছেন।

ডাক্তার ঃ ঝুঁকি নিচ্ছি ? আমি ?

আত্মীয় ঃ হ্যাঁ, রমেশ বলছিল যে তার খুব সন্দেহ আছে যে সে অপারেশনের ফিস্‌টা দিতে পরেবে কি না !

* * *

।। প্রমাণ কই ? ।।

জনৈক ঃ আমাকে একটু ছাড়বেন ?

কেরানী ঃ কি ব্যাপার ?

জনৈক ঃ পেনস্‌ন নিতে এসেছি। গত দুমাস পাইনি, এবার বলেছিলেন এক সঙ্গে পাবেন।

কেরানী ঃ বলেছি যখন, তখন পাবেন।

জনৈক ঃ তাহলে একটু তাড়াতাড়ি করুন।

কেরানী ঃ তার আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

জনৈক ঃ কি কাজ ?

কেরানী ঃ এ মাসে তো আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি বেঁচে আছেন। কিন্তু আগের দুটো মাসে যে আপনি বেঁচে ছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ গেজেটেড অফিসারের একটা সার্টিফিকেট আনতে হবে।

* * *

॥ সোজা জিনিষ বোঝা তচিত ॥

রেসকোর্সে একজন ভদ্রলোক তাঁর ছোট্ট ছেলেটাকে নিয়ে গেছেন। ছেলের তো প্রশ্নের শেষ নেই। ভদ্রলোকের হয়রানির একশেষ।

ছেলে ঃ বাবা ঘোড়ার পিঠে কারা থাকে ?

বাবা ঃ সহিস—ওদের জকি বলে।

ছেলে ঃ জকিরা ঘোড়াগুলো ছোটাচ্ছে কেন ?

বাব ঃ যে ঘোড়া প্রথমে পৌঁছবে, সে প্রাইজ পাবে বলে।

ছেলে ঃ তাহলে অন্যগুলো ছুটছে কেন ?

* * *

॥ ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় ॥

দু'বন্ধুর কথোপকথন—

১ম ঃ আমি একটা জিনিষ চাইবো—দেবে ?

২য় ঃ নিশ্চয়ই! বল কি জিনিষ ?

১ম ঃ তোমার চশমাটা আজ রাতের জন্য ধার দেবে ?

২য় ঃ না, ভাই।

১ম ঃ কেন ?

২য় ঃ আমি এখন ঘুমোতে যাবো।

১ম ঃ তুমি তো আর চশমা পরে ঘুমোবে না!

২য় ঃ ধার দেবার ইচ্ছে না থাকলে চশমা দিয়ে আমি যা খুশি করতে পারি।

* *

একটি বাচ্চা ছেলেকে বাড়ি থেকে বাবা আপেল কিনতে দিয়েছিল। ছেলেটি আপেল কিনে বাড়িতে যাবার পর বাবার সন্দেহ হওয়াতে দোকানির কাছে এসে বললো—

বাবা : কতটা আপেল দিয়েছেন ?

দোকানি : কেন দু'কিলো।

বাবা : অসম্ভব। ওটা এক কিলোর বেশি হতেই পারে না।

দোকানি : না, না, আমি ঠিক দু'কিলোই দিয়েছি।

বাবা : আচ্ছা আপনার দাঁড়িপাল্লা ঠিক আছে তো।

দোকানি : আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবা : তবে ?

দোকানি : তবে...আচ্ছা আপনার ছেলেকে ওজন করে দেখেছেন কি যে আচমকা আপনার ছেলের ওজন বেড়ে গেল কিনা।

* * *

॥ দুই অর্থে ॥

শিক্ষক-ছাত্র কথাবার্তা :

শিক্ষক : বুবুন-ক্যানিবাল মানে কি ?

ছাত্র : জানি না স্যার।

শিক্ষক : মাংসাশী। মনে থাকবে।

ছাত্র : হ্যাঁ স্যার।

শিক্ষক : তাহলে ক্যানিবাল তুমি কাকে বলবে ?

ছাত্র : জানি না স্যার।

শিক্ষক : সে কি ? বললাম যে। আচ্ছা বল দেখি তুমি তোমার মা-বাবাকে খেয়ে ফেললে হঠাৎ ; তখন লোকে তোমায় কি বলবে ?

ছাত্র : অনাথ।

* * *

॥ যার কাজ সে বুঝলেই হবে ॥

ডাক্তার : সব ওষুধ দিয়ে দিয়েছি।

রোগী : সারবে তো ?

ডাক্তার : হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার হার্টের জন্য লাল ক্যাপসুল—

রোগি : বেশ।

ডাক্তার : মাথা ব্যথার জন্য নীল ক্যাপসল—

রোগী ঃ বেশ।

ডাক্তার ঃ দাঁত ব্যথার জন্য সবুজ ক্যাপসুল দিলাম।

রোগী ঃ খুব ভাল।

ডাক্তার ঃ বুঝতে পেরেছেন ?

রোগী ঃ আমার আর বুঝে কি হবে ?

ডাক্তার ঃ কেন ?

রোগি ঃ যার বোঝার দরকার অর্থাৎ ক্যাপসুলগুলো ঠিক বুঝতে পারবে তো যে তাদের কি করতে হবে আমার শরীরের ?

* *

।। অন্যের জন্য ।।

কর্তা-গিন্নী—

গিন্নী ঃ ওগো শুনছো ?

কর্তা ঃ বলো।

গিন্নী ঃ তুমি বরং, খোকনকে একটা মোটরবাইক কিনে দাও।

কর্তা ঃ তার ফলে কি ওর পড়াশোনায় মন বসবে ?

গিন্নী ঃ সেটা হয়তো বসবে না। কিন্তু প্রতিবেশিরা তো দেখবে ! সেটাই তো দরকার।

* * *

।। শর্ত একই ।।

ভদ্র ঃ এই যে ভাই, শুনছো ?

জনৈক ঃ বলুন !

ভদ্র ঃ তোমাদের হোটেলের ম্যানেজার কোথায় ?

জনৈক ঃ এই যে ম্যানেজার।

ভদ্র ঃ বাঃ। নমস্কার !

ম্যানে ঃ নমস্কার। বলুন কি করতে পারি ?

ভদ্র ঃ অজয়বাবুকে চিনতেন ?

ম্যানে ঃ হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?

ভদ্র ঃ শুনলাম, অজয়বাবু নাকি দু'বছর আগে আপনাদের হোটেলে খেয়ে গেছেন ?

ম্যানে ঃ ঠিকই শুনেছেন।

ভদ্র ঃ এখনও ধার শোধ করেন নি ?

ম্যানে ঃ না। তা আপনি কি ওই ধারটা শোধ করবেন ?

ভদ্র ঃ না ভাই। আমি অজয়বাবুর শর্তেই আপনাদের হোটেলে খেতে চাই।

* * *

॥ শহর জোড়া আলোচনা ॥

কোন রেস্টুরেণ্ট বেয়ারাকে ডেকে জনৈক খদ্দের বললেন—

খদ্দের ঃ এটা তোমাদের রেস্তোরাঁর খাবার তো ?

বেয়ারা ঃ হ্যাঁ স্যার।

খদ্দের ঃ যখন খাবারের অর্ডার দিয়েছিলাম, তখন কি বলেছিলে মনে আছে ?

বেয়ারা ঃ কি স্যার ?

খদ্দের ঃ বলেছিলে—তোমাদের রেস্তোরাঁর খাবারের আলোচনায় নাকি সারা শহর তোলপাড় হয়।

বেয়ারা ঃ তাই তো হয়।

খদ্দের ঃ কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে জানো ?

বেয়ারা ঃ কি স্যার ?

খদ্দের ঃ এমন জঘন্য খাবার জীবনে খাইনি !

বেয়ারা ঃ ঠিক ধরেছেন স্যার।

খদ্দের ঃ কি ঠিক ধরেছি ?

বেয়ারা ঃ ওই আলোচনাই শহরে হয়।

* * *

খদ্দের (কলা বিক্রেতাকে) ঃ ওহে, কলা কত করে জোড়া ?

বিক্রেতা ঃ আজ্ঞে, এক টাকা জোড়া বাবু।

খদ্দের ঃ সে কি হে !

বিক্রেতা ঃ কেন বাবু, বেশি হোল ?

খদ্দের ঃ বেশি হোল না ! তুমি আট আনা জোড়া, এক টাকায় বিক্রী করছো ? তোমাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

বিক্রেতা ঃ অমন হৈ চৈ করবেন না বাবু। রাগ করবেন না, আপনি বরং আট আনাই দিন। মালিককে আমি না হয় বলবো—

খদ্দের ঃ কি বলবে ?

বিক্রেতা ঃ (ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে) বাঁদরে খেয়ে গেছে।

* * *

॥ ফিফটি-ফিফটি ॥

ক্রেতা-বিক্রেতা কথাবার্তা—

ক্রেতা ঃ আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন।

বিক্রেতা ঃ কেন ?

ক্রেতা ঃ এই বন্দুক আপনার দোকান থেকে কেনা।

বিক্রেতা ঃ হ্যাঁ।

ক্রেতা ঃ বন্দুক কেনার সময় কি বলেছিলেন ?

বিক্রেতা ঃ কি বলেছিলাম ?

ক্রেতা ঃ বলেছিলেন—বন্দুকের গুলি একশো গজ যাবে।

বিক্রেতা ঃ এখনও তাই বলছি।

ক্রেতা ঃ দুঃখের বিষয় গুলি মাত্র পঞ্চাশ গজ যাচ্ছে।

বিক্রেতা ঃ দেখতে পাচ্ছেন না ?

ক্রেতা ঃ কি ?

বিক্রেতা ঃ বন্দুকের দুটো নল—

ক্রেতা ঃ তাতে কি ?

বিক্রেতা ঃ দুটো মিলিয়ে তো একশো গজই হোল—তাই না ?

* * *

॥ কঠিন কাজ ॥

১ম ঃ বুঝলেন নরেশবাবু, রোজ সকালে বেড-টি খাবার আগেই আমি আমি দিনের সব চাইতে কঠিন কাজটা সেরে ফেলি।

২য় ঃ বাঃ। আপনি তো দেখছি মহৎ লোক।

১ম ঃ তা জানি না। তবে করে ফেলি কাজটা।

২য় ঃ কি সেই কঠিন কাজ ?

১ম ঃ কেন ঘুম থেকে ওঠা!

* * *

॥ কে দোষী ? ॥

মা ঃ ওকি বুবুন—কি করছো ?

বুবুন ঃ খেলছি।

মা ঃ কুকুরের লেজ ধরে টানাটানি করছো আর বলছো যে খেলছি! ছিঃ! কামড়ে দিলে মজা টের পাবে!

বুবুন ঃ আমি তো লেজ ধরে টানছি না মা!

মা ঃ আবার মিথ্যে কথা বলছো ?

বুবুন ঃ ঠিকই বলছি। আমি তো শুধু ধরে আছি, কুকুরটাই ছাড়াবার জন্য টানাটানি করছে।

* *

॥ অসুবিধে কোথায় ॥

বস্ অধস্তনের প্রতি—

বস্ ঃ কি ব্যাপার অবনীবাবু ?

অবনী ঃ কি স্যার ?

বস্ ঃ আপনি এত দেরীতে অফিসে এলেন ? আপনার তো আরো এক ঘণ্টা আগে আসা উচিত ছিল।

অবনী ঃ কেন স্যার, এই এক ঘণ্টার মধ্যে কোন মজার ঘটনা ঘটেছে নাকি ?

* * *

॥ বরং সর্দি ভাল ॥

মা ঃ বুবুন তুমি যে এখনও হেঁচেই চলছো।

বুবুন ঃ হাঁচি পাচ্ছে।

মা ঃ তুমি সর্দির ওষুধটা খাওনি ?

বুবুন ঃ একটু খেয়েছি।

মা ঃ একটু খেলে হবে কেন ?

বুবুন ঃ খেয়ে মনে হয়েছে এর থেকে সর্দিটা থাকাই ভাল।

* * *

॥ অদল বদল ॥

কর্ত্রী ঃ চিঠিটা পোস্ট করেছো সুবল ?

চাকর ঃ হ্যাঁ মা। তবে আপনি একটা গোলমাল করেছিলেন।

কর্ত্রী ঃ কি ?

চাকর ঃ ভারী খামটায় কমদামী আর হালকা খামটায় বেশি দামী টিকিট দিয়েছিলেন।

কর্ত্রী ঃ তাই নাকি ! তুমি ঠিক করে দিয়েছ ?

চাকর ঃ হ্যাঁ মা। আমি দুটো খামের ঠিকানা অদল বদল করে দিয়েছি।

* * *

॥ কবে থেকে বাঁদর এল ॥

বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে কথোপকথন—

বাড়িওয়ালা : বলুন মশাই কি খবর ?

ভাড়াটে : চলুন চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে আসি।

বাড়িওয়ালা : না ভাই চিড়িয়াখানাতে যাব না।

ভাড়াটে : কেন ?

বাড়িওয়ালা : ওখানে বড় বাঁদরের উৎপাত।

ভাড়াটে : আসলে আপনাকে বাইরে দেখার পর থেকেই তো ওরা চিড়িয়াখানায় আসতে শুরু করেছে।

* * *

॥ কুকুরের জ্ঞান বেশি নয় ॥

জনৈক : ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার : কি ব্যাপার ?

জনৈক : একবারটি আমাদের বাড়ি চলুন।

ডাক্তার : কেন ?

জনৈক : আমার ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে।

ডাক্তার : আমি তো রাত নটার পর কোথাও যাইনা।

জনৈক : আমি জানি।

ডাক্তার : তবে ?

জনৈক : যে কুকুরটা কামড়েছে সে তো জানতো না।

* * *

॥ কুকুর কি আদৌ জানে ? ॥

১ম : না রে ভেতরে যাবো না।

২য় : কেন ?

১ম : দেখছিস না কুকুর রয়েছে।

২য় : চলে আয় তো, কিস্‌সু হবে না।

১ম : না রে, কুকুরটা কেমন চেল্লাচ্ছে দেখছিস না।

২য় : আরে বাবা চল তো, যে কুকুর চীৎকার করে সে কুকুর কামড়ায় না—শুনিস নি ?

১ম : সে তো আমরা জানি। কুকুরটা কি জানে ?

* * *

॥ কথা বলতে কষ্ট ॥

ডাক্তার ঃ কি ব্যাপার ?

রোগী ঃ বড্ড কষ্ট !

ডাক্তার ঃ রাত্রে ঘুম হয় ?

রোগী ঃ অত কথা বলতে পারবো না ডাক্তারবাবু। আমার শরীরে যে কি অসম্ভব কষ্ট তা বলে বোঝাতে পারবো না। কথা বলতে গেলেই যেন মনে হয় জিভটা আটকে যাচ্ছে, দমটা বেরিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠি। শরীরটা মনে হয় ভেঙে পড়ছে। তাই কথা আমাকে একদম বলতে বলবেন না। বলতে পারবো না। অন্য কোন ভাবে চেষ্টা করুন। প্লীজ, আমাকে ভাল করে দিন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ঃ সত্যি ! কথা আপনি বলতেই পারছেন না।

*　　　*　　　*

॥ অপারেশন ইজ সাক্‌সেসফুল বাট… ॥

ডাক্তার ঃ আপনার কানের অপারেশন খুব ভাল হয়েছে এরপর থেকে শুনতে কোন কষ্টই আর হবে না।

রোগী ঃ অ্যাঁ ? আমাকে কিছু বলছেন ডাক্তারবাবু ?

*　　　*　　　*

॥ অব্যর্থ লক্ষ্য ॥

১ম ঃ জানেন আজ আপনার ছেলে কি করেছে ?

২য় ঃ কি ?

১ম ঃ আপনার ছেলে আজ বিকেলে আমার মাথা লক্ষ্য করে একটা ইঁট ছুঁড়ে মেরেছে।

২য় ঃ মাথায় লেগেছে ?

১ম ঃ না, তা অবশ্য লাগেনি।

২য় ঃ ও, তবে সে আমার ছেলে নয়।

১ম ঃ তার মানে আমি মিথ্যে বলছি ?

২য় ঃ না, না, মিথ্যে বলবেন কেন ? আসলে ভুল হয়েছে !

১ম ঃ কি করে বুঝলেন ?

২য় ঃ বুঝলাম এই ভাবে যে আমার ছেলের হাতের টিপ অত কাঁচা নয়। যেটাতে মারবে, মনে করে মারবেই। তার অব্যর্থ লক্ষ্য।

*　　　*　　　*

⁑ আধুনিক বেদবাক্য ⁑

আজকাল মেয়েদের পোষাক দেহকে অনাবৃত রাখার জন্যই। অন্য কাজ নেই।

*　　　　*　　　　*

'পরদারেষু মাতৃবৎ'—এখন আর চলে না।

*　　　　*　　　　*

কাঁঠাল পরের মাথায় ভাঙবার জন্যই।

*　　　　*　　　　*

চুরির হাতে খড়ি হয়—বাজারের পয়সা থেকে পয়সা চুরি করা থেকে।

*　　　　*

পয়সা বাঁচাবার সহজ এবং সরল উপায় ট্রামে-বাসে উঠে দরজায় দাঁড়ানো।

*　　　　*　　　　*

বিদ্যালয়ের আর এক নাম 'বদ-আলয়'।

*　　　　*　　　　*

শিক্ষালয়—সখা ও সখীদের আলয়।

*　　　　*　　　　*

ভাত দেবার মালিক এখন ভাতার নয়।

*　　　　*　　　　*

রাস্তার মাঝখানটাই চলবার পথ, ফুটপাথ দোকানের জন্য।

*　　　　*　　　　*

কোথাও কিছু না দিয়ে চর্ব্যচোষ্য খেতে চাও তো ধনী কেউ মারা গেলে তাঁর খাটিয়ায় কাঁধ দাও।

*　　　　*　　　　*

ব্যাঙ্কে টাকা তোলা মানে ব্যাঙ্কের লোকের দয়ার উপর নির্ভর।

*   *   *

শাঁসালো ছেলেকে চোখে চোখে রাখবে।

*   *   *

মেয়ে বড় হলে তাকে চরতে দেওয়াই রীতি। তাতে অনেক পয়সা বাঁচে।

*   *   *

সাহিত্যে অশ্লীলতা বলে কিন্তু কিছু নেই—কারণ সকলেই তা সাগ্রহে পড়ে আর মুখে বলে—'ছি ছি'।

*   *   *

বাড়ীর দেওয়াল ভোট প্রার্থীদের নেমপ্লেট ও ভোট এক প্রকারের ভেট।

*   *   *

রেডিও—রাষ্ট্রভাষা শেখাবার মাষ্টার।

*   *   *

মোটা উপন্যাস ডাক্তারদের ইচ্ছে মতই লেখা হচ্ছে, যাতে পড়তে পড়তে বুকের ওপর রেখে ঘুমোলে হৃদ্‌রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

*   *   *

তরুণীরা চুল ছাঁটছে বলেই তরুণরা দাড়ি রাখছে—চুলের ব্যালান্সশীট মেলাবার জন্য।

*   *   *

বাসে ট্রামে লেডিজ সীটের কাছটাই আরামপ্রদ জায়গা।

*   *   *

পিতা স্বর্গ—এর অর্থ হচ্ছে বেকার পিতা স্বর্গে চলে গেলেই বাঁচোয়া।

*   *   *

বিনা খরচে প্রেম করবার একমাত্র উপায় চাকুরে মেয়ে বেছে নেওয়া।

*   *   *

আলু কোল্ড স্টোরেজে থাকে বলেই গোল্ডের মতই মহার্ঘ।

*   *   *

ঘরে কাউকে আটক করালেই বলে ঘেরাও।

*   *   *

টেলিফোনের আর এক নাম—ডাকিনী যন্ত্র।

*   *   *

টেলিফোন ডাইরেকটরীই একমাত্র মোটা বই—যা ফাউ হিসেবে পাওয়া যায়, বা দু'টাকায় কেনা যায়।

*   *   *

জেনে রেখো পাগলা গারদে এখন সুস্থ মানুষেরাই আছে। পাগলারা সব বাইরে ঘুরছে।

*   *   *

ভি আই পি-র সম্পূর্ণ অর্থ ভেরি ইডিয়েট পার্সন।

*   *   *

মুঠো হাত যেমন কিছু দিতে পারে না, তেমন কিছু নিতেও পারে না।

*   *   *

ভুল করলে মন একটু খারাপ হয় বৈকি—কিন্তু বেশী খারাপ হয়, যখন বোঝা যায় যে আমি এতই নগণ্য যে আমার ভুলটুকুও কারোর নজরেই এলো না।

*   *   *

যে লোক তার গন্তব্য স্থল জানে, তার চলার পথে বাধাও যায় সরে।

*   *   *

প্রেম করে বিয়ে করাটাই ঝুঁকি ঝামেলা আছে—তবে প্রচেষ্টা সৎ—তাই ভগবানও খুশি না হয়ে পারেন না।

*   *   *

কোন কোন লোক আছে যাদের ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা দিলেই পরে সবটা হাতরে নেয়।

*   *   *

যখন কোন জিনিষ চেয়ে পাওনা, তখন এমন সব জিনিসের কথা মনে কর—যা তুমি চাওনা এবং পেলেও নাও না।

*   *

তরুণীদের টেক্কা দেবার জন্যই এখনকার তরুণদের ভি, আই, পি সাজতে হয়।

*   *   *

বেঁচে থাকার মত বেতনের পরিমাণটা কত হওয়া উচিত সেটা নির্ভর করে সে বেতনটা তোমার দেয়, না প্রাপ্যের ওপর।

*   *

নগদ টাকায় কেনা অভ্যাস করলে কম কেনার অভ্যাসটা সহজেই হয়।

*   *   *

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা নির্ভর করে আসলে আমরা কি দেখতে চাই।

*   *   *

শয়তানের প্রাপ্য যা তাকে দিও। কিন্তু সাবধান, শয়তান যেন তোমার কাছ থেকে তার প্রাপ্য আদায় না করে।

*   *   *

সংসারে যদি তোমার বাজেট অনুযায়ী চলতে চাও তবে বাড়ীর বাইরে যাওয়া চলবে না।

*   *   *

শান্তি চাও তো পরস্ত্রীকে নিজের স্ত্রী চাইতে হেয় করে দেখ।

*   *   *

কোন মানুষ তার স্বভাবের গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না।

*   *   *

প্রেম? যে অনুভূতির সাহায্যে নারী পুরুষকে সহজেই বোকা বানাতে পারে।

*   *   *

ঈশ্বর কারোর ওপর ট্যাক্স বসাবার আগে যথাযথ নোটিশ দিয়ে থাকেন।

*   *   *

ঈশ্বর নির্বোধদের রক্ষা করেন এবং জিইয়ে রাখেন বুদ্ধিমানদের জন্য। নইলে বুদ্ধিমানরা অচল হয়ে যেতো।

*   *   *

তুমি যে কত জোরে ছুটতে পারো তা অন্যকে দেখাতে যেয়ো না। তাতে তুমি হয় তো আগে গিয়ে পৌঁছবে হাসপাতালে।

*　　　　*　　　　*

স্ত্রীরা রেগে গিয়ে স্বামীদের যেখানে যেতে বলে সেখানে যদি যেতো তা হলে বিবাহ বিচ্ছেদ খুব কমই ঘটতো বটে তবে বিধবার সংখ্যা বাড়তো অনেক বেশী।

*　　　　*　　　　*

নিজের চালবাজিতে ডিগবাজি খাওয়াটাই সব চাইতে ট্রাজেডী।

*　　　　*　　　　*

সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত লোকে বয়স কমিয়ে বলে, এবং সত্তর পার হলেই তখন শুরু হয় বয়সের বড়াই।

*　　　　*　　　　*

বাড়িতে বাস করার স্বাদ আমরা রবিবারেই বুঝতে পারি।

*　　　　*　　　　*

ট্যাঁকে যখন টাকা থাকে না তখনই ঘটে বুদ্ধি আসে।

*　　　　*　　　　*

বয়স যত বাড়তে থাকে ক্ষমতার দৌড় ততই বুঝতে পারা যায়।

*　　　　*

জ্ঞান অনেক সময় অজ্ঞাতেই আসে।

*　　　　*

কোন মানুষের মনবাঞ্ছা অর্ধেক পূরণ হলে তার মনের কষ্ট দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

*　　　　*　　　　*

টাকা যে জমায়, তার নয়—যে ভোগ করে তারই।

*　　　　*　　　　*

আজকালকার অতিথির উদ্দেশ্যে গৃহকর্ত্রীদের অন্তরের প্রার্থনা—তাড়াতাড়ি যাও, আমায় রেহাই দাও।

*　　　　*　　　　*

ব্যর্থ প্রেম, লোকসানি ব্যবসা আর বাজে মালের রপ্তানি—তিনটেই সমান ক্ষতিকর।

*　　　　*　　　　*

ক্রমাগত উর্ধ্বে আরোহণ মানেই হোল সুন্দরভাবে নিজের পশ্চাত-দেশ দেখিয়ে অন্যের পদাঘাতের প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা।

*   *   *

পরীক্ষায় পাশ করে মাথা বিগড়ে গেলে পরে ফেল করতে হয়।

*   *   *

সাক্ষাৎ-প্রার্থীকে বসিয়ে রাখার অর্থ হচ্ছে তাকে নিজের দোষের সংখ্যা গোণার সুযোগ দেওয়া।

*   *   *

তুমি দেরী করলে যিনি আগে এসে বসে থাকেন, আবার তুমি আগে এলে যিনি দেরী করে আসেন, তিনিই হলেন অফিসের সর্বময় কর্তা।

*   *

ভালবাসতে যেয়ো না, ধাক্কা খাবে।

*   *   *

সুযোগ আদায় করতে হলে তা অংকের মত কষে বের করতে হয়। নচেৎ মেলে না।

*   *   *

সমঝদার লোক নিজেকে পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে নেয়—আর অবুঝ যারা তারা পৃথিবীটাকে চায় নিজের ইচ্ছেমত বদলাতে। কাজেই যা কিছু উন্নতি নির্ভর করে অবুঝ লোকের উপরই।

*   *   *

বিয়ে ব্যাপারটা এত জনপ্রিয় হবার কারণ, এতে রয়েছে যত লোভ ততোধিক সুযোগ।

*   *   *

শয়তানকে ধর্ম শেখানো মানে ধর্মকে শয়তানিতে পরিণত করা।

*   *   *

দুজন না খেতে পাওয়া লোকের যে খিদে তা একজন লোকের খিদের দ্বিগুণ হতে পারে না। কিন্তু দুজন বদমায়েস লোকের মধ্যে একজন আর একজনের চাইতে দশগুণ বদমায়েস হতে পারে।

*   *   *

যে লোকের দাঁতে ব্যথা সে মনে করে যাদের দাঁত শক্ত তারা সবাই

সুখী। দারিদ্র্য-উৎপীড়িত লোকও বড়লোক সম্বন্ধে ঠিক একই ভুল করে থাকে।

*　　　*　　　*

কেউ রাজা হয়ে জন্মায় না মানুষই ভুল করে তাদের সৃষ্টি করে।

*　　　*　　　*

স্বাধীনতা মানেই দায়িত্ব। সেজন্য বেশীর ভাগ লোকই একে ভয় করে।

*　　　*　　　*

যখন কোন মানুষ একটা বাঘকে মারতে চায় তখন তাকে বলা হয় স্পোর্ট। যখন বাঘ চায় কোন মানুষকে হত্যা করতে তখন তাকে বলা হয় হিংস্রতা। অপরাধ আর সুবিধা—এদের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয়।

*　　　*　　　*

একটি তরুণীর কাছে ঘর কয়েদখানার মত, কিন্তু কোন স্ত্রী লোকের কাছে তা তার কর্মস্থান।

*　　　*　　　*

কোন লোকই কোন বিষয়েই সম্পূর্ণভাবে বিশেষজ্ঞ হতে পারে না —যদি না সে একেবারেই নির্বোধ হয়।

*　　　*　　　*

যদি কোন মহাপুরুষ তাঁর স্বরূপ চিনতে দিতেন, তাহলে লোকে তাঁকে অবশ্যই ফাঁসি দিতো।

*　　　*　　　*

আমাদের আরাধ্য দেবতা যদি আমাদের দেখা দিতেন এবং ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে আসতেন তবে আমরা তাঁকেও ফাঁসি কাঠে লটকিয়ে ছাড়তাম।

*　　　*　　　*

ধর্ম মানে পাপ থেকে বিরত থাকা নয়—মানে, হে ভগবান, আমাদের পাপ নিও না।

*　　　*

যখন বাড়ির চাকরকে মানুষের পর্যায় ভাগ করা হয় তখন তাকে আর চাকর রাখা চলে না।

*　　　*　　　*

যখন কোন লোক এমন কিছু শিক্ষাদান করে যে বিষয়ে সে নিজেই অজ্ঞ এবং যাকে শিক্ষা দেয়, তারও সে শিক্ষায় আগ্রহ থাকে না, তখন তাকে যে শিক্ষা-প্রাপ্তির সার্টিফিকেট দেওয়া হয়—সেটাই ভদ্রলোকের 'শিক্ষিত' হবার সার্টিফিকেট।

*　　　*　　　*

অপরাধীরা আইনের হাতে মরে না, মানুষের হাতেই মরে।

*　　　*　　　*

যখন ছেলেকে পেটাবে রাগের মাথায় পিটিয়ো, তাতে প্রাণ যায় ক্ষতি নেই। তবে ঠাণ্ডা মাথায় পিটিয়ো না, সেটা ক্ষমার অযোগ্য।

*　　　*　　　*

মন্দ বেড়ালের ভাগ্যে মন্দ ইঁদুরই জোটা দরকার।

*　　　*　　　*

রূপবতী মেয়েরা সাধারণতঃ কুৎসিত লোকের ভাগ্যে গিয়েই জোটে।

*　　　*　　　*

গাধাকে চুনিভুষি খেতে দিলেও সে কাঁটা গাছের লোভেই ছোটে।

*　　　*　　　*

প্রশংসা নিন্দারই শুরু।

*　　　*　　　*

সোনার আংটি পরলেও বাঁদর বাঁদরই থাকে।

*　　　*　　　*

সাদা চুল বুড়ো বয়সের লক্ষণ নয়।

*　　　*　　　*

।। ছাত্র-শিক্ষক মধুর আলাপন ।।

শিক্ষক ঃ আচ্ছা বলতো, ছেলে মেয়েরা মাস্টারমশাইদের সামনে কোন্ কথাটা বেশি বলে ?

ছাত্র ঃ আমি জানি না।

শিক্ষক ঃ (খুশি হয়ে) ঠিক বলেছ।

* * *

শিক্ষক ঃ যে সমস্ত বাচ্চা ছেলে-মেয়ে সত্যি কথা বলে, ভগবান তাদের ভালবাসেন।

ছাত্র ঃ আমি তাহলে সত্যি কথা বলবো না। সতি কথা বললে আমি আমার মা-বাবার ভালোবাসা পাবো না। মা-বাবা আমাকে আমুল চকলেট কিনে দেবে না।

* * *

মাস্টারমশাই ঃ হ্যাঁরে ছেলে, তুই ইতিহাসে কাঁচা বলে, আমি তোর বইতে লিখে পর্যন্ত দিলাম, আজকের পড়াটা দশবার লিখে আনতে। আর তুই কিনা মাত্র একবার লিখে এনেছিস।

ছাত্র ঃ কি করবো স্যার, আমি যে অঙ্কেও কাঁচা।

* * *

শিক্ষক ঃ আচ্ছা শ্যামল বল তো, পৃথিবী কি গোল ?

ছাত্র ঃ হ্যাঁ স্যার।

শিক্ষক ঃ প্রমাণ করতে পারো ?

ছাত্র ঃ প্রমাণ আর কি করবো স্যার, আপনি আমার গুরুজন, আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করা সাজে না। তাই আপনি যদি পৃথিবী গোল না বলে, চ্যাপ্টা বলেন, তবে পৃথিবী চ্যাপ্টাই।

* * *

শিক্ষক ঃ সুধীর, আমি যখন ক্লাসে পড়াচ্ছিলাম, তখন তুমি পাশের ছেলেটার সঙ্গে গল্প করছিলে ?

সুধীর : না স্যার, আপনি ভুল বলছেন। ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলা আমার অভ্যাস নয়।

* * *

মাস্টারমশাই : এই কালু, তুমি আমার ক্লাসে ঘুমোতে পারবে না।

ছাত্র : স্যার, আপনি যদি না চেঁচিয়ে পড়ান, তাহলে আমি ঠিক ঘুমিয়ে পড়ব।

* * *

ছাত্র : আচ্ছা স্যার, কেউ যদি কোন একদিন কোন বিশেষ কাজ না করে, তাহলে কি তার ওপর রাগ করা উচিত ?

মাস্টারমশাই : না, তা কেন, একটা মানুষকে তো একদিনে অনেক কাজ করতে হয়, তার মধ্যে কোন একদিন, কোন একটা বিশেষ কাজ না করলে কি আর এসে যায়।

ছাত্র : ও। কি বাঁচা বেঁচে গেলাম। আজ আমার হোমটাস্ক করা হয়নি।

* * *

শিক্ষক : প্রভাত দিন দিন তোমার হাতের লেখা কেবল খারাপই হচ্ছে দেখছি। হাতের লেখা ভালো করার চেষ্টা করো।

প্রভাত : স্যার হাতের লেখা ভালো করে কি হবে, তাতে তো আপনার পক্ষে আমার বানানের ভুল ধরা আরো সহজ হবে।

* * *

শিক্ষক : দীপক, তোমার বাবা কি এই ভাবসম্প্রসারণটা লিখে দিয়েছেন ?

দীপক : না স্যার, বাবা শুরু করেছিলেন। অফিসের তাড়া থাকায় শেষ করতে পারেন নি। মা বাকিটা লিখে দিয়েছেন।

* * *

প্রদীপ ও শ্যামল দেরিতে স্কুলে আসায় মাস্টারমশাই যতীনবাবু ওদের বললেন, আজ তোমাদের দুজনের স্কুলে আসতে দেরী হলো কেন ?

প্রদীপ বলল, স্যার রাস্তায় আসতে আসতে আমার একটা দশ টাকার নোট কোথায় হারিয়ে গেল। সেটা খুঁজতে গিয়েই এতো দেরি হয়ে গেল।

আর তোমার আসতে দেরি হলো কেন? যতীনবাবু জানতে চাইলেন।

শ্যামল বলল, স্যার আমি ওর দশ টাকার নোটটা পায়ের নিচে চেপে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

* * *

শিক্ষক : বন্ধ্যা জমি কাকে বলে?

ছাত্র : যেখানে কিছুই জন্মায় না।

শিক্ষক : একটা উদাহরণ দাও তো।

ছাত্র : যেমন আপনার টাক।

* * *

মাস্টারমশাই : আচ্ছা বলতো, সমুদ্রের জল নোনা কেন?

ছাত্র : মনে হয় কোনদিন নুনের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল, তাই।

* * *

ক্লাসে মাস্টারমশাই বই খুলতে খুলতে বললেন, কালকে আমি কোথায় যেন পড়াচ্ছিলাম।

এক ছাত্র বলল, এই ক্লাসে স্যার।

* * *

ছাত্র : আচ্ছা স্যার ঘাস খেলে চোখের জ্যোতি বাড়ে, তাই না!

মাস্টারমশাই : তোমার এমন মনে হবার কারণ?

ছাত্র : আজ পর্যন্ত আমি কোন গরুকে চোখে চশমা লাগাতে দেখিনি, তাই বললাম।

* * *

ক্লাসে পড়াতে পড়াতে এক সময় মাস্টারমশাই কথা প্রসঙ্গে বল-লেন, আমাদের সবার উচিত অন্যের অসুবিধায় সাহায্য করা।

উনি একথা বলার পর পেছনের বেঞ্চ থেকে একটা ছেলে বলে উঠল, তাহলে স্যার আপনি কথা দিন, পরীক্ষার সময় মন থেকে লিখতে না পারলে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।

* * *

বাবা—হ্যাঁরে দীনেশ, আজকাল স্কুলে কেমন লেখাপড়া করছিস?

দীনেশ—ও কথা জিজ্ঞেস করছন কেন? আমি কি তোমায় কখনো জিজ্ঞেস করেছি, তুমি অফিসে কেমন কাজ করছ?

* * *

।। অফিস পাড়ায় খুশির দোলা ।।

সেদিন সুবোধবাবু অফিসে তাঁর টেবিলে বসে বসে, তাঁর নামে আসা একটা পোস্টকার্ডে বার বার চুমু খাচ্ছিলেন। পোস্টকার্ডটা উনি সেদিন সবে মাত্র হাতে পেয়েছেন। ওঁকে ওভাবে কার্ডে চুমু খেতে দেখে ওঁরই এক সহকর্মী জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার দাদা, আপনি এভাবে কার্ডটায় বার বার চুমু খাচ্ছেন কেন ?

সুবোধবাবু বললেন, কার্ডটা যে আমার বউ পাঠিয়েছে।

—কিন্তু কার্ডে যে কিছু লেখা নেই !

—আজকাল বউয়ের সঙ্গে আমার কথা বলা বন্ধ, তাই কিছু লেখেনি।

*　　　*　　　*

মালিক ঃ কি ব্যাপার, আজ তোমার অফিসে আসতে দু'ঘন্টা দেরি হলো কেন ?

শ্রমিক ঃ কি করবো স্যার, অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিলাম। একটা বাস আমার সাইকেলে ধাক্কা মারে, তাই দেরি হলো।

মালিক ঃ বাসটা নিশ্চই দু ঘন্টা ধরে ধাক্কা মারছিল না !

*　　　*　　　*

নিয়োগকর্তা ঃ আমরা আপনাকে এখন সপ্তাহে আশি টাকা করে দেব। ছ'মাস পরে থেকে একশো টাকা করে দেব।

দরখাস্তকারী ঃ ঠিক আছে, আমি তাহলে ছ'মাস পরেই কাজে যোগ দেব।

*　　　*　　　*

পরিমল ঃ আর বলিস না ভাই, কাল সারা রাত একবারের জন্য দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। একদম ঘুম এলো না।

শ্যামল ঃ ঘুম আসবে কি করে ! দরজা জানলা, এমন কি ঘরের ঘুলঘুলি পর্যন্ত বন্ধ করে শুলে ঘুম আসে কখনো ?

*　　　*　　　*

সেদিন বাসে যেতে যেতে একটা নতুন ধরনের কথা শুনলাম।

বাস কিছুটা পথ চলার পর এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, সামনে কোন স্টপেজ ?

ভদ্রলোকের এই প্রশ্নের উত্তরে এক সহযাত্রী বললেন, ফুল স্টপেজ।

* * *

পথ চলতি একটি লোক কর্মরত এক পুলিশকে বলল, আচ্ছা দাদা, এখানে যদি স্নান করা নিষেধ হয়, তাহলে আমি যখন স্নান করব বলে জামা কাপড় ছাড়ছিলাম, তখন আপনি আমায় নিষেধ করলেন না কেন ?

কর্মরত পুলিশটি বলল, এখানে স্নান করা নিষেধ, জামা-কাপড় ছাড়া নিষেধ নয়।

* * *

॥ স্বামী-স্ত্রী সংবাদ ॥

এক দম্পতি নাটক দেখতে গিয়েছেন। নাটক শুরু হবার আগে স্বামী ভদ্রলোক একজোড়া সাজা পান কিনে নিলেন। হলে নাটক শুরু হতে পান দুটো স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, খাও। স্ত্রী পান দুটো মুখে পুরে দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার তোমার পান নিলে না ?

স্বামী বললেন, মুখে কিছু না দিয়েও আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি।

* * *

স্ত্রী ঃ গত বছর বিবাহ বার্ষিকিতে আমায় একটা সোনার আংটি দিয়েছিলে। আজ সেটা কোথায় হারিয়ে গেল।

স্বামী ঃ আজই আমার পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট চুরি হয়ে গেল। অবশ্য তার জন্য কোন দুঃখ নেই।

স্ত্রী ঃ কেন ?

স্বামী ঃ তোমার আংটিটা পেয়েছি, তাই।

স্ত্রী ঃ (আনন্দের সঙ্গে) আমার আংটিটা তুমি কোথায় পেলে ?

স্বামী ঃ আমার পাঞ্জাবির যে পকেট থেকে একশো টাকার নোটটা চুরি গেছে, সেই পকেট থেকে।

* * *

স্বামী ঃ তোমার জন্য আয়নাটা ভেঙে গেল।

স্ত্রী ঃ তা মোটেই না, তোমার জন্য। আমি তোমাকে বেলুন ছুঁড়ে মেরেছি ঠিকই, তবে তুমি যদি তোমার জায়গা থেকে না সরতে তবে বেলুনটা তোমার গায়েই লাগতো, আয়নার কাঁচটা ভাঙতো না।

*   *   *

বাসর রাতে পতিদেব তাঁর নব পরিণীতা স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন, বিয়ের আগে কটা লোকের সঙ্গে তোমার দোস্তী ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তরে স্ত্রীকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে পতিদেব আবার বললেন, কি রাগ হলো? আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে না নাকি?

লজ্জাবতী স্ত্রী বলল, একটু সবুর করো, এখনো গুণছি।

*   *   *

এক মহিলা গর্ব করে আর এক মহিলাকে বললেন, আমার স্বামী কত বড় মানুষ জানো, প্রতিটা লোক ওঁর সামনে মাথা নিচু করে থাকে।

এ কথা শুনে ঐ মহিলা বললেন, তাই নাকি। তোমার স্বামীর পেশা কি লোকের চুল-দাড়ি কাটা?

*   *   *

বিয়ের পরে পরেই স্বামী তার স্ত্রীর রূপের প্রশংসা করে বলল, আহা! তোমার হাতের আঙুলগুলো যেন ঢেউয়ের মতো। গাল দুটো যেন পাকা টমেটো। চোখগুলো ঠিক যেন নৈনীতালের আলু...

স্বামীর মুখে এমন প্রশংসা শুনে স্ত্রী আর থাকতে না পেরে বলল, থাক, থাক অনেক হয়েছে, আর নয়। তুমি যেন আমাকে কাঁচা আনাজের বাজার ভেবে বসেছ।

*   *   *

স্বামী ঃ আজ বিকেলে রেস্তোরাঁয় গিয়ে চা খেয়ে এলে কেমন হয়?

স্ত্রী ঃ কেন বলতো? তুমি কি মনে করো, রোজ চা করে করে আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছি? তাই, আজ বিকেলে আবার চা করতে বললে তোমাকে মারতে তেড়ে যাবো?

স্বামী ঃ না, না, তা কেন। এমনও তো হতে পারে কাপ-ডিস-গুলো ধোবার সময় আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম, ফলে...

*   *   *

স্বপন ঃ আরে ভাই তোমার বাড়িতে তো একটা কাজের মেয়ে ছিল। আগে সেই তোমার সব জামা-কাপড় ধুয়ে দিতো। এখন তুমি আবার ধুতে লেগে গেলে কেন ? সে কি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ?

উৎপল ঃ না, আমি তাকে বিয়ে করে নিয়েছি।

*   *   *

স্বামীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে স্ত্রী বলল, শোন সত্যি বলছ, আমি মরে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।

হ্যাঁ সত্যি, স্বামী বলল। তুমি মরে গেলে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাবো।

থাক, আর বলো না। অনেক মিথ্যে কথা বলেছ। খুব জানি আমি মরলে তুমি আবার বিয়ে করতে ছুটবে, স্ত্রী বলল।

স্বামী বলল, পাগল হতে পারি, তাই বলে বিয়ে করতে দোষ কোথায় ?

*   *   *

সন্ধ্যা ঃ এই কাবেরী তুমি সিঁথিতে লাল সিঁদুর না দিয়ে সবুজ সিঁদুর দাও কেন বলতো ? আমাদের দেশে সব বিবাহিতা মেয়েই তো লাল সিঁদুর ব্যাবহার করে।

কাবেরী ঃ কারণ কি জানো, আমার স্বামী ভারতীয় রেলের ড্রাইভার। আমার সিঁথিতে লাল সিঁদুর দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তাই আমি সবুজ সিঁদুর ব্যবহার করি। সবুজ সিঁদুর দেখে স্বামীতর তর করে এগিয়ে আসে।

*   *   *

এক অভিভাবক আর এক অভিভাবককে ঃ প্রতি বছর অভি-ভাবকদের দৌড় প্রতিযোগিতায় আপনি প্রথম হন। এর পেছনের রহস্য জানতে পারি কি ?

ঐ অভিভাবক ঃ দৌড় শুরু করার সময় আমি মনে করার চেষ্টা করি, আমার স্ত্রী পেছন থেকে তেড়ে আসছে। তাই প্রাণ ভয়ে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড়তে থাকি।

*   *   *

এক প্রবীণ মহিলার থাকার জন্য ভাড়ায় একটা ঘরের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। উনি তাঁর প্রয়োজন এক দালালকে জানাতে, দালাল তাঁকে একটা বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেল। বলল, এই ঘরটা ভালো, আপনি নিতে পারেন। সামান্য একটু নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে হবে, এই যা।

ভদ্রমহিলা বললেন, না বাপু ও কথায় আর ফাঁসছি না। বিয়ের সময় মা-বাবাও ঐ রকম কথা বলেছিল। তার ফল সারা জীবন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

* * *

সেদিন দূরপাল্লার এক ট্রেনের কামরায় যাত্রীদের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছিল। এক ব্যক্তি আলোচনায় ইতি টেনে বললেন, যাই হোক এবার সমাজবাদ গিয়ে মার্কসবাদ আসছে, এটাই আপনারা জেনে রাখুন।

ভদ্রলোক এই কথা বলার পর পাশ থেকে এক মহিলা বললেন, দাদা এলাহাবাদ এলে আমায় বলবেন।

* * *

।। পথে ঘাটে মুচকি হাসি ।।

সেদিন বাসে যেতে যেতে এক ভদ্রলোক হাঁচি আটকাবার জন্য অদ্ভুতভাবে মুখ ভেঙাচ্ছিলেন। ওঁকে এভাবে মুখ ভেঙাতে দেখে পাশের ভদ্রলোক বললেন, কি দাদা, আপনি বার বার ও রকম করছেন কেন?

ভদ্রলোক বললেন, হাঁচি পাচ্ছে। হাঁচি আটকাবার জন্য ও রকম করছি।

পাশের ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, তা হাঁচি পাচ্ছে যখন হতে দিন না, আটকাবার চেষ্টা করছেন কেন?

উনি বললেন, আমার বউ বলেছেন, তোমার হাঁচি এলে বুঝবে আমি তোমাকে কাছে পেতে চেয়েছি।

পাশের ভদ্রলোক বললেন, তাতে ক্ষতি কি! ভালোই তো।

এই খেয়েছে — তুমিও ছেলে —

উনি বললেন, সে যে আর বেঁচে নেই, মারা গেছে। তাই হাঁচি পেলে ভয় হয়।

* * *

একটি বাচ্চা ছেলে : এ কি ল্যাংড়া ?

ফলওলা : হ্যাঁ, ল্যাংড়া বলেই তো মাথায় নিয়ে ফিরছি।

* * *

একদিন এক ভদ্রলোক মৌলালির মোড়ে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলেন, আচ্ছা দাদা এখান থেকে বারুইপুর যেতে গেলে কোন্ বাসে চড়তে হবে ? ভদ্রলোক বললেন, ২১৮ নম্বর বাস।

তারপর দুজনের কারোর মধ্যে কোন কথা নেই। এদিকে অনেক কটা বাস এলো, গেল। একটা ২১৮ নম্বর বাস আসতে দেখে ভদ্রলোক বললেন, ঐ তো আপনার বাস আসছে।

বারুইপুর যেতে ইচ্ছুক ভদ্রলোক বললেন, না, না, ও বাস কি করে হয় ? বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থেকে আমি তো কেবল গুনছি কটা বাস

গেল। সবে তো ১৮০টা বাস গেল। ২১৮ নম্বর বাস এতো তাড়া–তাড়ি আসে কি করে?

*　　　　*　　　　*

এক বৃদ্ধ পথ চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলে, এক যুবক তাড়াতাড়ি ওঁকে পেছন থেকে তুলে নিল। যুবকটির এমন ব্যবহারে খুশি হয়ে বৃদ্ধ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, ভালো ছেলে। বেশ করেছ বাবা ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তুমি যেমন আমায় তুলে নিলে, ঈশ্বরও যেন সেরকম তোমায় জলদি তুলে নেন।

*　　　　*　　　　*

স্বপন : আরে ভাই বিয়ের পর কে সুখ নিদ্রা উপভোগ করে বলতো?

উৎপল : স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। তবে স্বামী অফিসে এবং স্ত্রী বাড়িতে।

*　　　　*　　　　*

প্রভাত : আরে ভাই কালকের নাটকটা কেমন দেখলি?

সঞ্জীব : আর বলিস না, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটায় কেবল দুঃখ আর দুঃখ।

প্রভাত : কি রকম?

সঞ্জীব : প্রথম দৃশ্যে নায়ক পাগল হয়ে গেল। দ্বিতীয় দৃশ্যে নায়িকা মারা গেল। তৃতীয় দৃশ্য শুরু হতে না হতেই দর্শকরা চেয়ার-টেবিল ভাঙতে শুরু করে দিল। চতুর্থ দৃশ্যে ম্যানেজার দর্শকদের টিকিটের দাম ফিরিয়ে দিল। পঞ্চম দৃশ্যে পুলিশ লাঠিপেটা করল।

*　　　　*　　　　*

দিলীপ : দাদা পাঁচটা টাকা ধার দেবেন?

রাহুল : কে আপনি? আপনাকে তো চিনলাম না।

দিলীপ : সেই জন্যই তো আপনার কাছে ধার চাইছি। চিনলে কি আর আপনি আমায় ধার দিতেন?

*　　　　*　　　　*

একদিন এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির দুধওলা গয়লাকে বললেন,

ভাই তুমি আমায় দুধ দাও, আর তোমার গরু তোমায় দুধ দেয়। কিন্তু দুজনের দেওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

গয়লা জানতে চাইল, কিভাবে বাবু?

ভদ্রলোক বললেন, তোমার গরু তোমাকে নির্ভেজাল দুধ দেয় আর তুমি আমাকে জল মিশিয়ে দাও।

গয়লা বলল, বাবু পার্থক্য আর এক জায়গায় আছে।

কি সে পার্থক্য? ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

গরু আমাকে ধারে দুধ দেয় না। কিন্তু আমি আপনাকে...

* * *

এক ভদ্রলোক দীঘার সমুদ্র তীরে বসে আপন মনে সমুদ্রের ঢেউয়ের আনাগোনা দেখছিলেন। একটি বাচ্চা ছেলে সমুদ্রের বালি মুঠো করে এনে ওঁর জামার ওপর ফেলছিল। বার বার এই কাজটি করায় ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে, পাশে বসে থাকা এক মহিলাকে বললেন, এই যে শুনছেন, আপনার ছেলেটাকে সামলান। আমার জামা-কাপড় সব নষ্ট করে ফেলল।

ওঁর এই অভিযোগ শুনে ভদ্রমহিলা ছেলেটিকে বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করলেন না। বললেন, ও তো আমার ছেলে নয়। আমার ছেলে ঐ পাশে আপনার ছাতাটা ভাঙার চেষ্টা করছে। মহিলা শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

* * *

এক আধুনিক যুবতীর সঙ্গে এক বৃদ্ধার নারী-পুরুষের মেলামেশা প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছিল। আলোচনা চরম পর্যায়ে পৌঁছলে যুবতীটি বলল, আপনাদের সময় কেউ নারী-পুরুষের মেলামেশা প্রসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করতেই সাহস পেত না।

এর উত্তরে বৃদ্ধা বললেন, আর তোমাদের সময় তো লোকে নারী-পুরুষের মেলামেশা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করার কথা ভাবতেই পারে না।

* * *

এক গ্রামে এক হাসপাতাল বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। হাসপাতালের অঙ্গ হিসেবে তখন অপারেশন থিয়েটার তৈরির কাজ চলছিল। নির্মাণাধীন হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার হচ্ছে শুনে এক গ্রামবাসী বলল, বাঃ!

হাসপাতালে রুগীর চিকিৎসার সঙ্গে নাটক থিয়েটারও হবে বুঝি।

*　　　*　　　*

ইন্টারভিউতে এক চাকরি প্রত্যাশীর কাছে জানতে চাওয়া হলো, আপনার বয়স ?

—চল্লিশ বছর।

—আপনি এর আগে কতো বছর চাকরি করেছেন ?

—পঁয়তাল্লিশ বছর।

—আপনার বয়স চল্লিশ, অথচ আপনি চাকরি করেছেন পঁয়তাল্লিশ বছর। এটা কি করে সম্ভব হলো ?

—ওভারটাইম করেছি স্যার।

*　　　*　　　*

এক নেকড়ে গ্রাম থেকে একটা মানুষের বাচ্চা মুখে নিয়ে জঙ্গলের দিকে পালাচ্ছিল। পথে একটা কুকুরের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। কুকুরটা নেকড়ের কাছে জানতে চাইল, ও নেকড়ে, তোমার শিকারের জন্য সারা জঙ্গল পড়ে থাকতে একটা মানুষের বাচ্চা নিয়ে চলেছ ?

নেকড়ে বলল, না ভাই, খাবো বলে এই মানুষের বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছি না। এটাকে আমাদের মনের মতো মানুষ করে তুলব। তুমি আমি যেমন মানুষ দেখি তেমন মানুষ নয়।

*　　　*　　　*

একদিন এক ভদ্রলোক এক ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললেন, ডাক্তারবাবু সর্বনাশ হয়ে গেছে। আজ আমার বউ ভুল করে পেট্রল খেয়ে ঘরের মধ্যে দৌড়দৌড়ি করছে।

ডাক্তারবাবু ঐ আতঙ্কিত ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনি একদম চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি শুধু এখন ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখে দিন। পেট্রল ফুরিয়ে গেলেই উনি শান্ত হয়ে বসে পড়বেন।

*　　　*　　　*

এক ডাক্তারের কাছে তাঁর এক বন্ধু জানতে চাইলেন, জীবনে কোনদিন আপনি কোন মারাত্মক ভুল করেছেন ?

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, একবার মাত্র এক ডোজে আমি এক কোটি-পতির রোগ সারিয়ে দিয়েছিলাম।

*　　　*　　　*

এক কোটিপতির ভদ্রলোক একটি সুন্দরী মেয়েকে যে কোন মূল্যে বিয়ে করার জন্য অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। উনি ঐ সুন্দরী মেয়েটির বাবার কাছে গিয়ে বললেন, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। আপনি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি থাকলে আমি আপনাকে ওর সমান ওজনের সোনা দেব।

মেয়েটির বাবা বললেন, ঠিক আছে কিছুদিন যাক তারপর বলব।

ভদ্রলোক বললেন, কেন, এ নিয়ে আপনি কি চিন্তা-ভাবনা করতে চান ?

মেয়েটির বাবা বললেন, না, তা নয়। আসলে এ কদিন মেয়েটাকে একটু খাইয়ে পরিয়ে মোটা করেনি তারপর আপনার হাতে তুলে দেব।

* * *

রমা : তুমি কি করছ ?

শীলা : বন্ধুকে চিঠি লিখছি।

রমা : কিন্তু তুমি তো লিখতে জানো না।

শীলা : তাতে কি হয়েছে, আমার বন্ধুও পড়তে জানে না।

* * *

বাবা : একটা পোসকার্ড নিয়ে আয় তো রাজু।

ছেলে : পয়সা দাও নিয়ে আসছি।

বাবা : আরে পয়সা দিয়ে তো সবাই নিয়ে আসতে পারে। বিনা পয়সায় একটা নিয়ে আয় না, দেখি তোর কেমন ক্ষমতা।

ছেলে : এই নাও নিয়ে এসেছি।

বাবা : আরে এ তো লেখা পোস্টকার্ড। এর ওপর আবার কি করে লিখব।

ছেলে : না লেখা পোস্টকার্ডে তো সবাই লিখতে পারে, লেখা পোস্টকার্ডের ওপর লিখে তুমি একবার এলেম দেখাও না।

* * *

জজ : তুমি কি কাজ করো ?

অপরাধী : কোনো একটা কাজ করি।

জজ : তুমি কোথায় কাজ করো ?

অপরাধী : কোন এক জায়গায় কাজ করি।

জজ ঃ (রেগে গিয়ে) একে এক মাস হাজত বাসের সাজা দিলাম।

অপরাধী ঃ আমি কবে ছাড়া পাবো ?

জজ ঃ কোন একদিন।

* * *

ছেলে ঃ মা আজ আমাকে ঈদের পয়সা দিতে হবে, খাবার কিনে খাবো।

মা ঃ আজ ঈদের পয়সা কি দেব রে! ঈদের তো এখনো ঢের দেরি।

ছেলে ঃ ঢের দেরি কে বলল, আজ সকালে আমি দেখলাম বাবা পাশের বাড়ির মাসীমার সঙ্গে কোলাকুলি করছে।

* * *

এক জোড়া তরুণ-তরুণী রেজিস্ট্রি বিয়ে করবে বলে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল, অফিস বন্ধ রয়েছে এবং অফিসের সামনে একটা নোটিস ঝুলছে। নোটিসে লেখা রয়েছে ঃ এখন টিফিন চলছে তাই অফিস বন্ধ। অফিস আবার খুলবে দুটোর পর। ততোক্ষণ আপনারা আর একবার বরং ভেবে নিন রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করবেন কি না।

* * *

এক অধ্যাপক ভদ্রলোক পোশাকের দোকানে গিয়ে বললেন, আমার একটা টুপি চাই। দোকানদার ঐ ভদ্রলোককে একটার পর একটা টুপি দেখাতে লাগল। কিন্তু ওঁর একটাও টুপি পছন্দ হলো না।

অধ্যাপক হতাশ হয়ে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় কাউ-ন্টারের ওপর থেকে একটা টুপি তুলে নিয়ে সঠিক জিনিষটি পাবার আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন, আরে এই তো ঠিক এই টুপিটাই আমার চাই। এটার দাম কতো হবে ?

দোকানদার ওকে বলল, স্যার ওটার জন্য আমি আপনার কাছ থেকে কোন দাম নিতে পারব না। ঐ টুপিটা মাথায় দিয়েই আপনি আমার দোকানে ঢুকে ছিলেন।

★ ★ ★

॥ সাজার জন্য সাজানো ॥

বোম্বে। ফিল্মী দুনিয়ার আড্ডা। কোন এক ফিল্ম স্টুডিওর ম্যানেজারের ঘরে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের ছবি আটকানো। ম্যানে-জারের নাম মিঃ মুখিয়া, জনৈক বাঙালী ঘরে ঢুকে খুবই মুগ্ধ। মিঃ মুখিয়া একজন অবাঙালী। তিনি যে এত রবীন্দ্রভক্ত তা দেখে বাঙালীটির খুবই ভাল লাগলো।

বাঙালী ঃ আপনি রবীন্দ্রনাথকে দেখছি খুব ভালবাসেন।

মুখিয়া ঃ কেন? কে বললো?

বাঙালী ঃ ঘরে রবীন্দ্রনাথের কত বিভিন্ন ধরনের ছবি রেখেছেন!

মুখিয়া ঃ না, না সেজন্য রাখিনি।

বাঙালী ঃ তবে?

মুখিয়া ঃ সিনেমায় একেক রকম চরিত্রে একেক রকম দাড়ির জন্য মেকাপ-ম্যানকে সাজানোর ব্যাপারে যাতে ঠিকঠাক গাইড করতে পারি সেজন্য রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের ছবিগুলো টাঙিয়ে রেখেছি। এগুলো বেশ কাজে দেয়।

* * *

॥ অমিল একটাই ॥

১ম ঃ আপনারা দুজনে ভাই বোন?

২য় ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

১ম ঃ দেখলেই বোঝা যায়। এক রকম দেখতে।

২য় ঃ হবেই তো! আমরা তো যমজ ভাই বোন।

১ম ঃ তাই নাকি? তাই এত মিল।

২য় ঃ না, অমিল আছে একটা।

১ম ঃ না, না, হুবুহু এক।

২য় ঃ না। আমার বয়স পঁচিশ আর আমার বোনের বয়স কুড়ি। মেয়েদের বয়স বাড়ে না।

* * *

॥ যমজের সমস্যা ॥

দুজন যমজ ভাই। তারা আগাগোড়া একরকম দেখতে। এদের মধ্যে একজন হঠাৎ মারা গেছে। জনৈক ব্যবসায়ী—তিনি প্রতি বছর ব্যবসার জন্য এসে থাকেন। তো সেবারও এসেছেন। এসে জীবিত ভাই-এর সঙ্গে দেখা করার পর জানলেন অপরজন মারা গেছেন। জানার পর তিনি খুবই সমস্যার মধ্যে পড়লেন। তিনি তখন জীবিত জনকে বললেন ঃ—দেখুন, গতবারে আপনার অথবা আপনার ভাই-য়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শুনলাম আপনি মারা গেছেন, নাকি আপনার ভাই? আচ্ছা, আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলছি, না আপনার ভাই-এর সঙ্গে কথা বলছি? আসলে আপনারা দুজনে এত এত রকম দেখতে, কিছুতেই ধরতে পারছিনা যে কে আপনি আর কেই বা তিনি।

* * *

॥ চাকরি যাবার কারণ ॥

১ম ঃ কি ব্যাপার হারু এই দুপুরে গেঞ্জি গায়ে পাড়ায় ঘুরছো? চাকরিতে যাওনি?

২য় ঃ চাকরি তো এখন আমি করি না।

১ম ঃ কেন? ছেড়ে দিয়েছো বুঝি?

২য় ঃ না, না, ছাড়বো কেন?

১ম ঃ তবে?

২য় ঃ চাকরিটা গেছে।

১ম ঃ কেন?

২য় ঃ আমি মিউনিসিপ্যালিটিতে কুকুর ধরার কাজ করতাম।

১ম ঃ তাতে কি?

২য় ঃ আমাদের এরিয়াতে সবশুদ্ধ একুশখানা কুকুর ছিল। সবকটা ধরে ফেললাম তো সেই জন্য চাকরিটা রইল না। চত্বরে কুকুর না থাকলে কুকুর ধরার চাকরি কি করে থাকবে?

* * *

॥ দুঃখিত ভুল কান ॥

জনৈক ব্যক্তি ট্রেনের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দরজায় তার কান চাপা পড়ে কান কেটে বেরিয়ে গেল। একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড!

সহযাত্রীরা চীৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। বিশৃংখল অবস্থা। কে যেন আবার চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে দিল। গার্ড এল। সব শুনলো। দৌড়ে ছুটে গেল গার্ডসাহেব ঠিক সেই জায়গায়, গাড়ি ছাড়ার আগে কোচটা যে জায়গাতে ছিল।

বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে গার্ডসাহেব একটা রক্তাক্ত কাটা কান পেতেই বুঝলেন এটিই সেই ভদ্রলোকের কান।

কানটি হাতে এনে ভদ্রলোককে দৌড়ে এসে বললেন ঃ এই নিন আপনার কান।

ভদ্রলোক তো কাটা কান ফেরত পেয়ে আনন্দে হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখলেন। তারপর বিমর্ষ হয়ে গার্ডসাহেবকে ফেরত দিয়ে বললেন ঃ—ভেরি সরি গার্ডসাহেব!

—কেন? এ কানটা...

—এ কানটা খুবই ভাল সন্দেহ নেই। তবে এটা আমার কান নয়।

—কি করে বুঝলেন?

—না বোঝার কি আছে? আমার কানের পিছনে একটা বিড়ি গোঁজা ছিল।

* * *

॥ মদ খাওয়ার অপকারিতা ॥

—মদ খেয়ো না।

—কেন?

—মদ খেলেই মাথা গরম হবে।

—তাতে কি?

—মাথা গরম হলেই বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হবে।

—হোকগে।

—বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলেই আরো মদ খাবে।

—খাবো।

—তখন আরো মাথা গরম হবে।

—হবে।

—তাহলে আরো ঝগড়া হবে বউ-এর সঙ্গে।

—হোক।

—তখন আরো মদ খাবে।

—না হয় খাবো।

—তাহলে আরো মাথা গরম হবে।

—হোক।

—বউকে গুলি করে মারতে ইচ্ছে হবে।

—ইচ্ছে হোক।

—তখন রিভলবার দিয়ে বউকে গুলি করবে।

—করবো।

—কিন্তু বউয়ের গায়ে লাগবে না।

—কেন?

—মাতাল বলে হাত কেঁপে যাবে। এমন সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে তাই বলছি মদ খেয়ো না।

* * *

॥ জায়গা বদল ॥

১ম ঃ কি ব্যাপার অমূল্যবাবু হাতে কি ওটা?

২য় ঃ ইঁদুর ধরা কল।

১ম ঃ বেড়ালটা পালিয়েছে নাকি?

২য় ঃ পালাবে কেন? বাসাতেই আছে।

১ম ঃ তবে?

২য় ঃ ইঁদুর তো ধরেই না বরং তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করে।

দুদিন পরে ঃ

১ম ঃ কি ব্যাপার আপনার ইঁদুর কলে ইঁদুর ধরা পড়লো?

২য় ঃ ধরা পড়েছে তবে ইঁদুর নয়।

১ম ঃ বলেন কি? তাহলে কি?

২য় ঃ ঐ বেড়ালটাই। পরে খাঁচা ভেঙ্গে বেড়ালটাকে বের করতে হয়েছে।

* * *

॥ আসল না নকল? ॥

সাইক্রিয়াটিস্টের চেম্বার।

একজন ভদ্রমহিলা এসে ঢুকলেন সঙ্গে একটি শিকলে বাঁধা হনুমান।

ডাক্তার ঃ বসুন। বলুন কি ব্যাপার আপনার?

মহিলা ঃ আমার কোন ব্যাপার নেই। আমি আমার জন্য আসিনি।

ডাক্তার ঃ তবে?

মহিলা ঃ আমার স্বামীর জন্য এসেছি।

ডাক্তার ঃ কি হয়েছে আপনার স্বামীর? স্বামীকে তো আনতে হবে।

মহিলা ঃ এনেছি তো।

ডাক্তার ঃ কোথায়?

মহিলা ঃ (হনুমানকে দেখিয়ে) এই তো বসে রয়েছে আমার পাশে। আমার স্বামীর বদ্ধমূল ধারণা যে তিনি একটি হনুমান।

* * *

// একজনের মজা অন্য জনের সাজা //

বিমানবন্দর।

একজন ভদ্রলোক কাছাকাছিই থাকেন। প্রতিদিন বিকেলে আসেন বিমানবন্দরের পাশের রাস্তায় পায়চারি করতে। সেদিনও তিনি বিকেলে বেরিয়ে বাড়ি ফিরছেন।

এমন সময় দেখেন যে একজন লোক তাঁকে ছোট্ট একটা প্লেনের পাশে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন।

তিনি এগিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক ঃ কি ব্যাপার? ডাকছেন কেন?

অন্যজন ঃ যাবেন নাকি?

ভদ্রলোক ঃ কোথায়?

অন্যজন ঃ আমার এই ছোট্ট প্লেনে চেপে মিনিট কুড়ি আকাশে বেরিয়ে আসতেন।

ভদ্রলোক ঃ আমি যে বাড়ি ফিরছিলুম।

অন্যজন ঃ তাতে কি হয়েছে? মিনিট কুড়ি বই তো নয়!

ভদ্রলোক ঃ চলুন।

অতঃপর প্লেন আকাশে উঠল। মিনিট পাঁচেক পর ভদ্রলোক দেখলেন যে পাইলটের সীটে বসা লোকটি হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ভদ্রলোক তো অবাক। হঠাৎ হাসির কি হোল।

ভদ্রলোক ঃ কি মশাই হাসছেন কেন?

অন্যজন ঃ হাসবো না? বলেন কি?

ভদ্রলোক ঃ তাই তো জিগ্যেস করছি, হঠাৎ কি এমন ঘটলো যে আকাশ ফাটিয়ে হাসছেন?

অন্যজন ঃ আমি তো পাগলাগারদ থেকে পালিয়েছি।

ভদ্রলোক ঃ অ্যাঁ?

অন্যজন ঃ তাই ভাবছি, পাগলাগারদের লোকেরা যখন টের পাবে যে আমি নেই তখন কি রকম মজা হবে ভাবুন তো।

* * *

॥ লক্ষণহীনতাই কারণ ॥

একজন লোক।

রোগের ব্যাপারে খুব বাতিকগ্রস্ত। তার ধারণা, পৃথিবীর যাবতীয় রোগের ডিপো সে। একদিন—

ভদ্রলোক ঃ ডাক্তারবাবু আমার লিভারের রোগ হয়েছে।

ডাক্তার ঃ না, না, লিভার আপনার সুস্থ।

ভদ্রলোক ঃ না, ডাক্তারবাবু আপনি একটু ভাল করে দেখুন।

ডাক্তার ঃ লিভারের ঐ রোগ হলে আপনি জানতেই পারবেন না।

ভদ্রলোক ঃ কেন?

ডাক্তার ঃ কারণ এ অসুখ টের পাওয়া যায় না। কোন ব্যথা, যন্ত্রণা ইত্যাদি কোন লক্ষণই এ রোগের নেই।

ভদ্রলোক ঃ সেই জন্যই তো বলছি। কোন লক্ষণ নেই বলেই তো আমি বুঝতে পারছি যে ঐ অসুখটা আমার হয়েছে।

* * *

॥ রোগী হলে দোষ নেই ॥

জনৈক মানসিক রোগী।

তার একটাই রোগ যে কোন জায়গাতে বেড়াতে গেলেই চুরি করে কিছু না কিছু নিয়ে চলে আসতেন।

তো যাই হোক সাইক্রিয়াটিস্টের প্রচেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হলেন।

ভদ্রলোক ঃ ডাক্তারবাবু আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

ডাক্তার ঃ না, না, ধন্যবাদের কি আছে।

ভদ্রলোক ঃ আপনার দয়াতেই আমার রোগ মুক্তি ঘটেছে।

ডাক্তার ঃ সেটাই তো আমার কাজ।

ভদ্রলোক ঃ তবুও, এ ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না।

ডাক্তার ঃ এ কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। তবে—

ভদ্রলোক ঃ কি বলুন ?

ডাক্তার ঃ ঈশ্বর না করুন যদি এই রোগ কোনদিন আবার আপনার ফিরে আসে তবে কোথাও থেকে আমার জন্য একটা বিলিতি সিগারেট লাইটার এনে দেবেন।

* * *

।। কারণটা অন্য ।।

ডাক্তার ঃ আপনি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিন।

রোগী ঃ সে কি ?

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ।

রোগী ঃ কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন সিগারেটে আপত্তি নেই। আর তাছাড়া সিগারেট তো আমার খুব একটা ক্ষতি করে না।

ডাক্তার ঃ আপনার হয়তো ক্ষতি করে না কিন্তু আমার করছে।

রোগী ঃ কেন ?

ডাক্তার ঃ আপনার সিগারেটের আগুনে আমার সোফা পুরে যাচ্ছে।

* * *

।। কলিংবেল বাজানোই সমস্যা ।।

একটি ফ্ল্যাট বাড়ি।

অনেকগুলো ফ্ল্যাট সেখানে।

জনৈক ভদ্রলোক প্রতিদিন আটটা নাগাদ বের হন অফিসে। ঐ ফ্ল্যাটের আর একটি বাচ্চা মেয়েও ঐ সময়েই স্কুলে যায়।

ফলে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়।

একদিন ঐ মেয়েটির সঙ্গে দেখা হতেই—

মেয়ে ঃ আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ি আসবেন।

ভদ্রলোক ঃ কেন ?

মেয়ে ঃ বাঃ ! আজ আমার জন্মদিন না ?

ভদ্রলোক ঃ ইয়ে—মানে—

মেয়ে ঃ অতি অবিশ্যি আসবেন।

ভদ্রলোক ঃ তা বেশ। কিন্তু আমি তো তোমাদের ফ্ল্যাট চিনি না।

মেয়ে ঃ সিক্স্‌থ ফ্লোর। এগার নম্বর। দেখবেন দরজায় মিঃ চ্যাটার্জী লেখা। ডান দিকে কলিংবেল। আপনার কনুই দিয়ে কলিংবেল টিপলেই দরজা খুলে দেব।

ভদ্রলেক ঃ আচ্ছা। তা কলিংবেল কুনুই দিয়ে টিপব কেন?

মেয়ে ঃ বারে! আমার জন্মদিনে আপনি উপহার আনবেন না? আপনার দুটো হাতই তো জোড়া থাকবে। তাই বললুম কুনুই দিয়ে টিপবেন।

* * *

॥ দানবীর কর্ণ ॥

জনৈক কর্ণপতি পাল তাঁর যা কিছু ছিল সবই মৃত্যুর পরে অনাথ আশ্রমে দিয়ে গেছেন। বড়ই মহানুভব তিনি।

কি সম্পত্তি ছিল তাঁর?

বিশেষ কিছুই নয়—পাঁচ ছেলে, ছয় মেয়ে।

* * *

॥ ভালো-মন্দ ব্যাপার ॥

একটি শিক্ষায়তনে একজন যুবতী চাকুরী পেলেন। সেখানে একজন ভদ্রলোক পড়াতেন তাঁর আবার একটু মহিলা দোষ ছিল।

যথারীতি তিনি যুবতীটির দিকে চোখ দিলেন।

ওদিকে বিদ্যায়তনের পরিচালক ছিলেন ভারী রক্ষণশীল স্বভাবের।

ঐ নবনিযুক্ত যুবতীটির সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের মাখামাখির কথা পরিচালক অনেকের মুখেই শুনেছিলেন।

একদিন দুজনকে এক সঙ্গে 'বার' থেকে বের হতে দেখলেন বিদ্যা-য়তনের পরিচালক।

পরদিন পরিচালক ভদ্রলোককে নিজের ঘরে ডাকলেন।

পরি ঃ দেখুন—বাবু, মিস্‌ রায়ের বয়স খুবই কম।

শিক্ষক ঃ হ্যাঁ।

পরি ঃ সব ব্যাপারেই অনভিজ্ঞ।

শিক্ষক ঃ হ্যাঁ।

পরি ঃ ওকে ভালোমন্দ বোঝানোর দায়িত্ব তো আমাদেরই—তাই না?

শিক্ষক ঃ তা তো বটেই। তাহলে সেই কথাই রইল। আপনি আপনি ওকে ভালোটা বোঝান, আমি ওকে মন্দটা বোঝাই।

* * *

॥ ভোলার জন্য (?) ॥

ভদ্র ঃ এবার উঠুন। বার বন্ধ হবে।

মদ্যপ ঃ আর এক পেগ দিন—প্লীজ!

ভদ্র ঃ অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার বাড়ি যান।

মদ্যপ ঃ যাবো। আর একটু—

ভদ্র ঃ এত ড্রিংক করেন কেন?

মদ্যপ ঃ দুঃখ ভোলার জন্য।

ভদ্র ঃ কিসের দুঃখ?

মদ্যপ ঃ প্রেমের।

ভদ্র ঃ খুব সুন্দর দেখতে ছিল বুঝি?

মদ্যপ ঃ দেখুন, যাকে ভোলার জন্য এইভাবে মদ খেয়ে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কেটে যায় তার নামই ভুলে গেছি। মুখটাও হাজার চেষ্টা করে মনে আনতে পারি না।

* * *

॥ ইঁদুরের সাধ্য কি? ॥

গৃহস্বামী ঃ একটু চা বই তো নয়, আপত্তি করবেন না।

অতিথি ঃ না, না, তা'বলে এত?

গৃহস্বামী ঃ এই কেকটা খেতেই হবে। ওটা আমার গিন্নী আপনার জন্যে নিজে হাতে তৈরী করেছে।

অতিথি ঃ আচ্ছা! [কিছুটা খেয়ে] ইয়ে—

গৃহস্বামী ঃ কেমন হয়েছে খেতে?

অতিথি ঃ ইয়ে—তা—ভালই—মানে কেমন যেন একটু গন্ধ লাগছে।

গৃহকর্ত্রী ঃ গন্ধ?

অতিথি ঃ ঐ—মানে—বলছিলাম যে ইঁদুরে মুখ টুখ দেয় নি তো?

গৃহকর্ত্রী ঃ ইঁদুরে মুখ দেবে কি করে? সেই সকালবেলা কেকটা বানিয়েছি, তারপর থেকে সারাদিন আমার বেড়ালটা ঐ কেকের ওপর শুয়েছিল। ইঁদুরের মুখ দেবার সাধ্য কী?

* * *

॥ কানা মেম্ ॥

এক কানা মেম্‌ একটি প্রদর্শনী দেখিতে যাওয়ার জন্য হাফ টিকিট কাটিয়া গেটে গেল। গেট্‌কীপার তাঁহার হাফ টিকিট দেখিয়া ঢুকিতে দিল না এবং বলিল পুরা টিকিট লাগিবে। তখন মেম্‌ বলিল, "দুই চোখ দিয়া দেখিতে পুরা টিকিট লাগে। তাঁহা হইলে এক চোখ দিয়া দেখিতে হাফ্‌ টিকিট লাগিবে না কেন ?"

*   *   *

॥ ঘোড়ার অসুখ ॥

রায় বাহাদুর সাহেবকে নিয়ে এক সহিস ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছিল। ঘোড়াটি যেতে যেতে পথে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ঘোড়ার সর্দি-গর্মি হয়েছে! ও রাস্তাতে বসে পড়ল। তাই দেখে সহিস খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। এরকম সময়ে কবিরাজ সদানন্দ সরস্বতী ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সহিসের মুখে ঘোড়ার সর্দি-গর্মির কথা জানতে পেরে সহিসকে একটি বড়ি খাইয়ে দিলেন।

*   *   *

॥ মদনবাবু গাধা ॥

গরমের ছুটির পর স্কুল খুলেছে। ছেলেরা অনেকদিন পর একজন আর একজনকে দেখে খুব আনন্দ করছে। ক্লাসের প্রথম পিরিয়ড্‌ মদনবাবুর। ছেলেরা আনন্দ করার জন্য বোর্ডে লিখে রাখল "মদনবাবু গাধা"। মদনবাবু ক্লাসে ঢুকে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে লেখাটি দেখে কিছু না বলে মুচকি হেসে তার পাশে লিখে দিলেন-'দের পড়ান'।

*   *   *

॥ তেলের গুণ ॥

এক মহিলা মাথার তেল মাথাতে মাখার আধঘণ্টার মধ্যে দেখতে পান যে সারা মাথা ভর্ত্তি চুল হয়ে গেছে। অপর একমহিলা খুশী হয়ে ঐ তেল মুখে মাখেন! আধঘণ্টার মধ্যে তার সারা মুখ দাড়ি গোঁফে ভর্ত্তি হয়ে যায়।

*   *   *

॥ সাহেবের বিয়ে ॥

এক সাহেব বিয়ের আগের দিন একটি প্যান্ট এনে দেখলেন যে, প্যান্টটি দু' আঙ্গুল বড় হয়েছে। মনের দুঃখে তিনি তার মা ও বোনকে তার দুঃখের কথাটি জানান! তখন সবাই ব্যস্ত থাকার জন্য কিছু বলেন নি। পরে অবসর মতন মা দু' আঙ্গুল ছোট করে প্যান্টকে কেটে সেলাই করে রাখেন পরে, একবোন তার অবসর মতন দু' আঙ্গুল ছোট করে কেটে সেলাই করে রাখেন। পরে, অপর বোনও তাই করে রাখেন।

বিয়ের দিন সেই সাহেব কোন্ প্যান্ট পরে বিয়ে করেছিলেন তা এখনও জানা যায় নি।

* * *

॥ কাজী সাহেবের বিচার ॥

একজন লোকের বাড়ী থেকে মহা মূল্যবান রূপোর তোড়া হারিয়ে যায়। তিনি অনেক খুঁজেও তোড়ার কোন হদিস করতে পারলেন না। পরে তিনি এক কাজীর কাছে গেলেন। কাজী সাহেব সমস্ত কিছু করে জানতে পারলেন যে বাড়ীতে মোট পাঁচ জন লোক আছে। তিনি প্রত্যেকের নাম লিখে পাঁচটি কাঠি দিয়ে বললেন যে, যার নামে যে কাঠি আছে তাকে তা দিতে। যে চুরি করেছে তার কাঠিটি দু'আঙ্গুল ছোট হয়ে যাবে। কালকে সকালে কাঠিগুলো নিয়ে আসতে বললেন।

সেই লোক বাড়ী যেয়ে কাজী সাহেব যা বলেছিলেন তাই করলেন। রাত্রে যে চুরি করেছিল সে দু'আঙ্গুল কাঠিটি কেটে ফেলে দিল।

পরদিন সকালে কাজী সাহেব সহজেই বলে দিলেন কে চুরি করেছে।

* * *

॥ কিছুই লাগে না ॥

ব্রাহ্ম সমাজের সামনে কি জন্য খুব বেশ ভিড় হয়েছিল। এক ভদ্রলোককে সেখানে দেখতে পেয়ে পথ চলতি এক ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে যেতে কি লাগে?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "কিছুই লাগে না!"

পথ চলতি ভদ্রলোক বললেন, "ও, সে কারণেই এত ভিড়!"

* * *

॥ ঐ ॥

এক ভদ্রলোকের স্ত্রী ইংরেজী কলেজে পড়া মেয়ে। তাঁর নিজের সম্বন্ধে ভীষণ গর্ব ও অহংকার। ভদ্রলোক অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলে গেলেন জামা কাপড়গুলো নাম লিখে ধোপা বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার জন্য। স্ত্রীও ইংরেজী কলেজে পড়া মেয়ে যে কারণে প্রথম জামাতে পুরো নাম লিখে পাঠিয়ে দিলেন।

* * *

॥ নপুংশক ॥

কোন দেশের এক ধীবর সমুদ্র থেকে অনেক পরিশ্রম করে একটি মাছ ধরেছিল। মাছটি রাজাকে উপহার দিলে ভাল পুরস্কার পাওয়া যাবে আশা করে ধীবরটি মাছটি নিয়ে রাজার কাছে গেল। রাজা মাছটি দেখে খুব খুশী হলেন। পুরস্কার দেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রীর সংগে পরামর্শ করতে মন্ত্রী মহারাজকে বললেন, "মহারাজ আপনি ধীবরকে জিজ্ঞেস করুন মাছটি পুরুষ জাতীয় না স্ত্রী জাতীয়। যদি পুরুষ বলে তাহলে ওর স্ত্রী মাছটি আনতে বলুন আর যদি বলে স্ত্রী তাহলে পুরুষ মাছটি আনতে বলুন!"

মহারাজ মন্ত্রীর কথামতন মাছটি কি জাতীয় জিজ্ঞেস করাতে ধীবর উত্তর দিল 'নপুংশক'। মহারাজ খুশী হয়ে তিনি যা পুরস্কার দেবেন ভেবেছিলেন তার দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করলেন।

* * *

॥ ল্যাম্পপোষ্ট ॥

এক ভদ্রলোফ মদ খেয়ে গভীর রাতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। একজন পাহাড়াওয়ালা তখন সেই রাস্তা দিয়ে পাহাড়া দিতে যাচ্ছিল। পাহাড়াওয়ালা যাতে বুঝতে না পারে তার জন্য ভদ্রলোকটি রাস্তার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাহাড়াওয়ালা কাছে এসে বলল, 'কৌন হ্যায়?" তখন ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন, "হম, ল্যাম্পপোষ্ট হায় বাবা। ঝড়মে হমারি বাতি নিবিয়া গেছে।"

* * *

॥ ঘোড়া নয় খচ্চর ॥

এক দারোগা ঘোড়া চুরির দায়ে এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাকিমের নিকট আসল! হাকিম বললেন, "তুমি ঘোড়া চুরি করেছ?"

লোকটি বলল, "না হুজুর। ওটি খচ্চর।"

* * *

॥ বিবাহ ॥

এক পুত্রের বাবাকে পণ্ডিত মহাশয় উপদেশ দিলেন যে, 'জ্ঞান না হলে ছেলের বিবাহ দেবেন না।'

পুত্রের পিতা বললেন, "জ্ঞান হলে কি আর বিবাহ করবে?"

*　　　*　　　*

॥ গরম জল ॥

এক মনিব তাহার ভৃত্যকে বললেন, "নকুল, কড়াই'র জলটা ঢেলে উনুনটা নিভিয়ে দে।"

নকুল উত্তর দিল, "বাবু জলটা'ত গরম। ওতে কি উনুন নিববে।

*　　　*　　　*

॥ হাকিম ॥

হাকিম কয়েদীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি? তোমার হাত কি?'

কয়েদী বলল, "ধর্মাবতার, আপনি নতুন বলে নাম, হাত জিজ্ঞেস করছেন। পুরনো হাকিমরা সব জানতেন।"

*　　　*　　　*

॥ মনিব ও ভৃত্য ॥

এক মনিব তার ভৃত্যকে ডেকে বললেন, "যদি কেউ খোঁজ করতে আসে তাহলে বলিস্ ভোর ছটায় আসতে।"

ভৃত্য বলল, "যদি কেউ খোঁজ না করে তাহলে কি বলব?"

*　　　*　　　*

॥ সমুদ্রের নৌকো ॥

একদিন নৌকো করে কতগুলো লোক গঙ্গা সাগর যাচ্ছিল। একজন লোক তার মোটটি মাথাতে তুলে নিল। তাই দেখে একজন জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার তোমরা মোটগুলো মাথাতে নিচ্ছ কেন্?"

তখন ও'রা উত্তর দিল, "একটু হাল্কা হবে বলে।"

*　　　*　　　*

॥ ওসুখ ॥

নাতির ওসুখ হবার জন্য ডাক্তারের কাছ থেকে দিদিমা মিকশ্চার ওষুধ এনেছে। ওষুধ খাওয়াতে যেয়ে দেখল তাতে লেখা আছে, "ঝাকাইয়া লইতে হইবে।" দিদিমা নাতিকে ঝাকাতে শুরু করলেন। নাতি জেগে উঠে দিদিমাকে বললেন, "ঝাকাচ্ছ কেন?" দিদিমা বললেন, "শিশিতে লেখা আছে যে।"

*　　*　　*

॥ আলো জ্বেলে দেখ্না ॥

গ্রামের অল্পশিক্ষিত হারান আর তার বউ হোল পরানী। হারানের সকালে কোথায় জানি যাবার কথা। ভোরে ঘুম থেকে ওঠে বউকে বলল, "পরানী দেখত ভোর হয়েছে কিনা?" পরানী ঘুম চোখে ভাল দেখতে না পেয়ে বলল, "কই অন্ধকারই তো দেখছি। ভোর হয়েছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।" হারাণ, "আরে বল। আলো জ্বেলে দেখনা সূর্য উঠছে নাকি?"

*　　*　　*

॥ সূর্য-চন্দ্র ॥

এক মাতাল বলছে সূর্য বড়। অন্য মাতাল বলছে চন্দ্র বড়। এই ঝগড়ার মীমাংসা করল তৃতীয় মাতাল, সে বলল চন্দ্রই বড় কারণ রাতের অন্ধকার দূর করে চন্দ্র। আর দিনের বেলা তো আলো থাকেই। সূর্য না থাকলেই বা কি!

*　　*　　*

থিয়েটার হলে ঢুকবার সময় স্ত্রী স্বামীকে একটা নিওন সাইন দেখিয়ে খুশীতে বলে উঠলে—"ওগো, দেখো? আজকের প্রধান চরিত্রে আছে আমার সব চাইতে প্রিয় অভিনেতা "নোস্মো কিং।"

স্বামী একটুও খুশী না হয়ে জানালো "ডার্লিং, ওই নিওন সাইন'টায় লেখা আছে "নো স্মোকিং" অর্থাৎ ধূমপান নিষেধ!"

*　　*　　*

মা দেখতে পেলেন তাঁর ছোট্ট মেয়েটির পাশের বাড়ির ছোট ছেলেটির সঙ্গে মারামারি করছে। মা সঙ্গে সঙ্গেই দুজনকে ছাড়িয়ে দিলেন। তারপর নিজের

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ মনে রেখো যে তুমি একজন মহিলা। ছেলেটাকে স্রেফ কথা বলে হারিয়ে দেবে!

*　　　　*　　　　*

স্ত্রী : "ওগো, খেয়ে উঠে এত ভরা পেটে সাঁতার দিও না।

স্বামী : "ঠিক আছে, আমি জলে পিঠ দিয়ে সাতার কাটব।

*　　　　*　　　　*

চাঁদ সূর্যের চাইতে অনেক বেশী উপকারী, কারণ রাতের বেলায় যখন সব অন্ধকার হয়ে যায় তখনই আলো ছড়ায়।

*　　　　*　　　　*

ছোট্ট বিল্টু সারা বিকেল বসে বসে একমনে কি যেন ছবি আঁকছে। ওর বাবা সারাদিন অফিস করে বাড়ি ফিরে ছেলেকে এরকম মনযোগ দিয়ে কাজ করতে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে উঁকি মেরে ছবিটা দেখে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার রে খোকা? কাকে আঁকছিস?

বিল্টু খুব গম্ভীর ভাবে জবাব দিল "ভগবানকে আঁকছি।"

বাবা : "বাজে কথা বোলছ বিল্টু। কেউ জানেনা, ভগবানকে দেখতে কি রকম?"

বিল্টু একই ভাবে বলল, "ঠিক আছে। আমাদের আঁকাটা শেষ হওয়ার পরে সবাই জানতে পারবে ভগবানের চেহারাটা কেমন!"

*　　　　*　　　　*

একজন আমেরিকান পর্যটক এসেছেন কোলকাতায়। হাতে সময় খুবই অল্প। এদিকে তিনি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে চান। গাইড তাঁকে বোটানিকাল গার্ডেন্স, ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, হাওড়াব্রিজ দেখালেন। গাইড বলেন, 'এই ব্রিজটা তৈরি করতে মাত্র এক মাস সময় লেগেছে। আর আমাদের মিস্ত্রিরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়েছে পাঁচ দিনে!' ফেরার পথে ভ্রমণ পিপাসু আমেরিকান ভদ্রলোকটি রাইটার্স-বিল্ডিংস দেখে মন্তব্য করেন, 'একঘণ্টা আগেও তো এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছি, কই এ বাড়িটা তো দেখিনি!' (আসলে তিনি খেয়াল করেননি) গাইড বলেন, 'কি করে দেখবেন! আধ ঘণ্টার ভেতরেই আমাদের নিপুণ এঞ্জিনীয়র বাড়ীট তৈরি করেছেন।'

*　　　　*　　　　*

কচি-কাঁচাদের জোক্স

পাঁচ বছরের মেয়ে টুকু আর তার প্রতিবেশী চার বছরের ছেলে ভোম্বল প্রায়ই "বর-বৌ খেলত। একদিন টুকুদের বাড়িরই দোতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে ওরা বেশ মজা করে এই খেলাটা খেলছিল। ফ্ল্যাটের গৃহকর্ত্রী ওদের চকোলেট, লেমনেড ইত্যাদি নানা রকম মুখরোচক খাবার খাওয়াচ্ছিলেন বলে খেলাটা খুব জমে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ টুকু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মাসীমা, আমরা এবার বাড়ি যাচ্ছি।"

গৃহকর্ত্রী বললেন, "কেন রে, এখুনি যাবি কেন? আর একটা চকোলেট দেব নাকি?

টুকু একটু দুঃখিতভাবে উত্তর দিল, "না মাসিমা, চলেই যাই। আমার বর ওর প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে।"

* * *

ছোট্ট, মিষ্টি মেয়ে টুম্পা তার মাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মা, তুমি আমাকে ভালবাস?"

মা বললেন, "নিশ্চয়ই বাসি সোনামণি।"

টুম্পা এবার ঠোঁট ফুলিয়ে আব্দার করল, "মামণি, তাহলে তুমি বাবাকে ছেড়ে দিয়ে ঐ চকোলেট-এর দোকানদারকে বিয়ে করনা কেন?"

* * *

মিন্টু: "মা, যে ফুলদানিদাকে আমি নিশ্চয়ই ভেঙে ফেলব বলে তুমি সবসময় চিন্তা করতে, সেটার কথা তোমার মনে আছে?"

মা: "হ্যাঁ। কেন, কি হয়েছে?....

মিন্টু: "না, মানে, তোমাকে জানাচ্চি যে আর ওটাকে নিয়ে তোমার চিন্তা করার কোন কারণ-নেই।"

* * *

পাঁচ বছরের টম সুপার মার্কেটের ভিড়ে মাকে হারিয়ে ফেলেছে! সুপার মার্কেটের সিঁড়িগুলো দিয়ে সে এদিক ওদিক দৌড়তে দৌড়তে খালি চেঁচাতে লাগল, "শীলা! শীলা, তুমি কোথায়?"

অবশেষে খানিকক্ষণ পরে মায়ের দেখা গেল সে। মা তো তাকে খুব বকাবকি করতে লাগলেন, "এই, আমি না তোর মা? আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করছিলি কেন?"

টম সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, "মার্কেটে তো মায়েদের ছড়াছড়ি। মা, মা, বলে ডাকলে যে এতক্ষণে অনেকগুলো মা জুটে যেত আমার।"

* * *

কাকা তাঁর ভাইপোকে বাড়িতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে, স্কুলে যাসনি? শরীর ভাল আছে তো?

ভাইপো উত্তর দিল, "খুব ভাল আছি। আমার জ্বর হয়েছে তো, তাই স্কুলে যায়নি।"

* * *

গৃহকর্ত্রী (বাচ্চার জন্মদিনের পার্টিতে এক খুদে নিমন্ত্রিতকে), "জন, বাড়িতে তুমি থাকলে কি তোমাকে দু টুকরো কেক দেন?"

জন (তখুনি দ্বিতীয়বারের মত কেক নিয়েছে), "না, মাসীমা।"

গৃহকর্ত্রী, "তাহলে তুমি যে এখানে দু'টুকরো কেক নিচ্ছ, এতে তিনি রাগ করবেন না তো?

জন, "আরে না, না, মাসীমা। মা কিছু মনেই করবে না। এই কেকটা তো আর মা কেনেনি।"

* * *

মাঝবয়সী কড়া মেজাজের মহিলা, "এই যে খোকা, তোমার মা কি জানেন যে তুমি সিগারেট টান?"

ঠোঁট কাটা খোকা, "আচ্ছা, ম্যাডাম আপনার স্বামী কি জানেন যে আপনি রাস্তাঘাটে অচেনা লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন?"

* * *

দুই ভাই খুব লোভী দৃষ্টিতে মায়ের সদ্য তৈরী করা কেক্‌টার দিকে তাকিয়েছিল। সাত বছরের হ্যারি তার ছোট ভাই পাঁচবছরের ল্যারিকে বলল, "এই, যা না, মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর আমরা এখন টুকরো করে কেক পেতে পারি কিনা।"

ল্যারি উত্তর দিল, "না দাদা, তুই যা বরং! তুইতো মাকে আমার থেকে বেশিদিন ধরে চিনিস।"

* * *

জিমি সবে তার সহপাঠীর বাড়ীর পার্টি থেকে ফিরেছে। ওর মা ওর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "জিমি, সত্যি কথা বলছি কিন্তু। তোর বন্ধুর মা মিসেস্ স্মিথের কাছে দুবার করে কেক চাসনি তো?

জিমি খুব শান্তভাবে উত্তর দিল, "না, মা, সত্যি বলছি আমি খালি মিসেস স্মিথকে ঐ রকম কেক তৈরী করার 'রেসিপি'টা জানতে চেয়েছিলাম, যাতে তুমিও একইরকম কেক তৈরী করতে পার। তা, আমার প্রশ্ন শুনে উনি নিজে থেকেই আমাকে আরো দু'টুক্‌রো কেক দিয়ে দিলেন।

* * *

মা শ্যালির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে বললেন, "আরে ছিছি! কি হয়েছিল তোর চেহারার এরকম অবস্থা কেন?"

"কাদায় পড়ে গেছিলাম" শ্যালির উত্তর দিল।

মা, "সত্যি, শ্যালি, তোকে নিয়ে যে কি করব জানিনা। এত ভাল দামী কাপড়-গুলো নিয়েই কিনা কাদায় পড়লি ?"

স্যালি, "কি করব, জামাকাপড়গুলো খুলে ফেলার সময় পাইনি যে।

* * *

গর্বিত পিতা প্রথমবার ছেলেকে তাঁর অফিসে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সহকর্মীরা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল "তোমার বয়স কত, খোকা ?"

খোকা উত্তর দিল, "যখন বাড়িতে থাকি তখন আমার বয়স সাত। কিন্তু ট্রামে বাসে যখন চড়ি, তখন আমার বয়স পাঁচ।

* * *

বাবা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, খোকা, আজ স্কুলে ভাল হয়ে ছিলি তো, কোনরকম দুষ্টুমি করিস নি তো ?"

ছেলে উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই ভাল হয়ে ছিলাম। সারাদিন তো এক কোণায় দাঁড়িয়েই ছিলাম, দুষ্টুমি করার সুযোগটা পেলাম কোথায় ?"

* * *

দাদা, "আচ্ছা খোকন, কখন স্কুল সবচাইতে বেশি তোর ভাল লাগে রে ?"

খোকন, 'স্কুলটা যখন বন্ধ থাকে, তখন।

* * *

ছোট্ট রেণি স্কুল থেকে এসে মা'কে বলছে, "বুঝলে, মার্মাণ, আমাদের মাষ্টার মশাইটি একেবারেই মাথামোটা। আজ চারদিন ধরে উনি আমাদের জিজ্ঞেস করছেন দুই আর দুই যোগ করলে কত হয়। আমরাও উত্তর দিয়েছি যে যোগফল চার। কিন্তু তাতেও ব্যাপারটা ও'র মাথায় ঢোকেনি, আজ সকালে ক্লাসে আবার উনি একই প্রশ্ন করেছেন।

* * *

লিলি হাতের কর না গুণে কিছুতেই অংক করতে পারত না। তাই ওর মা ঠিক করলেন, মেয়েকে মুখে মুখে অঙ্ক করতে শেখাবেন। তাই মেয়েকে তিনি বললেন, "চোখ বন্ধ করে মনে মনে একটা ব্ল্যাকবোর্ড দেখতে পাচ্ছ ভেবে নাও। বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছে তো ;"

মেয়ে বলল, "হ্যাঁ, পাচ্ছি।"

মা এবার বললেন, "এবার অংকটা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে ফেল, কি লেখা হল ?" ৪ মেয়ে উত্তর দিল "আরে, একটু থাম। এখনো চক খড়িটা খুঁজে পাইনি যে !"

*　　　*　　　*

মাষ্টার, "কি হে রবি, তোমার এই হোমওয়ার্ক'টা তো তোমার বাবার হাতের লেখা বলে মনে হচ্ছে।"

রবি, "হ্যাঁ স্যার তাতো হবেই। আমি বাবার পেনটা ব্যবহার করেছি তো !

*　　　*　　　*

বাবা, 'কি হল, খোকা এত কাঁদছে কেন ?"

মা, "আরে ও সামনের উঠোনে গর্ত করেছে, আর এখন সেই গর্তটাকে ঘরের মধ্যে তুলে নিয়ে আসতে চাইছে।

*　　　*　　　*

॥ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি ॥

এক চোর সারারাত্রি চুরি করে ক্লান্ত হয়ে এক কুয়ার ধারে এসে বসেছিল। ওর সেদিনটা খুব খারাপ গিয়েছিল। সারারাত্রি চেষ্টা করেও কিছুই চুরি করতে পারেনি। অন্য এক চোর সারা রাত্রি বেশ চুরি করে ঐ কুয়োর ধার দিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম চোরকে ওখানে বসে থাকতে দেখে দ্বিতীয় চোর তার কারণ জিজ্ঞেস করল! প্রথম চোর বলল যে, তার ঘটি কুয়াতে পড়ে গেছে বলে মনের দুঃখে সে ওখানে বসে আছে। দ্বিতীয় চোর ঘটিটি পাওয়ার জন্য কুয়োতে নামল। ওর জিনিষপত্রগুলো নামার নামার সময় কুয়োর পাড়ে রেখে ছিল। দ্বিতীয় চোর কুয়োতে নেমে যাওয়ার পর প্রথম চোর দ্বিতীয় চোরের সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে চম্পট দিল।

একেই বলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

*　　　*　　　*

॥ মনিব ও ভৃত্য ॥

এক মনিব তার ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করল, "কিরে তুই কাজকে ভয় পাস ?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "ভয় ছেড়ে কাজের পাশে শুয়ে শুয়ে ঘুমাই।"

*　　　*　　　*

॥ বিরহ জ্বালা ॥

এক মুসলমানের পত্নী তাহার স্বামীকে খুব ভালবাসত। স্বামীর মৃত্যু হলে সে অন্যান্য সবার সাথে গোরস্থানে গেল। গোরস্থানে যেয়ে সে খুব কাঁদতে থাকল। তার কান্না শুনে সবাই বলাবলি করতে থাকল যে, এই অল্প বয়সী মেয়েটার একটা নিকা হয়ে গেলে ভাল হয় একথা শুনে মৃত মুসলমানের পত্নীটি বলে উঠল, "তাই করে দেরে। এ বিরহের জ্বালা আর সইতে পারছি না।"

* * *

॥ জমিদার সিংহ ॥

এক জমিদারের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হচ্ছে। জমিদারের বাড়ীতে আনন্দের ফোয়ারা বইছে। আনন্দের আতিশয্যে নবমীর দিন রাত্রে জমিদার মহাশয় প্রচুর পরিমাণে মদ পান করলেন। মদ পান করে হুঁশ হারিয়ে জমিদারবাবু সিংহের পা ধরে টানতে থাকলেন। টানাটানিতে সিংহের পা ভেঙ্গে গেল। পা ভেঙ্গে যাওয়ায় জমিদার বাবু সিংহকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সিংহ হয়ে অসুরের হাত কামড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

* * *

॥ পিতৃ-মাতৃ হীন ॥

একটি বালক ক্রোধের বশে তার পিতা-মাতাকে হত্যা করেছিল। বিচারক মহাশয় তাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। তখন উকিলবাবু দয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন। হাকিম বলিলেন, "কেন?" তাহার উত্তরে উকিলবাবু বললেন, "এ বালক পিতৃ-মাতৃহীন।"

* * *

॥ ঘোড়ার সাজ ॥

নিত্যানন্দ চট্টরাজ শখ করে একটি ঘোড়া কিনেছেন। একদিন শখ করে তিনি নিজেই ঘোড়ার সাজ পরালেন। সহিস সেখানে এসে বলল, "বাবু, সাজটি যে উল্টো হল!" চট্টরাজ বাবু বললেন, "আমি কোন্ মুখো হয়ে বসব তুই জানলি কি করে!"

* * *

॥ জামাই এর আদর ॥

জামাইকে বোকা বানানোর একটা প্রথা আমাদের দেশে অনেক দিন ধরে চলে আসছে। এক জামাই শশুর বাড়ীতে এলে তাকে জব্দ করার জন্য দুটি সন্দেশ একটি রেকাবে দিয়ে একগ্লাস জল দিয়ে তারপাশে দশটি বাচ্চা বসিয়ে দেওয়া হোল। জামাই বাবাজীর আপ্যায়নের ব্যবস্থা দেখে চক্ষুস্থির ! জামাই বেশ চালাক চতুর। তিনি সন্দেশ দু'টি নিজের মুখে দিয়ে বাচ্চাগুলোর মুখে দু'ফোটা করে জল দিতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন, "ছেলেদের মুখে কিছুনা দিয়ে কি আর মুখে কিছু দেওয়া যায়।"

* * *

॥ হাতী ॥

এক জমিদার ছিলেন। তিনি যেমন মোটা তেমনি কালো। তাহার ওজন ছিল আট মণ ! তার হাতি চড়ার খুব শখ ছিল। একদিন তিনি হাতি চড়ে যাচ্ছেন। গ্রামের বহু লোক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তাহাকে দেখছেন। একটি শিশু মায়ের কোলে ছিল। শিশুটি মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, কোন্‌টি হাতি। উপরেরটি না নীচেরটা।"

* * *

॥ বিবির কুকুর ॥

এক বিবির একটি কুকুর ছিল। একদিন কুকুরটি একটি কাবুলিওয়াকে কামড়িয়ে দিল। তা দেখে বিবিটি বলে উঠল, "আহা ! কুকুরটির যেন অসুখ না না হয় !"

* * *

তপন বহু দিন পরে তার পুরোন বান্ধবীর রীণার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। বসবার ঘরে গিয়ে দেখে, রীণার অকালপক্ক ছোট ভাই মিণ্টু গ্যাঁট হয়ে বসে টিভি সিরিয়াল দেখছে। ওকে ঘর থেকে সরাবার জন্য তপন বলল মিণ্টু, যাও তো, রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লোকজন দেখা আর হাঁ, যে সব লোকের মাথায় লাল টুপি দেখবে তাদেরকে গুনে রাখবে। প্রত্যেকটা লালটুপির জন্য তোমাকে একটা করে টাকা দেব, কেমন ?

মিণ্টুকে মহা উৎসাহে লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তপন আর রীণা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বসে গল্প গুজব করতে লাগল। তাদের ঘনিষ্ঠতাটা যখন বেশ মাখো মাখো পর্যায়ে গিয়ে পেঁছেছে, তখন হঠাৎ ঝড়ের গতিতে মূর্তিমান উপদ্রবের মত মিণ্টু এসে ঘরে ঢুকল।

তপন তো চটে লাল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"এই মিণ্টু, তোমাকে বললাম না লাল টুপিওয়ালা লোক গুণতে। এই দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলে কেন?"

মিণ্টু এক শ্বাসে বলল—"আরে তপনদা, রাস্তা দিয়ে এখুনি একটা বড় ব্যাণ্ড পার্টি গেল। লোকগুলো সবকটায় মাথায় লাল টুপি পরণে লাল শার্ট। পঞ্চাশটা লোক ছিল। আমাকে তাহলে পঞ্চাশটা টাকা চট্‌পট্ দিয়ে দাও তো এক্ষুণি।"

* * *

মাষ্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, হেনরি মাঝ রাতে হঠাৎ যদি ফোন বাজতে শুরু করে তাহলে প্রথমেই কি ভাববে?"

হেনরি উত্তর দিল—

ভাববো যে তাহলে টেলিফোনের বিলটা নিশ্চয়ই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

* * *

ক্লাসের ছেলেরা ক্লাস টিচারের জন্য সবার বড়দিনের উপহার এনেছে। ক্লাস টিচার মিস্ ব্রাউন ঠিক করলেন উনি উপহারের প্যাকেট না খুলে ভেতরে কি আছে বুঝবার চেষ্টা করবেন। মার্টিন-এর বাবার একটা মদের দোকান ছিল! মিস ব্রাউন লক্ষ্য করে দেখলেন মার্টিন-এর আনা বিরাট প্যাকেটার গা থেকে তরল পানীয় চুঁইয়ে বেরোচ্ছে মিস্ ব্রাউন সেই পানীয়টা একটুখানি চেখে বলবেন—"মার্টিন তুমি কি আমার জন্য হুইস্কি এনেছে?" মার্টিন বলল—"না, মাষ্টার মশাই।"

মাষ্টার মশাই আবার ভাল করে সেই চুঁইয়ে পড়া পানীয়টা চেখে জিজ্ঞেস করলেন—"তাহালে কি রাম বাড়িয়ে?

মার্টিন এবার জানাল—"না, মাষ্টার মশাই। ওসব কিছু আনিনি। আপনার জন্য একটা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এসেছি।"

* * *

মাষ্টার মশাই (ছাত্রকে)!—বুঝলে বাপু, তোমার মত বয়সে আমি আমেরিকার সব কজন প্রেসিডেণ্টের নাম ঠিক পরপর বলে যেতে পারতাম !"

ছাত্র ॥ "হ্যা, তা নিশ্চয়ই পারতেন। তবে তখন পর্যন্ত তো আমেরিকায় মাত্র তিনজন কি চারজন-ই প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন।"

* * *

প্রথম দিন ক্লাস নিতে এসে মিঃ হ্যারিস ক্লাসের ছেলেদের বড় রাস্তায় সাইকেল চালানোর বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছিলেন। উনি বললেন—"দেখ, ছাত্ররা, অন্য যানবাহন থেকে খুব সাবধানে থাকবে। আমি যখন তোমাদের বয়সী ছিলাম, তখন আমার একদম ঝকঝকে নতুন সাইকেলের সঙ্গে একটা গাড়ির খুব সামান্য ঠোকাঠুকি লেগেছিল। খুব সামান্য ধাক্কা, কিন্তু তাতেই আমার এত দারুন চোট লেগে গেছিল যে জীবনে আর কখনো সাইকেল চড়িনি।

কেন খানিক্ষণ গোটা ক্লাস রুম চুপচাপ থাকল। তারপর একটা কচি গলায় শোনা গেল, "আচ্ছা, স্যার, ঐ সাইকেলটার কি হল ?

* * *

রাতদিনের জোক্স

স্ত্রী—"জান, বিজ্ঞানীরা বলেন যে একজন মানুষ দিনে গড়ে ১০,০০০টা কথা বলে !"

স্বামী—হ্যাঁ গো তা ঠিক। তবে কিনা, তুমি এই গড়হিসাবের অনেক ওপরে।

* * *

স্ত্রী—"জানো, তোমার জন্য যে কেকটা তৈরী করেছিলাম না, আমাদের কুকুরটা সেটা খেয়ে ফেলেছে।

স্বামী –"ঠিক আছে, সোনা, কিছু ভেবনা। আমি তোমাকে আর একটা কুকুর কিনে দেব।"

* * *

পুলিশ সার্জেণ্টটি প্রাণপনে হাত নাড়িয়ে একটা মোটর গাড়িকে থামিয়ে দিয়ে তার চালককে জানাল, "আরে মশাই আমার স্ত্রী যে আগের মোড়ে গাড়ী থেকে পড়ে গেছেন।"

চালকটি হাঁফ ছেড়ে বললে, "ওঃ হো, তাই বলুন যাক্ বাবা, নিশ্চিন্ত হলাম আমি ভাবছিলাম যে আমি বোধহয় বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছি, তাই বৌ-এর অফুরন্ত ভাষণ শুনতে পাচ্ছি না!"

* * *

স্ত্রী—"তুমি কতখানি মাথামোটা বোকা, সেইটা বুঝবার জন্য তোমাকে বিয়ে করেছি আমি।"

স্বামী,—"সেটাতে যে মুহূর্তে আমি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম তখনই তোমার বোঝা উচিত ছিল।

* * *

ঠাকুমা—"যা গো নমিতা, তোমার ছেলে ইতিহাস পরীক্ষা কেমন দিয়েছে?"

নমিতা—"একদম ভাল না, মা। তবে আপনার নাতির তার কোন দোষ নেই। জানেন, যে সব ঘটনা ওর জন্মাবার বহু আগে ঘটেছিল, সেই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মাষ্টার মশাই খালি ওকে প্রশ্ন করেছেন।"

* * *

'ক' 'খ'-এর বাবা। কিন্তু 'ক' বলে 'খ' নাকি তার ছেলে নয়। তাহলে 'ক' এবং 'খ' এর সম্পর্কটা কি ধরনের?

উত্তর ঃ বাবা আর মেয়ে।

* * *

** রসিকের ডায়েরী **

স্থান ঃ ওষুধের দোকান

পাত্র পাত্রী ঃ দোকানদার ও ক্রেতা।

ক্রেতা ।। এই ওষুধ আপনি দিয়েছেন !

দোকানী ।। হ্যাঁ।

ক্রেতা ।। এটা তো জাল ওষুধ।

দোকানী ।। সে কি ? আজ দশ বছর ধরে এই ওষুধ বিক্রি করছি। কেউ কোনদিন কোন অভিযোগ করেনি। আপনিই প্রথম করলেন।

ক্রেতা ।। ভুলে যাচ্ছেন কেন, মৃতরা কোনদিন অভিযোগ করতে পারে না।

(২) স্থান ঃ বাসের মধ্যে।

পাত্রপাত্রী ঃ দুই জন যাত্রী।

১ম ।। দাদা পা সামলে।

২য় যাত্রী ।। অত অসুবিধে থাকলে ট্যাক্সিতে যান না কেন ?

১ম যাত্রী ।। ফালতু কথা বলবেন না। বাঁদর কোথাকার।

২য় যাত্রী ।। আমাকে আর একবার বাঁদর বললে মেরে আপনার দাঁত ভেঙ্গে দেব।

১ম যাত্রী ॥ ধরে নিন আপনাকে বাঁদর বললাম।

২য় যাত্রী ॥ আপনিও ধরে নিন চড় মেরে আপনার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছি।

(৩) স্থান : রাস্তা।

পাত্রপাত্রী : দুইজন লোক।

১ম ॥ লোকটা তো আমার চোখের সামনে পড়ে গেল।

২য় ॥ কোথায়?

১ম ॥ ঐ তো সামনের দশতলা বাড়ির ছাদ থেকে।

২য় ॥ ঐ দশতলা বাড়ির ছাদ থেকে লোকটা পড়তে দেখে তুমি কি করলে?

১ম ॥ সৎকার সমিতিতে টেলিফোন করলাম।

(৪) ॥ স্থান : রাস্তা

পাত্রপাত্রী : দু'জন ভদ্রলোক।

১ম ॥ কি ব্যাপার বলুন তো অমূল্যবাবু?

২য় । কিসের ব্যাপার?

১ম ॥ রাস্তা দিয়ে আসবার সময় কাউকে বলছিলেন দার্জিলিং গিয়েছিলেন, কাউকে বলছিলেন উটি, আবার কাউকে বলছিলেন—নেপাল কেন বলুন তো?

২য় ॥ কি করবো বলুন? সবার মন তো সমান নয়। যে যেরকম বিশ্বাস করবে সেই রকমই বলছি।

(৫) স্থান : স্কুলের একটি শ্রেণী।

পাত্রপাত্রী : শিক্ষক ও ছাত্র।

শিক্ষক ॥ রিংকু।

ছাত্র ॥ বলুন স্যার।

শিক্ষক ॥ মাষ্টারমশাই-এর প্রশ্নের জবাবে ছাত্ররা কোন কথাটি প্রায়ই বলে?

ছাত্র ॥ জানি না স্যার।

(৬) স্থান : কোন এক সম্ভ্রান্তশালী গৃহের অভ্যন্তর।

পাত্রপাত্রী : বহিরাগত অতিথি ও একটি বাচ্চা ছেলে।

অতিথি ॥ তোমার নাম কি খোকা!

ছেলে ॥ রিণ্টু।

অতিথি ॥ তুমি কি পড়?

ছেলে ॥ ক্লাস ফোরে।

অতিথি ॥ বাঃ। বলতে পারো বাঁদরের লেজ থাকে কেন?

ছেলে ॥ যাতে আপনার সাথে তফাৎ করতে পারা যায় সেজন্য।

(৭) স্থান ঃ রাস্তা।

পাত্রপাত্রী ঃ দুই ভদ্রলোক।

১ম ।। আরে হরেনবাবু না ?

২য় ।। হ্যাঁ।

১ম ।। আশ্চর্য তো!

২য় ।। আমাকে দেখে এত আশ্চর্যের কি আছে ?

১ম ।। না, আমি শুনলাম আপনি মারা গেছেন!

২য় ।। সে কি ?

১ম ।। হ্যাঁ।

২য় ।। তা এখন সামনে দেখেও কি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে যে আমি জীবিত ?

১ম ।। কিন্তু যিনি আপনার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিলেন তিনি খুবই বিশ্বাস-যোগ্য। তাঁর কথাটাই বা উড়িয়ে দিই কিভাবে বলুন ?

(৮) স্থান ঃ কবিরাজের বাড়ি।

পাত্রপাত্রী ঃ কবিরাজ ও একটি বাচ্চা ছেলে।

ছেলে ।। এই ওষুধটা ফেরত নিন।

কবিরাজ ।। কেন ?

ছেলে ।। এ ওষুধ লাগবে না।

কবিরাজ ।। তোমাকে তো বললাম ভাই, এ ওষুধে পঞ্চাশ বছরের রোগ সেরে যায়। তবে ওষুধটা ফেরত দেবে কেন ?

ছেলে ।। আমার বয়স যে মাত্র বার বছর।

(৯) স্থান ঃ হসপিটাল।

পাত্রপাত্রী রোগী ও ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ।। চোখ বুজুন।

রোগী ।। কেন।

ডাক্তার ।। আপনাকে অজ্ঞান করা হবে।

রোগী ।। ডাক্তারবাবু একটু আস্তে ছুরি চালাবেন। খুব ভয় লাগছে। এটাই আমার প্রথম অপারেশন তো তাই।

ডাক্তার। ভয়ের কিছু নেই। এটা আমারও প্রথম অপারেশন।

(১০) স্থান ঃ রাস্তার ফুটপাথ।

পাত্রপাত্রী ঃ দুই জন ভদ্রলোক।

১ম ।। রতনবাবু আপনার ছেলেকে কোথায় দিয়েছেন।

২য় ॥ পুরুলিয়া সৈনিক-স্কুল। বোর্ডিংয়ে থাকে। আপনার ছেলেকে কোথায় দিয়েছেন ?

১ম ॥ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন। তা ছেলের শিক্ষা বেশ ভালই হচ্ছে মনে হয়।

২য়। কেন ?

১ম ॥ ছেলে যা চিঠি লেখে তা বুঝতে আমাকেই সর্বদা ডিক্সনারী দেখতে হয়।

২য় ॥ তবু তো ভাল। কিন্তু আমার ছেলের চিঠি এলে আমাকে কি দেখতে হয় জানেন ?

১ম ॥ কি আবার ? নিশ্চয়ই আরো কঠিন কোন বই।

২য় ॥ হ্যাঁ কঠিনই বটে। তবে সেটা হোল আমার ব্যাংকের পাশবই।

(১১) স্থান ঃ রাস্তা।

পাত্রপাত্রী ঃ দুইজন ভদ্রলোক।

১ম ॥ বুঝলেন সমীরবাবু এই চাঁদা চাঁদা করে মরে গেলাম।

২য় ॥ যা বলেছেন পুজো এলেই চাঁদার জ্বালায় মনে হয় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই।

১ম ॥ আমি তো চাঁদার জন্যে বাড়ির দরজায় সর্বদা টাঙিয়ে রাখি কুকুর হইতে সাবধান।

২য় ॥ তা ভাল করেন। তবে—

১ম ॥ তবে কি ?

২ও ॥ না বলছিলাম কি যে চাঁদা দেবার ভয়ে নিজেকে কুকুর বানানো কি ঠিক ?

(১২) স্হান ঃ পশু চিকিৎসালয়।

পাত্রপাত্রী ঃ পশুচিকিৎসক ও জনৈক ভদ্রলোক।

পশু চিকিৎসক ॥ এই আপনার কুকুরের ওষুধ।

ভদ্রলোক ॥ ধন্যবাদ।

পশু চিকিৎসক ॥ আপনার কুকুরকে প্রতিদিন দু চামচ করে খাওয়াবেন।

ভদ্রলোক ॥ কিন্তু আমার কুকুর তো চামচে করে খেতে পারে না ডাক্তারবাবু।

(১৩) স্হান ঃ একটি বাড়ি।

পাত্রপাত্রী ঃ পিতাপুত্র।

পিতা ॥ বুম্বা আজ পরীক্ষা হয়ে যাবে তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো —মাকে না বাবাকে।

—পুত্র কি করে বাবা।

পিতা ॥ বলছি। আচ্ছা ধর হঠাৎ কোন বিপদ এল ; তখন তুমি কাকে আগে বাঁচাবে—মাকে না আমাকে ?

পুত্র ॥ আমাকে।

(১৪) স্থান : সেলুন।

পাত্রপাত্রী : নাপিত ও খদ্দের।

খদ্দের ॥ দোকানে এত ভয়ংকর সব ছবি রেখেছেন কেন ? অসুবিধে হয় না ?

নাপিত ॥ অসুবিধে কেন হবে ? বরং সুবিধেই হয়।

খদ্দের ॥ কিসের সুবিধে ?

নাপিত ॥ ভয়ে খদ্দেরদের চুল খাড়া হয়ে উঠলে আমারই তো কাটতে সুবিধে। তাই না ?

(১৫) স্থান স্কুল প্রাঙ্গণ।

পাত্রপাত্রী : ছাত্র ও শিক্ষক।

শিক্ষক ॥ রান রেসে নাম দেবে ? নাম কি ?

ছাত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম হারান দাস।

শিক্ষক ॥ নাম দিচ্ছ, দাও। কিছু করতে পারবে কি ?

ছাত্র ॥ না স্যার।

শিক্ষক ॥ তবে ?

ছাত্র ॥ তবু দিই। আমি রানে কখনও ফার্স্ট হতে পারি না। প্রতিবারই লাস্ট হই।

শিক্ষক ॥ সেজন্যই বোধহয় তোমার বাবা-মা তোমার নাম রেখেছেন হা-রান।

(১৬) স্থান : ব্যাংক।

পাত্রপাত্রী : ম্যানেজার ও জনৈক।

ম্যানেজার ॥ কি করে টাকা দেব ? সই-এর গোলমাল হচ্ছে।

জনৈক ॥ সই কি আর হুবহু মেলে ?

ম্যানেজার ॥ তবুও—আপনি কি নিশ্চিত যে সইটা মিঃ সান্যালের ?

জনৈক ॥ হ্যাঁ।

ম্যানেজার ॥ তো আপনি জানলেন কি করে ?

জনৈক ॥ বাঃ! আমিই তো সইটা করেছি আমি জানবো না ?

(১৭) স্থান : ঘর।

পাত্রপাত্রী : প্রাইভেট টিউটর ও ছাত্র।

টিউটর ।। আজ ইকনমিক্সের Direct, Indirect অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের chapterটা পড়া ছিল, তাই না শ্যামল ?

ছাত্র ।। হ্যাঁ স্যার ।

টিউটর ।। পড়ে রেখেছো ?

ছাত্র ।। হ্যাঁ স্যার ।

টিউটর ।। বেশ । পরোক্ষ করের একটা উদাহরণ দাও তো !

ছাত্র ।। Dog Tax—কুকুরকে ওটা দিতে হয় না। ওটা আমরাই দিই ঃ

(১৮) স্থান ঃ ঘর।

পাত্রপাত্রী ঃ কাকা-ভাইপো ।

কাকা ।। পিংকু তুই ভীষণ পাজি হয়ে গেছিস ।

ভাইপো ।। কেন ?

কাকা ।। আবার জিগ্যেস করছিস কেন ? রাতদিন খালি বাঁদরের মত লাফালাফি-দাপাদাপি ।

ভাইপো ।। কে বললো ?

কাকা ।। কে আবার বলবে ? আমার চোখ নেই ? আমি বুঝি না ? তোর সঙ্গে একটা বাঁদরের তফাতটা কি বল তো ?

ভাইপো ।। তোমার আর আমার মধ্যে দূরত্বটা মেপে দেখলেই বোঝা যাবে ।

(১৯) স্থান ঃ পার্ক ।

পাত্রপাত্রী ঃ দাদু ও নাতি ।

দাদু ।। বুবুন তুমি টেন্স শিখেছ ?

নাতি ।। হ্যাঁ দাদু ।

দাদু ।। দেখি তো কেমন বলতে পারো । 'আমার বয়স দশ বছর—এটা কোন্ টেন্স বলতো ?'

নাতি ।। পাস্ট টেন্স দাদু । তুমি এটা ষাট বছর আগে ছাড়িয়ে এসেছ ।

(২০) স্থান ঃ রাস্তা

পাত্রপাত্রী ঃ দুইজন ভদ্রলোক ।

১ম ।। বুঝলেন অমিয়বাবু কাল এক কাণ্ড হয়ে গেছে !

২য় ।। কি হয়েছে ?

১ম ।। কাল রাত্রে একটা চোর ঢুকেছিল আমার ঘরে ।

২য় ।। সে কি ?

১ম ।। হ্যাঁ, আমার চোখের সামনে সব কিছু নিয়ে পালালো ।

২য় ।। আপনি দেখলেন অথচ চীৎকার করলেন না ?

১ম ।। খেপেছেন ?

২য় ।। কেন ?

১ম ।। ও যদি ওই ওই মালপত্রগুলো ওর বাড়িতে পেঁছে দিয়ে আসতে বলতো ?

(২১) স্থান : ঘর ।

পাত্রপাত্রী : দাদু ও নাতি ।

দাদু ।। আজ তোমার স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হোল কেন বুবুন ?

নাতি ।। আজ আমাদের পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছিল সেজন্য ।

দাদু ।। তুমি কোন প্রাইজ পাওনি ?

নাতি ।। হ্যাঁ ।

দাদু ।। কতগুলো পেলে ?

নাতি ।। দুটো ।

দাদু ।। মাত্র ? তা কি কি বিষয়ে ?

নাতি ।। একটা সবচেয়ে কম দিন স্কুলে যাবার জন্য । আর একটা সব বিষয়ে সব চাইতে কম নম্বর পাবার জন্য ।

(২২) স্থান : ঘর ।

পাত্রপাত্রী : কাকা ভাইপো ।

কাকা ।। বুবুন তুমি দিন দিন বড্ড ভীতু হয়ে যাচ্ছ । সাহসী হও । নইলে চলবে কেন ?

ভাইপো ।। সেইজন্যই কি তুমি কাল ইঁদুর দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমাকে সাহস দিচ্ছিলে কাকু ?

* * *

*** রসে বশে রাখিশ মা ***

॥ সর্বনাশ ! ॥

ক্রেতা ॥ দাদা এই বেল্টটার দাম কত ?
দোকানী ॥ কুড়ি টাকা ।
ক্রেতা ॥ এরকম একটা সাধারণ বেল্টের কুড়ি টাকা দাম ?
দোকানী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ ।
ক্রেতা ॥ কি সর্বনাশ ! তাহলে ওই বেল্টটার দাম কত ?
দোকানী ॥ ওটা ? ওটা ডাবল্ সর্বনাশ !

*　　　*　　　*

॥ ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি ॥

ক্রেতা ॥ এই যে ভাই ?
বেয়ারা ॥ আজ্ঞে বলুন ।

ক্রেতা ॥ এটা কিসের মাংস ?

বেয়ারা ॥ কেন স্যার ?

ক্রেতা ॥ আমি তো মুরগীর মাংস চাইলাম। এটা তো মুরগীর মাংস নয়।

বেয়ারা ॥ ঠিকই ধরেছেন স্যার। মুরগীর মাংস কম পড়াতে তার সঙ্গে কিছুটা ঘোড়ার মাংস মিশেল দেওয়া হয়েছে।

ক্রেতা ॥ কতটা মিশিয়েছো ?

বেয়ারা ॥ আজ্ঞে ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি।

ক্রেতা ॥ কি রকম ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি ভাই ? আমি তো মুরগীর মাংসের কুচোও দেখতে পাচ্ছি না।

বেয়ারা ॥ আজ্ঞে একটা গোটা ঘোড়ার মাংসের সঙ্গে একটা গোটা মুরগী।

* * *

॥ আদর করার সাজা ॥

বাচ্চা ॥ ছাত্রীকে পড়ান এক দিদিমণি।

দিদিমণি পড়িয়ে যাবার পরে বিদায়ের সময় ছাত্রী দিদিমণিকে প্রতিদিন চুমু খায়।

তো সেদিনও পড়ানো হয়ে গেছে।

ছাত্রীর মা ছাত্রীকে বললেন ঃ

—রিণ্টু দিদি চলে যাচ্ছেন। যাও আদর করে দাও।

—না মা আমি আর দিদিকে আদর করবো না।

—কেন ?

—পরশু বাবা দিদিকে আদর করেছিল। দিদি বাবাকে চড় মেরেছিল। আমি আদর করলেও দিদি মারবে।

* * *

॥ পার্টস চেঞ্জ ॥

এক ॥ ভদ্রলোক।

নতুন গাড়ি কিনেছেন।

গাড়ি কেনার সময় দোকান থেকে বলেছিল ঃ

—গাড়ি নিজে চালালেই ভাল হয়।

—কেন !

ভদ্রলোকের জিজ্ঞাসা।

—আজকাল ড্রাইভাররা সাংঘাতিক চোর।

—আমার কাছে সুবিধে হবে না।

—আপনার চোখের সামনে পার্টস চেঞ্জ করে ফেলবে আপনি ধরতেও পারবেন না।

—না, না, অত সোজা নয়। আমার চোখ বড় তীক্ষ্ন। যাই হোক, ভদ্রলোক গাড়ি কিনলেন।

যথারীতি ড্রাইভারও রাখলেন।

খুবই চোখে চোখে রাখেন ড্রাইভারকে।

একদিন ভদ্রলোক অফিস থেকে ফিরছেন।

গাড়িতে উঠতে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে গিয়ার টানলো গাড়ি চালানোর উদ্দেশ্য।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক তাকে তীব্রস্বরে বলে উঠলেন ঃ

—এই, এই ওটা কি করছো তুমি ?

—কেন স্যার গীয়ার চেঞ্জ করছি।

—হারামজাদা, দোকানের লোকটা ঠিকই বলেছিল যে ড্রাইভারেরা খুব চোর হয়। চোখের সামনে গাড়ির পার্টস চেঞ্জ করবে কিন্তু কিছু ধরা যাবে না।

—কিন্তু স্যার···

—আমাকে অত কাঁচা পেয়েছো ? তোমার সাহস তো কম নয় তুমি আমার চোখের সামনে গিয়ার চেঞ্জ করছো ?

* * *

॥ বাড়ন্ত ॥

ছেলে ॥ মা, ঠাকুর বললো চাল নেই।

মা ॥ ছিঃ বাবা, 'চাল নেই' বলতে নেই।

ছেলে ॥ তাহলে কি বলবো ?

মা ॥ বলবে ঘরে চাল বাড়ন্ত। কোন কিছু বিশেষ করে লক্ষ্মীর ধনকে নেই বলতে আছে ?

ছেলে ॥ ঠিক আছে মা।

অন্য একদিন।

জনৈক এসে দরজায় কড়া নেড়েছে।

ছেলে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

—কাকে চাই ?

—কমলবাবু তোমার কে হত ?

—বাবা।

—বাড়িতে বাবা আছেন ?

—বাড়িতে বাবা বাড়ন্ত। আপনি পরে আসবেন।

* * *

॥ চেকে পেমেণ্ট ॥

একজন ভদ্রলোক।

মৃত্যুর আগে তার তিন বন্ধুকে দুশো করে টাকা দিলেন। তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন মৃতদেহের চিতায় দুশো টাকা করে দিয়ে দেন।

তাহলে পরপারে গিয়ে অন্তত পয়সার অভাব হবে না। ভদ্রলোক তো মারা গেলেন।

প্রথম বন্ধু চিতায় দুশো টাকা দিলেন।

দ্বিতীয় বন্ধুও দিলেন।

আর তৃতীয় বন্ধু?

হ্যাঁ তৃতীয় বন্ধুও দিলেন। তবে—

ঐ দুই বন্ধুর দুশো টাকা করে চারশো টাকা নিয়ে মোট ছশো টাকার চেক লিখে দিলেন।

ব্যাপারটা তো একই।

* * *

॥ দূরত্ব সামান্য ॥

প্রেমিক ॥ ললিতা তুমি আমায় কতটা ভালবাসো?

প্রেমিক ॥ ঠিক যতটা ভালবাসলে তুমি আমার দেহকে না ছুঁয়ে শুধুমাত্র মনটাই ছুঁতে পারবে ঠিক ততটাই।

॥ টাটকা-টাটকি ॥

ক্রেতা ॥ এটা কেমন কফি ভাই?

ওয়েটার ॥ কেন স্যার?

ক্রেতা ॥ কেমন যেন মাটি মাটি গন্ধ বের হচ্ছে।

ওয়েটার ॥ ও, তা তো বেরোবেই।

ক্রেতা ॥ কেন?

ওয়েটার ॥ এই মাত্র ক্ষেত থেকে তুলে আনা হোল তো তাই ওরকম মাটি মাটি গন্ধ।

* * *

॥ সমাপ্ত কাজ ॥

শিক্ষক ॥ বিল্টু বল তো একটা বাড়ি দশজনে বানানো সম্পূর্ণ করলো দশদিনে।

বিল্টু ।। বেশ তো স্যার।

শিক্ষক ।। ঐ বাড়ি কুড়িজন মিলে বানাতে কতদিন সময় নেবে?

বিল্টু ।। এক সেকেন্ডও নয়।

শিক্ষক ।। সে কি? কি করে?

বিল্টু ।। কেন স্যার, দশজন তো আগেই বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। আবার কুড়িজনের সময় লাগবে কেন? বাড়ি তো বানানোই হয়ে গেছে।

* * *

।। আত্মচেতনা ।।

রোগী ।। ডাক্তারবাবু, আমার ভীষণ যন্ত্রণা।

ডাক্তারবাবু ।। কোথায়?

রোগী ।। মনে।

ডাক্তারবাবু ।। কি ব্যাপার বলুন।

রোগী ।। আমি প্রতিদিন স্বপ্ন দেখি।

ডাক্তারবাবু ।। তাতে কি হয়েছে? স্বপ্ন তো সবাই দেখে।

রোগী ।। আমি এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখি।

ডাক্তারবাবু ।। কি স্বপ্ন বলুন।

রোগী ।। প্রতিদিন স্বপ্নে দেখি আমি বাঁদর হয়ে গেছি। এরকম স্বপ্ন কেন দেখি?

ডাক্তারবাবু ।। নিজের সম্পর্কে সর্বদা খুব ভাবেন তো তাই।

।। ভাঙলো কে? ।।

ছেলে ।। মাগো, সান্টু আমার কাঠের পুতুলটা ভেঙ্গে ফেলেছে।

মা ।। সে কিরে? কি করে?

ছেলে ।। ওটা দিয়ে যে আমি ওর মাথায় মারলাম।

* * *

।। সবুজ উপায় ।।

১ম ।। কি করছো হে?

২য় ।। লিখছি।

১ম ।। কি লিখছো?

২য় ।। গল্প লিখছি।

১ম ।। তুমি আবার গল্প লেখ নাকি?

২য় ।। লিখি না, এই প্রথম চেষ্টা করছি। তবে লিখেছি কিন্তু ভালই।

১ম ।। তাই বুঝি?

২য় ।। তবে একটা মুশকিল হয়েছে।

১ম ।। কি ?

২য় ।। গল্পটা তিরিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভালই হোল কিন্তু গল্পটা শেষ করি যে কিভাবে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না ।

১ম ।। ও, এই কথা ! তা একটা কাজ করো না !

২য় ।। কি ?

১ম ।। তোমার স্ত্রী বোধহয় উনুন ধরিয়েছে !

২য় ।। তাতে কি ?

১ম ।। ওর মধ্যে ফেলে দাও না । তাহলেই তো শেষ হয়ে যায় !

* * *

।। ভয়ংকর ।।

কোন হোটেলে ঃ

ক্রেতা ।। ওহে, উনি তোমাদের ম্যানেজার ?

ওয়েটার ।। হ্যাঁ ।

ক্রেতা ।। উনি তো দেখছি ভয়ংকর লোক !

ওয়েটার ।। ঠিক বলেছেন । অনেকটা আমাদের হোটেলের খাবারের মতই ।

* * *

।। কুকর্ম ।।

শিক্ষক ।। পিংকু পরীক্ষায় অন্যের খাতা দেখে লেখে । —এই বাক্যে কোন্‌টা 'কর্ম' বুবুন ?

বুবুন ।। পুরোটাই তো কুকর্ম স্যার !

* * *

।। অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই ।।

মালিক ।। আপনি এর আগে কোথায় কাজ করেছেন ?

কর্মপ্রার্থী ।। কোথাও না ।

মালিক ।। তাহলে আপনি মাইনে চান কত ?

কর্মপ্রার্থী ।। এক হাজার টাকা ।

মালিক ।। সেকি ? আপনাকে নেওয়া যাবে না কাজে ।

কর্মপ্রার্থী ।। কেন ?

মালিক ।। আপনার কোন অভিজ্ঞতাই নেই অথচ মাইনে চাইছেন এত বেশি ।

কর্মপ্রার্থী ।। অভিজ্ঞতা নেই বলেই তো বেশি চাইছি মাইনে । অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য অন্যদের চেয়ে আমাকে যে অনেক বেশি খাটতে হবে ।

*　　　　*　　　　*

॥ বড় হলেই করা ভাল ॥

কাকা ॥ ছিঃ লাট্টু এইটুকু বয়সে বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে নিয়েছ ?

লাট্টু ॥ তাহলে কখন নেব ছোটকাকা ? তোমার মত বড় হয়ে গেলে ?

*　　　　*　　　　*

॥ ফর্ম পূরণ ॥

কর্মপ্রার্থী ॥ আপনাদের অফিসে লোক নেওয়া হবে শুনলাম ।

কেরানী ॥ ঠিকই শুনেছেন ।

কর্মপ্রার্থী ॥ একটা দরখাস্ত করার ফর্ম দেবেন ?

কেরানী ॥ দরখাস্তের ফর্ম পাবার জন্য এই ফর্মটা পূরণ করে দিন আগে ।

*　　　　*　　　　*

॥ সত্যি কথা ॥

একজন পণ্ডিত ।

অত্যন্ত সত্যবাদী ।

নিজে তো বটেই এবং তার ছাত্ররাও যাতে সর্বদা সত্যি কথা বলে সে দিকেও খুবই সজাগ দৃষ্টি ছিল । একদিন ক্লাসে একটি ছাত্র ঘুমোচ্ছিল ।

তিনি ছাত্রকে গিয়ে শুধোলেন ঃ

—মাধব ঘুমোচ্ছ ?

মাধব ঘুমের মধ্যেই উত্তর দিল ঃ

—উঁহুঁ ।

আর যায় কোথায় !

পণ্ডিত ক্ষিপ্ত ঃ

—তুমি এতবড় মিথ্যাবাদী হয়েছ ? আমি দেখলাম তুমি ঘুমোচ্ছ, আর তুমি বললে তুমি ঘুমোচ্ছ না ? বেরিয়ে যাও আমার ক্লাস থেকে ।

ছাত্রটি তখন পণ্ডিতমশাইকে বললো ঃ

—আপনি মিছিমিছি রেগে যাচ্ছেন স্যার । আমি কোথায় মিথ্যে বললাম বলুন ? আপনি ডাকলেন, 'মাধব' । আমি বললাম 'উঁ' । আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘুমোচ্ছ ?' তখন আমি বললাম, 'হুঁ' ।

*　　　　*　　　　*

॥ পরদিন ॥

সাংবাদিক ॥ আপনার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

লেখক ॥ কি বিষয়ে বলুন ?

সাংবাদিক ॥ সারাটা দিন আপনার কি করে কাটে।

লেখক ॥ সকালে উঠি। তারপর চা জলখাবার খেয়ে উঠে শরীরে কেমন যেন একটা অবসাদ এসে যায়।

সাংবাদিক ॥ তারপর ?

লেখক ॥ তারপর ঘুমিয়ে পড়ি।

সাংবাদিক ॥ তারপর ?

লেখক ॥ তারপর দুপুরে উঠে স্নান খাওয়া দাওয়া সারি।

সাংবাদিক ॥ তারপর ?

লেখক ॥ তারপর গাটা ম্যাজ ম্যাজ করে, ফলে ঘুমিয়ে পড়ি।

সাংবাদিক ॥ তারপর ?

লেখক ॥ বিকেলে উঠে চা জলখাবার খেয়ে নিই।

সাংবাদিক ॥ তারপর ?

লেখক ॥ সারাটা দিন ঘুমনোর পর শরীরটা এত ক্লান্ত থাকে যে ফের ঘুমিয়ে পড়ি।

সাংবাদিক ॥ তারপর ?

লেখক ;। রাত ন' টা নাগাদ ঘুম ভাঙ্গে।

সাংবাদিক ॥ তারপর ?

লেখক ॥ রাত্রের খাওয়াটা সেরে নিই।

সাংবাদিক ॥ তারপর ?

লেখক ॥ তারপর আবার কি ? সবাই যা করে তাই করি, অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়ি।

সাংবাদিক ॥ সে কি ? তাহলে লেখেন কখন ?

লেখক ॥ কেন ? পরদিন।

* * *

॥ মনে রাখা ॥

রোগী ॥ আপনার কাছে আমি ঋণী ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ॥ না, না, সেকি বলছেন ?

রোগী ॥ ঠিকই বলছি। আপনিই আমায় বাঁচিয়েছেন।

ডাক্তার ॥ আমার ক্ষমতা আর কতটুকু ? আপনার দেহের ও মনের মিলিত শক্তিই আপনার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে।

রোগী ॥ সে কথাটা আপনার বিল করবার সময় মনে রাখবেন ডাক্তারবাবু যে আমারও একটা অবদান রয়েছে রোগ সারার ব্যাপারে।

* * *

॥ দেরি হবার কারণ ॥

শিক্ষক ॥ এখন কটা বাজে?

ছাত্র ॥ সোয়া এগারটা।

শিক্ষক ॥ স্কুল বসে কটায়?

ছাত্র ॥ আজ্ঞে সাড়ে দশটায়।

শিক্ষক ॥ এত দেরীতে এলে কেন?

ছাত্র ॥ বাড়ি থেকে তো ঠিক সময়েই বেরিয়েছিলাম কিন্তু রাস্তার ধারে দেখলাম' 'স্কুল—আস্তে চলুন' বোর্ড। আর বোর্ডের ওই নির্দেশ মানতে গিয়েই তো দেরি হয়ে গেল।

* * *

॥ যার যা পাওনা ॥

ক্রেতা ॥ আপনি স্ট্যাচু তৈরী করেন?

শিল্পী ॥ হ্যাঁ।

ক্রেতা ॥ বেশ সুন্দর করেন তো।

শিল্পী ॥ আপনাদের পছন্দ অনুসারেই করার চেষ্টা করি।

ক্রেতা ॥ তা এই স্ট্যাচুকে এরকম শুইয়ে রেখেছেন কেন?

শিল্পী ॥ ভদ্রলোকের জীবনের আশিভাগ সময় ঘুমিয়ে কেটেছে তো সেইজন্য।

* * *

॥ ঠিক উল্টে ॥

রোগী ॥ ডাক্তারবাবু আমার পুরো চেকআপের রিপোর্ট আজ দেবেন বলেছিলেন।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, এই তো রেডি আছে। তবে পঞ্চান্ন বছরের তুলনায় আপনার স্বাস্থ্য তো বেশ ভালো।

রোগী—কিন্তু?

ডাক্তার ॥ কোন কিন্তু নেই। এটা শুভ লক্ষণ।

রোগী ॥ কিন্তু আমার বয়স তো পঞ্চান্ন নয়—পঁচিশ বছর মোটে।

* * *

মস্তানী জোক্স

ট্যালবট ও তার ছেলে জনকে স্কুলের ক্লাসটিচার ডেকে পাঠিয়ে সখেদে জানালেন—'মিঃ ট্যালবট, আমি জনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'আব্রাহাম লিংকনকে কে গুলি করেছিল? তাতে আপনার ছেলে কি উত্তর দিয়েছে জানেন? বলেছে—'আমি নিজে অন্ততঃ ওঁকে গুলি করিনি—সত্যি বলছি।'

ট্যালবট উত্তর দিল—'তা, মাস্টার মশাই আমার ছেলে যদি বলে থাকে যে সে একাজ করেনি—তবে জানবেন যে সে সত্যি সত্যিই সে কাজ করেনি।'

স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে ট্যালবট হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। তারপর রাস্তায় যেতে যেতে ছেলেকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল—'এই জন, সত্যি কথা বল এবার। তুই সত্যি সত্যি গুলি করিস নি তো?'

* * *

মাষ্টার 'বাবলু তোমার এই হোমওয়াক'গুলো কে করে দিয়েছে?'
বাবলু: 'আমার বাবা, স্যার।'
মাষ্টার: 'ও সবগুলো তোমার বাবা একাই করে ফেলেছে?'
বাবলু: 'না, আমি ও বাবাকে সাহায্য করেছি!

* * *

তপু হোমওয়াকে' খুব কম নম্বর পাওয়াকে ওর বাবা মা তপুকে খুব বকাবকি করিলেন। ওর বাবা বললেন 'পাশের বাড়ির দীপুকে দেখেও তো শিখতে পার। দেখেছ, ও কত ভাল নম্বর পায়?'

তপু একটু লজ্জা না পেয়ে উত্তর দিল—'বাঃ, দীপুর সঙ্গে আমার তুলনা করলে কি করে হবে? ওর বাবা মা কি চমৎকার হোমওয়াক' করতে পারে।'

* * *

ক্যাবলা একটা রেস্টুরেন্টের টেবিলে একলা বসে ছিল। এমন সময় এক ভদ্রমহিলা দুটি বাচ্চাকে নিয়ে ঢুকে ওর টেবিলেই এসে বসলেন। হঠাৎ ক্যাবলা সশব্দে একটা বিরাট ঢেঁকুর তুলল। ভদ্রমহিলা খুব মেজাজ দেখিয়ে বলে উঠলেন—'কি ব্যাপার আপনি কি নিজের ছেলেপুলেদের—বাবা-মার সামনে—ও এরকম করেন নাকি?

ক্যাবলা চটপট উত্তর দিল—'না, সেরকম কোন বাঁধাধরা নিয়ম আমাদের বাড়িতে নেই। কখনো আমি আগে আওয়াজ করি কখনো বা আমার ছেলে বউ করে।'

* * *

ঠাকুমা ঃ হ্যাগো বউমা, আমাদের পাঁচু স্কুলের ইতিহাসের পরীক্ষা কেমন দিয়েছে ?'

বউমা ঃ পাঁচু খুব খারাপ পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু ওর এতে কোন দোষ নেই। দেখুন না কি অন্যায়, যে সমস্ত ঘটনা ও জন্মাবার বহু আগে ঘটে গিয়েছে, সে সমস্ত ঘটনা নিয়ে ওকে মাষ্টাররা প্রশ্ন করেছে !

* * *

ট্রেন থেকে নেমে দেবু ওর স্ত্রীকে বলল—'বাপস্ ! পাক্কা দশটি ঘণ্টা ট্রেন যেদিকে যাচ্ছে আর উল্টোদিকে মুখ করে বসে এসেছি ! মাথা ধরে গিয়েছে আমার !'

দেবুর স্ত্রী বলল—'কেন, তোমার সামনে যে লোকটি বসেছিল, তাকে বলে জায়গাটা পাল্টা পাল্টি করে নিলেই পারতে ?'

দেবু খুব বিরক্তভাবে উত্তর দিল—'আরে কি করে তা' করব ? আমার সামনে যে—কোন লোকই ছিল না !'

* * *

সারাদিন ধরে গিন্নীর মুখ একেবারে কালিমাখা হাঁড়ির মত হয়ে আছে দেখে স্বামী দেবতাটি অনেক সাহসে ভর করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'হ্যাগো, কি হয়েছে তোমার ? মেজাজ অত খারাপ কেন ?'

গিন্নী কাঁদ কাঁদ হয়ে উত্তর দিলেন—'আশে, পাশে বাড়ির ঐ নেকী বৌটার ঠিক আমার মত একটা শাড়ি আছে।'

কর্তা এবার বললেন—'তার মানে তুমি নিশ্চয়ই চাইছ যে আমি যেন তোমাকে নতুন একটা শাড়ি কিনে দিই ?'

গিন্নী উত্তর দিলেন 'তা, এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার চাইতে সেটা নিশ্চয়ই অনেক কম খরচার ব্যাপার হবে, তাই না ?'

* * *

রোমানটিক জোক্স

বাবা : কি ব্যাপার, লিলি ? সাধারতঃ ফোন এলে তো দেখি তুই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেই যাচ্ছিস। তা, এখন মাত্র আধঘণ্টা কথা বলেই ফোন ছেড়ে দিলি রে ? কি হল ?

—রং নম্বর ছিল যে বাবা !

* * *

প্রেমিক—'জান, তোমাকে ছাড়া চারিদিক যেন অন্ধকার প্রাণহীন দেখি····মনে হয় কালো মেঘে সারা আকাশটা ঢেকে আছে, আর দারুণ ঝড় বৃষ্টিতে চারিদিক ওলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে····তারপর যেন মেঘের ফাঁক

দিয়ে উষ্ণ সূর্যালোক দেখা গেল···তুমি এসে হাজির হলে ঠিক একটা রামধনুর মত।'

প্রেমিকা—'তুমি কি আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করছ, না আবহাওয়ার রিপোর্ট পড়ে শোনাচ্ছ ?'

* * *

বিমল—'জানো, পলি তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই আমার খাওয়া-দাওয়া, ঘুমোন, সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে—কিছুই করতে পারছি না ?

পলি (গদ গদ)—'কেন বিমু ?'

বিমল—'কি করে করব, তুমি তো আমাকে একেবারে দেউলিয়া করে ছেড়ে দিয়েছো, পকেটে আর একটা পয়সাও নেই।'

* * *

প্রেমিকা—আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে বিয়ে না করি, তাহলে কি সত্যি সত্যি তুমি আত্মহত্যা করবে ?'

প্রেমিক—'এসব ক্ষেত্রে আমি সাধারণতঃ তাই করে থাকি !'

* * *

গোবেচারা প্রেমিক—'আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তাহলে তুমি কি বলবে ?'

তুখোড় প্রেমিকা—'কিছুই বলব না, কারণ কিছু বলার মত আমার অবস্থা থাকবে না। একই সঙ্গে কি হাসা আর কথা বলা—এ দুটো কাজ করা যায় ?'

* * *

লিজা পার্টি থেকে ফেরার পর তার মা জিজ্ঞেস করলেন····'কি রে লিজা, পার্টি কেমন লাগল ?'

লিজা বলল—'খুব ভালই সময় কেটেছে, মা, একবারই খালি দুটো ছেলে আমার সঙ্গে নাচা নিয়ে মারপিট বাধিয়ে দিয়েছিল !'

'তাই নাকি?'—মেয়ের এরকম জনপ্রিয়তায় খুশি হয়ে মা আবার প্রশ্ন করলেন—'তা কি হয়েছিল?'

লিজা এবার খুলে বলল—'হয়েছিল কি জানো মা? পার্টিতে একটা ছেলে আর একজনকে কোমরে একটা ঘুঁষি মেরে বলল—'এই, জো, যা এই মেয়েটার সঙ্গে তুই নাচবি যা!' জো নামে ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর কোমরে পাল্টা ঘুষি মেরে বলল—'কি রে আমাকে কেন? যানা, তোর খুব সখ হয়েছে তো নিজে নাচনা গিয়ে, আমাকে কেন বিপদে ফেলতে চাইছিস?'

* * *
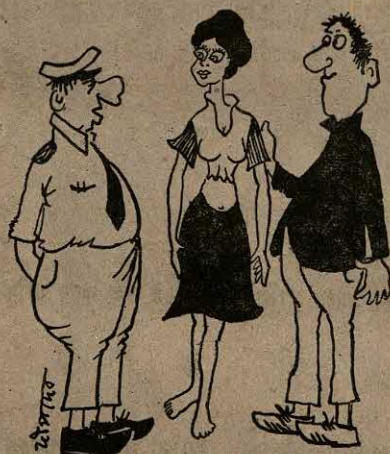
সব বয়সের জোক্‌স

নার্সারির দিদিমনি—'আচ্ছা, বলতো, 'টি'-এর পরের অক্ষরটা কি?
জনৈক ছাত্র—'ভি', দিদিমনি।'

* * *

ছোটছেলে—'বাবা, যে পাঁচটা টাকা আমার খুব দরকার ছিল, সেটা আমি জোগাড় করে ফেলেছি।'

বাবা—'বাঃ, এই তো চাই। সত্যিকারের যারা উদ্যমী, বুদ্ধিমান ছেলে হয়, তারা বাবার ওপর নির্ভর না করে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো তা, তুমি টাকার জোগাড় করলে কি করে?'

ছেলে—'কেন, মা-র কাছ থেকে ধার নিলাম।'

* * *

প্রেমিক—'দেখ আমার হয়ত অরুণের মত টাকাপয়সা নেই অতগুলো গাড়ি বা বাড়ি নেই, কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসি!'

প্রেমিকা—আমিও তো তোমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসি। কিন্তু, আমাকে তোমার বন্ধু অরুণ—সম্বন্ধে আরো কিছু জানাও তো!'

* * *

একদম ছোট করে চুল কাটা তরুণী তার লম্বা লম্বা চুলওয়ালা ছেলে বন্ধুকে বলছে—সত্যি বলছি, আমার যে বেশি রাত পর্যন্ত দুজনে একসঙ্গে গল্প করি এতে আবার বাবা কিছু মনেই করেন না কারণ উনি ভাবেন যে তুমি একটা মেয়ে!

* * *

মাইকঃ—'নাঃ, ঐ মেয়েটার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে দিলাম।

রবি :—'কেন?'

মাইক :—'আরে আমাকে মেয়েটা জিজ্ঞেস করেছে যে আমি নাচতে জানি কিনা!'

রবি :—'তাতে কি হয়েছে?'

মাইক ঃ—হয়েছে এই মেয়েটা কথাগুলো বলেছে যখন আমার সঙ্গে সে নাচছিল, সেই সময়।

* * *

নার্ভাস প্রেমিক—'আচ্ছা, তোমাকে যদি এখন আমি চুমু খাই, তাহলে তুমি কি করবে ?

প্রেমিকা—'আমার ভাইকে ডাকব।'

প্রেমিক—ভাইয়ের বয়স কত ?'

প্রেমিকা—'আড়াই বছর।'

* * *

এক মোটর চালক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলেন যে রাস্তার একটা 'স্পোর্টস্ কার' উল্টে পড়ে আছে, আর একজন যুবক তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। মোটর চালক ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কি ব্যাপার, গাড়িটা খুব বেশি জখম হয়েছে নাকি।'

যুবকটি খুব শান্ত ভাবে উত্তর দিল—'আজ্ঞে, কোন দুর্ঘটনাই ঘটেনি। আমি আমার গাড়ির একটা টায়ার পাল্টাচ্ছি।'

* * *

জন—'আচ্ছা বিল, তুই যে প্রায়ই বলিস যে তোর প্রেমিকার নাকি কি একটা দারুণ বৈশিষ্ট্য আছে। তা, সে বৈশিষ্ট্যটা কি ?'

বিল—'সে এক দারুণ ব্যাপার। ও সবসময়ে নিজের নখ কামড়ায়।

জন—'ধুস্! এটা আবার বৈশিষ্ট্য হল কিসে ? অনেক মেয়েই তাদের আঙ্গুলের নখ কামড়ায়।'

বিল—'তারা তো তাদের হাতের আঙ্গুলের নখ-ই কামড়ায়। পায়ের আঙ্গুলের নখ কামড়ায় কি ?'

মা সিংহ (বাচ্চাকে)—'এই, তুই ওখানে কি করছিস ?'

বাচ্চা সিংহ—'একটা মানুষকে গাছের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাড়া করছিল।'

মা সিংহ—'তোকে কতবার বলতে হবে যে খাবার নিয়ে খেলা করতে নেই।'

* * *

ছোট্ট টম স্কুলে এসে মাষ্টার মশাইকে বলল—'জানেন স্যার আমার এবার একটা ছোট ভাই হবে।'

'ছোট ভাই-ই যে হবে তা তুমি কি করে জানলে ?' মাষ্টার মশাই একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন।

টম খুব গম্ভীরভাবে জবাব দিল—'কেন, মাষ্টার মশাই আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে বেশ কিছুদিন আগে আমার মায়ের শরীর খারাপ হয়েছিল, আর তার পরেই ছোট একটা বোন হল ?

মাষ্টার মশাই একটা ঢোক গিলে বললেন—'হ্যাঁ,…………মনে আছে ঘটনাটা।'

* * *

কাঁচামিঠে জোক্স

'ব্রুকলীন' বাসী এক ভদ্রলোক স্থানীয় 'নিউইয়র্ক' বিমানবন্দরে তাঁর স্ত্রী লুলুকে বাফালো গামী বিমানে উঠিয়ে দিতে গেছিলেন। ফেরার পথে ভদ্রলোক প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম কাটিয়ে বহুক্ষণ পরে ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজার সামনে যে চিঠির বাক্সটা ছিল, তাতে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। টেলিগ্রামের বয়ানটা হল—'নিরাপদে পেঁছাই। ভালবাসা নিও। লুলু।'

*　　　*　　　*

স্বামী—'কি হল, অমন মুখ গোমড়া করে আছ কেন?'

স্ত্রী—'আর বল কেন! গাড়িটা রাস্তায় খারাপ হয়ে গেছিল, তাই ব্রেকডাউন ডিপার্টমেন্ট-এর লোকেরা দু' মাইলের-ও বেশি রাস্তা সেটাকে টেনে এনেছে। আর এই কাজের জন্য হতভাগারা আবার ওর মজুরী চেয়েছে—ডাকাত আর কাকে বলে। তবে আমি ও টাকাটা উশুল করে নিয়েছি এই দু মাইল রাস্তার সবটাই ব্রেকটা চেপে ধরে রেখেছিলাম।'

*　　　*　　　*

নন্দা মিহিরকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু ওর মা কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না শেষ পর্যন্ত নন্দা একদিন মিহিরকে আসল ব্যাপারটাই খুলে

দিয়ে বলল—'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, মিহির। কিন্তু আমার মা কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না বলছেন তুমি নাকি বড্ড বেশি মেয়েলী ধরনের পুরুষ।

মিহির চটেমটে জবাব দিল—'হ্যাঁ তোমার মা ঠিকই বলেছেন। ওর তুলনায় সত্যিই আমি মেয়েলী।'

*　　*　　*

ছোট্ট পুপে জন্মদিনে ১০০০টা নতুন খেলনার জন্য অনেক প্রর্থনা করল। কিন্তু অনেক প্রর্থনা করে যখন ফল হোল না 'তখন ওর কিছু মাসী ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—'দ্যাখ পুপে আমার মনে হচ্ছে যে ভগবান বোধহয় তোমার কথা শুনতে পান না।'

পুপে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল—'না, প্রার্থনাটা ভগবান ঠিকই শুনতে পেয়েছেন কিন্তু উনি আমাকে বললেন যে আপাততঃ উনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারছেন না।'

*　　*　　*

প্রশ্ন ঃ—কোন্ ভারতীয়র পরিবারের লোকসংখ্যা সব চাইতে বেশী ?
উত্তর ঃ—'জাতির পিতা' মহাত্মা গান্ধীর।

*　　*　　*

গর্বিত পিতা ঃ 'আমার ছোট ছেলে এবার শক্ত জিনিষ খেতে শুরু করেছে। চাবির গোছা, কাগজপত্র, পেন্সিল…………….।

*　　*　　*

অভিভাবকঃ—'আমি আমার ছেলেকে এই স্কুলটা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

বন্ধুঃ—'সেকি, কেন? তোমার ছেলে তো ক্লাসের সেরা ছাত্র?'

অভিভাবক :—'সে জন্যেই তো আমি একেবারে নিশ্চিত যে এই স্কুলটা একেবারে ওঁচা।

* * *

'বাচ্চাকাচ্চারা বাড়ি ঘর আলো রাখে' এ কথাটা খুবই সত্যি, কারণ তারা কখনোই বাড়ীর কোন ঘরের কোন আলো নেভায় না।

* * *

এক ভদ্রলোক ফ্যাকাসে চোখ মুখ করে তাঁর ডাক্তারকে বললেন, 'ডাক্তার বাবু, আমার অবস্থা খুব খারাপ। ফোন বাজলেই দারুণ চমকে উঠি। বাইরের দরজায় কলিং বেল বাজলে ও আমার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করে। বাড়ির দরজায় কোন অচেনা লোককে দেখলে সারা শরীর ঘেমে ওঠে। এমন কি খবরের কাগজটা পড়তেও ভয় করে। কি হয়েছে আমার বলুন তো?

ডাক্তারবাবু খুব সহানুভূতির সঙ্গে উত্তর দিলেন—'দেখুন কেন চিন্তা করবেন না আপনি কি অবস্থার মধ্যে পড়েছেন তা খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পারছি। কারণ আমার কিশোরী মেয়েটি-ও সবে গাড়ি চালানো শিখেছে।

* * *

বাবা ছেলেকে বার বার সাবধান করে দিলেন—'দ্যাখ, খোকা খবরদার যেন 'A' মার্কা সিনেমা দেখতে যাসনা। ওখানে এমন কিছু দেখতে পাবি যা তোর দেখা উচিত নয়। ছেলে সেই সিনেমায় গিয়ে দেখল যে বাবা ঠিকই বলেছেন—প্রথম সারিতেই বাবা বসে আছেন।

* * *

মা মেয়েকে বললেন—'দেখ পলি, রাতে যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। তখন দিদিমার কথা ভুলোনা যেন। ভগবানকে বলবে, দিদিমাকে যেন অনেক অনেক বয়স পর্যন্ত তিনি বাঁচিয়ে রাখেন।'

মেয়ে উত্তর দিল—'মা, দিদিমার তো এখনই অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে। আমি বরং ভগবানকে বলব দিদিমাকে যেন যত তাড়াতাড়ি হয় ভগবান নিয়ে নেন।'

* * *

স্বামীঃ—'এই নতুন শাড়িটা কোথা থেকে কিনলে ?'

স্ত্রী ঃ—'জান, এ শাড়ীটা কেনার জন্য কোন পয়সাই লাগেনি। ১৫০ টাকা দামের শাড়ীটার দাম কেটে ৭৫ টাকা করে দেওয়া ছিল। তাই, এই যে ৭৫টা টাকা বেঁচে গেল, সেই টাকাটা দিয়েই শাড়ীটা কিনে ফেললাম।

* * *

হবু বাবা খুব উদ্বিগ্ন ভাবে হাসপাতালের বারান্দায় পায়চারি করছেন। এমন সময় নার্স এসে বলল—'আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার যমজ ছেলে হয়েছে।

উল্লসিত নতুন বাবা চেঁচিয়ে উঠে বললেন—'চমৎকার। কিন্তু আমার গিন্নীকে এখনই এই খবরটা দেবেন না' যেন আমি ওকে হঠাৎ এই খবরটা দিয়ে চমকে দিতে চাই।'

* * *
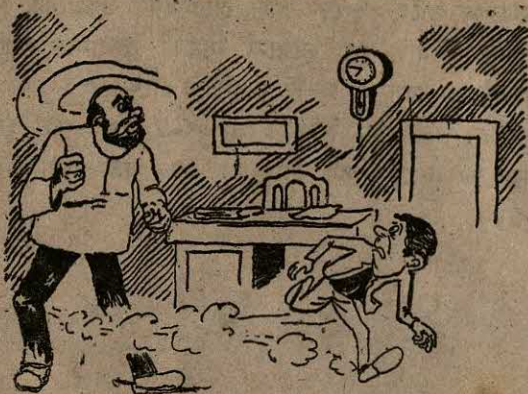
॥ উদ্ভট শ্লোকের উদ্ভট রস ॥

জলপূর্ণা নদী, নারী নৃপের আদর,
বনিকের স্নেহে, আস্থা না রাখিও নর।

* * *

নিজের অর্জিত ধনে ধনী যেই হয়,
'উত্তম' বলিয়া তার হয় পরিচয়।
পিতার অর্জিত ধনে ধনী যেই জন,
'মধ্যম' বলিয়া তার হইবে গণন।
ভ্রাতৃধনে ধনী যেই সে হয় 'অধম'
স্ত্রীধনে যে ধনী সে হয় 'নরাধম'।

* * *

না থাকে উদ্যোগ যদি নাহি ফল ফলে,
বিড়াল সফল হয় উদ্যোগের বলে।
বিড়াল পুষেছে গরু কে শোনে কোথায় ?
কিন্তু নিত্য দুধটুকু, তার পেটে যায়।

* * *

যে করে ধনের আশা পিতল-কাঁসায়,
মিষ্টতার আশা করে রুইয়ের পোনায়,
জামাইয়ে পুত্রের আশা করে যেই জন,
তা হতে নির্বোধ আর কে আছে কখন ?

*　　*　　*

রম্য দেহ দেখিলেই মক্ষিকা তখন,
শুধু তার ক্ষতস্থান করে অন্বেষণ।
অতি মনোহর কাব্য হেরিল নয়নে,
ছুটে যায় খল তার দোষ অন্বেষণে।

*　　*　　*

উপস্থিত হয় যবে বিপদ-সময়
শুনিয়ে বৃদ্ধের কথা হইয়া তন্ময়।
সমস্ত কার্যেই রেখো বৃদ্ধের বচন,
ভোজনে মৈথুনে কিন্তু না রেখো কখন।

*　　*　　*

বর্ষারে আসিতে দেখি বুঝিয়া-শুঝিয়া,
কোকিল বসিয়া রয় মুখটি চাপিয়া।
প্যাক্ প্যাক করে ব্যাং, থাকিয়া যেখানে,
চুপ করে থাকা ভাল বসিয়া সেখানে।

*　　*　　*

নতুন বসন আর ছত্রও নতুন,
নতুন রমণী পুনঃ নতুন ভবন,
সমস্ত নতুন বস্তু পরম সুন্দর,
কিন্তু পুরাতন ভৃত্য অন্ন মনোহর।

* * *

মন, মধুকর, মেঘ, মালিনী, মদন,
মর্কট, মরুৎ, মৎস, মদ, মা (লক্ষী), ভীষণ !
এ দশ 'ম'-কার অতি চঞ্চল ধরায়।
কিছুতে ইহারা নাহি স্থির হতে চায় !

* * *

জামাতা, জঠর, জায়া আর জলাশয়,
পুনঃ জাতবেদা (আগুন), এই পাঁচ মহাশয় !
যত পায়, তত খায়, নাহি ভরে পেট,
ভরাইতে যেই যায়, তারি মাথা হেঁট।

* * *

কথা, কান্তি, কীর্তি কুল, কারুণ্য-ক-কার,
পাঁচে করে মানুষের প্রাধান্য-প্রচার !

* * *

॥ সিঁড়িটা আসলে কত বড় ? ॥

কোন এক ধনীর অ্যাপার্টমেণ্ট।
স্বভাবতই বিশাল বাড়ির কোন একটি রাজসিক ফ্ল্যাট।
সেখানে পার্টি হচ্ছিল।
পার্টি ভাঙলো গভীর রাতে।
সবাই মদ্যপান করছিল। তারমধ্যে তিনজন ছিল মাত্রাধিক।
লিফ্‌ট্‌ বন্ধ।
বাধ্য হয়ে সবাইকেই সেই বিশাল ফ্ল্যাটের সিঁড়ি বেয়ে হেঁটে নামতে হোল।
ঐ ফ্ল্যাটের কাছেই রেললাইন।
ঐ তিনজন বাড়ি ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে রেললাইনের ওপর চলে এসেছিল।
১ম ॥ অদ্ভুত বাড়িতে আজ পার্টি হয়েছিল বটে!
২য় ॥ কেন?
১ম ॥ অবৈধ সিঁড়ি সিমেণ্টের বাকি অবৈধ কাঠের।
২য় ॥ কি উঁচু সিঁড়ি বলতো? নামছি তো নামছিই। শেষই হয় না।
৩য় ॥ সিঁড়ি দিয়ে নামতে কিন্তু কোন কষ্ট হচ্ছে না। তবে রেলিং দুটো বড্ড নিচু। হামাগুড়ি দিয়ে তবে ধরা যাচ্ছে। (প্রসঙ্গত তৃতীয়জন হামাগুড়ি দিয়ে চলছিল।)

* * *

॥ মনকে খুশি করতেই ॥

জনৈক মাতাল।
বছরের শেষদিনে মদ্যপান করে মনে মনে মদ খাওয়া ছেড়ে দিল।
পরদিন পয়লা জানুয়ারী।
মাতালটির মন বেশ প্রফুল্ল।
বছরের প্রথমেই এমন একটা প্রতিজ্ঞা করতে পেরে বেশ গর্বই লাগছে তার।
বিকেল হয়ে এল ক্রমশ।
মাতালটি তার মনের জোর পরীক্ষা করার জন্য রাস্তায় বের হোল গুটি গুটি।
একের পর এক পানশালা পেরিয়ে চলেছে সে।
চতুর্দিকে নারী-পুরুষের কলোচ্ছাস। পানশালা থেকে বেরিয়ে আসছে কাতারে কাতারে লোকজন।
মাতালটি কিন্তু ঢুকল না।
পেরিয়ে গেল পানশালার পর পানশালা।

নিজেকেই বাহবা জানালো মাতালটি ঃ

জিয়ো মন জিয়ো ! সত্যিই তোর জোর আছে বটে ! তুই-ই দেখালি যে ইচ্ছেতে কি না হয় ।

এবার ফেরার পালা ।

আবার পেরিয়ে এল একের পর এক পানশালা ।

অতঃপর মাতালটির খুশি আর ধরে না । নিজেকেই তখন সে বললো ঃ

—সত্যি মন, তোর মত এত সাহস খুব কম দেখেছি ? আয় নতুন বছরের প্রথম দিনে তোর এই সাহসের জন্য তোকে দু'চার পেগ খাইয়ে খুশি করি ।

বলে একটা বারে ঢুকে গ্লাস বোতল নিয়ে বসে পড়ল ।

*　　*　　*

॥ অন্ধ ॥

দুই বন্ধু ।

দুজনের ভীষণ ভাব । গলায় গলায় । যাকে বলে হরিহর এক আত্মা ।

একজন অন্যজনকে ছেড়ে থাকতে পারে না ।

দিন তো বসে থাকে না ।

দিন কেটে গেল ।

একজন বন্ধু হোল বড়লোক, অন্যজনের অবস্থার কোন পরিবর্তন হোল না ।

কোনক্রমে দিন চলে তার ।

একদিন সেই গরীব বন্ধু ঐ বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে খুবই আশা নিয়ে ।

বড়লোক বন্ধু বলল ঃ

—কে ভাই তুমি ? তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না । আমার কাছে কেন এসেছ ?

গরীব বন্ধু ঝটিতি উত্তর দিল ঃ

—শুনলাম আপনি নাকি অন্ধ হয়েছেন । তাই দেখতে এসেছিলাম । আমি কথাটা বিশ্বাস করিনি । এখন দেখছি ঠিকই শুনেছি । আপনি সত্যিই অন্ধ হয়ে গেছেন ।

*　　*　　*

॥ লাভ হল মন্দ নয় ॥

দুজন চোর ।

তারা একটা গাধা চুরি করল ।

যথারীতি তাদের একজন গেল গাধাটা বিক্রি করতে যেতে যেতে হঠাৎ একজন লোকের সামনে পড়ল।

লোকটার হাতে একটা থালা। থালায় একটা মাছ।

লোকটা ॥ গাধাটা বেচবে নাকি?

চোর (১) ॥ হ্যাঁ। নেবেন?

লোকটা ॥ নেবই তো।

চোর (১) ॥ নিন তবে।

লোকটা ॥ নেবার আগে একটু পরীক্ষা করবো না গাধাটা?

চোর (১) ॥ বেশ তো দেখে নিন।

লোকটা ॥ দাও, গাধাটা চড়ে দেখি।

চোর (১) ॥ দেখুন।

লোকটা ॥ থালাটা ততক্ষণ ধর।

অতঃপর লোকটা গাধায় চড়ে পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর এদিক ওদিক করতে করতে এ রাস্তা ও রাস্তা দিয়ে উধাও।

কি আর করে চোরটা।

শুধু থালা হাতেই ফিরে এল।

—দ্বিতীয় চোর জিজ্ঞাসা করল ঃ

—কিরে গাধা বিক্রী হোল?

—হ্যাঁ।

—কত দামে?

—মূলধনেই বেচেছি।

—মানে?

—বিনা পয়সায় পেয়েছিলাম, বিনা পয়সায় বেচেছি। লাভ এই থালাটা, সঙ্গে মাছ।

* * *

॥ সত্যবাদী চোর ॥

দুই চোর।

একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকলো।

দোকানীর ব্যস্ততার ফাঁকে এক চোর একটা কাপড় চুরি করে আর এক চোরকে দিয়ে দিল।

দোকানী কাপড়টা দেখতে না পেয়ে প্রথম চোরকে জিজ্ঞাসা করল ঃ

—কাপড়টা কি আপনার কাছে আছে ?

—না তো।

এরপর দোকানী দ্বিতীয় চোরটাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ

—আপনি কি কাপড়টাকে উঠিয়েছেন ?

—না তো।

—অতঃপর দুই চোর বেরিয়ে এল দোকান থেকে। তারপর নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছে ঃ

১ম ।। আমরা কিন্তু একদম মিথ্যে বলিনি।

২য় ।। হ্যাঁ সত্যবাদী বলেই বোধহয় আমরা ধরা পড়লাম না।

১ম ।। আমি বললাম আমার কাছে নেই। সত্যিই তো ছিল না। আমি তো নিয়েই তোকে দিয়েছিলাম। তাই না ?

২য় ।। তাই তো। আর আমি বললাম আমি নিইনি। সত্যিই তো আমি নিইনি, তুই তো নিয়ে আমাকে দিয়েছিলি, তাই না ?

* * *

॥ কে বেশি সঞ্চয়ী ? ॥

কর্তা ও গিন্নী।

দুজনেই কৃপণতায় সমান।

এ বলে আমায় দেখ আর ও বলে আমায় দেখ।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কর্তা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল।

গিন্নি ।। কি ব্যাপার ফিরে এলে কেন ?

কর্তা ।। মনে হোল প্রদীপটা জ্বলছেই। সন্ধ্যে দিয়ে আর নিভাও নি। তেল পুড়ছে।

গিন্নী ।। আমি কি অত বোকা ? সন্ধ্যে দিয়েই নিভিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তুমি যে আবার এতটা পথ হেঁটে ফিরে এলে ?

কর্তা ।। কেন ?

গিন্নী ।। জুতো যে ক্ষয় হোল কতটা সে খেয়াল আছে ?

কর্তা ।। ভয় নেই, জুতো বগলে করে এনেছি।

* * *

॥ থাকলে ভাল, নইলে মন্দ ॥

কর্তা ॥ গিন্নী মাখন দাও। মাখন পাকস্থলীর পক্ষে খুব ভাল। খিদে বাড়ে, শক্তি বাড়ে।

গিন্নী ॥ মাখন নেই।

কর্তা ॥ ভালোই।

গিন্নী ॥ কেন?

কর্তা ॥ মাখনে খিদে নষ্ট করে, শরীর দুর্বল করে।

গিন্নী। দুটোর মধ্যে কোনটা ঠিক?

কর্তা ॥ মাখন থাকলে প্রথমটা ঠিক। না থাকলে দ্বিতীয়টা ঠিক।

* * *

॥ বিনামূল্যে ॥

জনৈক ব্যক্তির একটা ঘোড়া হারিয়ে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করল যে ঘোড়াটা খুঁজে পেলে সে মাত্র এক টাকায় সেটা বেচে দেবে।

তারপর ঘোড়াটা খুঁজেও পেল সে।

এবার তো তাহলে প্রতিজ্ঞা রাখতে হয়। কিন্তু একটা ঘোড়া এক টাকায় বেচা সম্ভব?

ওদিকে লোকটি ভারী ধর্মভীরু। সুতরাং প্রতিজ্ঞাও রাখা দরকার। নইলে ঈশ্বর রেগে যাবেন। তা তো হতে দেয়া যায় না।

অনেক ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি বের করল। সে ঘোড়ার গলায় একটা বেড়াল বেঁধে হাটে গিয়ে ঘোষণা করল ঃ

—ঘোড়াটার দাম মাত্র এক টাকা। কিন্তু বেড়ালটা এক হাজার টাকা। ঘোড়া আর বেড়াল দুটোই একসঙ্গে নিতে হবে। ঘোড়া আলাদাভাবে নেয়া যাবে না।

* * *

॥ ভদ্র অভদ্র ॥

১ম ॥ সত্যি আপনি কিন্তু ভারী ভদ্র।

২য় ॥ হয়তো।

১ম ॥ আপনি কার কাছ থেকে ভদ্রতা শিখেছেন?

২য় ।। সমস্ত অভদ্রদের কাছ থেকে।
১ম ।। অভদ্রদের কাছ থেকে ভদ্রতা শিখেছেন ?
২য় ।। হ্যাঁ।
১ম ।। কিভাবে ?
২য় ।। দেখুন, অভদ্ররা যা যা করে তা লক্ষ্য করেছি।
১ম ।। তারপর ?
২য় ।। সে সব আর নিজে করিনি। অভদ্ররা যা যা বলে শুনেছি। সে সব আর নিজে বলিনি। তো দেখি তাইতে লোকে আমাকে ভদ্র বলে।

* * *

।। ইচ্ছে না থাকলেও·· ।।

বিচারক ।। তোমার ফাঁসী হোল খুন করার জন্য।

খুনী ।। হুজুর হয়তো খুন আমি করেছি। কিন্তু খুন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার ছিল না।

বিচারক ।। ঠিকই। ফাঁসীর হুকুম দিলাম দিলাম বটে কিন্তু এ হুকুম দেবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও ছিল না।

* * *

।। কারো পেট–কারো মাথা ।।

দুজন লোক।

একজন খুব লম্বা, একজন খুব বেঁটে।

দুজনে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। পথে একটা নদী পড়ল।

প্রথমে লম্বা লোকটা নদীতে নামল । সে যখন প্রায় মাঝ নদী বরাবর এল তখন পেছনে ফিরে ঐ বেঁটেকে বলল ঃ

—ওহে নেমে পড়। জল বেশি নেই। মোটে পেটসমান জল। কিচ্ছু হবে না।

—তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু তোমার পেট আর আমার পেটে অনেক তফাৎ। যে জল তোমার পেট সমান তা যে আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাবে সে খেয়াল আছে ?

* * *

॥ কত কমানো যায় ? ॥

জনৈক ব্যক্তির খুবই বদভ্যেস ছিল সবকিছু বাড়িয়ে বলা। এভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলতে খুব ভালবাসতো।

তার এক বন্ধু বলল ঃ

—সব কিছু এইভাবে রং চড়িয়ে বল কেন ? একটু কমিয়ে বললে তো এত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না।

—তা ঠিক। কিন্তু বলার সময় কেমন যেন··

—এক কাজ কর।

—কি ?

—তুমি যখন কিছু বাড়িয়ে বলবে তখন আমি গলা খাঁকারি দেব। তখন তুমি সংযত হবে।

—বেশ।

পরদিন।

ঐ ব্যক্তি একটা বাঘ শিকারের গল্প বলছেন। গল্প বলতে বলতে তিনি বললেন ঃ

—কি বিশাল বাঘ! লম্বায় ধর পঁচিশ হাত। বন্ধু গলা খাঁকারী দিল।

—ইয়ে···কি বলে পনের হাত!

বন্ধু আবার কাশল।

—ইয়ে—ওর নাম কি—দশ হাত!

বন্ধুর ফের কাশি।

ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন ঃ

—না। আর কমাতে পারবো না। তুমি কেশে কেশে গলা দিয়ে রক্ত বের করে ফেললেও নয়। কত কমানো যায়!

* * *

॥ কথার ওজন ॥

ছেলে শ্বশুরবাড়ি যাবে।

মা বলে দিলেন ঃ

—দেখ বাবা, আমাদের যে ছোট্টো ঘর সেটা তাদের একেবারে বুঝতে দিসনে।

—না মা।

—উঁচু জায়গাতে বসবি।

—ঠিক আছে।

—ভারী কথাবার্তা বলবি। হালকা কথা একদম বলবি নে। কেমন?

—আচ্ছা মা।

ছেলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে খড়ের গাদায় বসল। ঐটাই বাড়ির সব চাইতে উঁচু জায়গা।

শ্বাশুড়ি ডাকলেন:

—নেমে এস বাবা!

—হাতুড়ি।

ছেলের উত্তর।

শ্বাশুড়ী হতবাক হয়ে বললেন:

—সে কি বাবা?

—কুড়ুলের মাথা!

—অ্যাঁ?

—জাঁতা।

হালকা কথা না বলার আদেশ এভাবেই সে মানল।

১৩। শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কাহিনী
।। পাঁচকড়ি দে থেকে অনীশ দেব পর্যন্ত ।। মূল্য ৪০ টাকা

১৪। রোম থেকে রমনা দেবেশ দাশ মূল্য—১২.৮০

১৫। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সাধক ও সাধিকা
"৫৪ জন সাধকের জীবনের বিচিত্র সব কাহিনী"
—ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য মূল্য—৪৫ টাকা

১৬। কুইজ কনটেস্ট মূল্য—২৪ টাকা
কুইজ ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য

১৭। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রূপকথা—৪০ টাকা

১৮। শ্রেষ্ঠ কিশোর ক্লাসিক্‌স (গোয়েন্দা সহ) —৪০ টাকা

১৯। অঙ্কের ম্যাজিক ম্যাজিকের অঙ্ক
—সত্যরঞ্জন পাণ্ডা মূল্য—১৫ টাকা

২০। রোমাঞ্চ অমনিবাস—৪০ টাকা

২১। ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন—২৫ টাকা

* • *

প্রাপ্তমনস্ক ও বয়স্কদের জন্য গ্রন্থসম্ভার :

২২। শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী
অলংকরণ : পূর্ণেন্দু পত্রী ॥ মূল্য ২২ টাকা

২৩। এ মার্টেন স্মাইল
—ফ্রাঁসোয়াজ সাঁগো মূল্য—১৬ টাকা

২৪। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদিরসের গল্প-৩৫ টাকা

২৫। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প—৩৫ টাকা

২৬। সংস্কৃত আদিরসের কাহিনী—৩৫ টাকা

২৭। পৃথিবীর সেরা শৃঙ্গার কাহিনী—৩৫ টাকা

২৮। শ্লীল-অশ্লীল (বৃহদায়তন) —৮০ টাকা

সকল গ্রন্থে সাধারণ ক্রেতা, গ্রন্থাগার, বিদ্যায়তন ও পুস্তক বিক্রেতাকে অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া হয়।